হুমায়ূন আজাদ

১০,০০০, এবং আরো ১টি ধর্ষণ

CONVERTED TO PDF

BY

---RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

”বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন”

বাঙলাদেশ এখন হয়ে উঠেছে এক উপদ্রুত
ভূখণ্ড; হয়ে উঠেছে
ধর্ষণের এক বিশাল রঙ্গমঞ্চ,
৫৬,০০০ বর্গমাইলব্যাপী পীড়নের এক শোচনীয়
প্রেক্ষাগার।
ধর্ষিত হচ্ছে মাটি মেঘ নদী রৌদ্র জ্যোৎস্না দেশ,
এবং নারীরা। একটি ধর্ষণের কাহিনী বলা
হয়েছে এ-উপন্যাসে। ধর্ষিত ময়না আত্মহত্যা
করে নি, অভিযোগ করে নি; সে তার অবৈধ
সন্তানটিকে টুকরো টুকরো করেছে একটি
ধারালো দা দিয়ে; এবং প্রতিশোধ নিয়েছে–
সে অন্তত একটি শুয়োরকে টুকরো টুকরো
করতে পেরেছে।

ISBN 984 401 731 9

আজাদ

১০,০০০,
এবং
আরো ১টি ধর্ষণ

আগামী প্রকাশনী

Priya Books & G

তখন কেদারপুর গ্রামে বোশেখের শেষবিকেল, চারদিক সবুজ ও শান্ত।

বিকেলে ঝড় আসে নি; তার আগের বিকেলে একটি দমকা ঝড় এসেছিলো ও অনেকক্ষণ ধ'রে সুখকর বৃষ্টি হয়েছিলো, বৃষ্টিটা দুনিয়া ও দেহকে ঠাণ্ডা করেছিলো ব'লে গ্রামটিকে, গ্রামের আকাশটিকে, আজ অনেক বেশি সবুজ, নীল, আর নির্মল দেখাচ্ছে; তার বাতাসেও একটা সুধা বয়ে চলছে, যা বাতাসের থেকেও কোমল। বাতাসের সুধায় তখন কেদারপুর সুধাপুর।

কেদারপুর গাছপালা ঝোপঝাড় জঙ্গল দিয়ে তৈরি, গাছপালা এর বেলেমাটির ভেতর থেকে ঝলমলিয়ে বেরোনোর জন্যে দিনরাতভরই সবুজ শিশুর মতো মেতে আছে– প্রতিটি বাড়িতেই আছে আমকাঁঠালের গাছ, সারিসারি গুপুরি গাছ, এদিকে সেদিকে বাঁশঝাড়– দুপুরে সন্ধ্যায় বাঁশঝাড়ের শনশন শব্দ শোনা যায়, ঘরের পাশে পাশে লেবুগাছ, তার পাশে মাথা উঁচু ক'রে উঠেছে নারকোল ও খেজুরগাছ, কোথাও কোথাও গন্ধরাজের শুভ্র জ্যোৎস্না পূর্ণিমাকেও পরাজিত করে, এবং প্রকাণ্ড শিমুল, বেতের এলোমেলো জঙ্গল, ঘনপাতায় অন্ধকারাচ্ছন্ন গাবগাছ, সবুজ পাতায় ঝলমলে বিচে ও কবরিকলার গাছ– ওগুলো থেকে সারাবছরই সুগন্ধ ওঠে, আর তার দক্ষিণে সবুজ নিবিড় প্রফুল্ল পাটখেত, মাঝেমাঝে গ্যাণ্ডারি ও খাকরি আখের খেত।

পাখি ডাকে, গাছের ডাল থেকে কখনো সুর কখনো পাখি ডানা মেলে উড়ে যায় নদীর দিকে, বা আরো নিবিড় সবুজের দিকে।

সবুজ রঙ চারদিকে, চারদিক পাটপাতার মতো সবুজ, গ্রামটির বাতাসকেও সবুজ মনে হয়, সব সময়ই গায়ে সবুজের ছোঁয়া লাগে।

গ্রামের নাম কেদারপুর, এক সময় নদী অনেক দূরে ছিলো, তারপর নদী অনেকটা একে নিজের ভেতরে গ্রহণ করেছিলো, তারপর আবার একে ফিরিয়ে দিয়েছে; গ্রাম ভ'রে নদীর গন্ধ, ঢেউয়ের গন্ধ, আর সুগন্ধ প্রকৃতির– সারা গ্রাম প্রকৃতির নিচে একটি কুঁড়েঘরের মতো উষ্ণ।

গ্রামটির নাম হ'তে পারতো সুগন্ধপুর; বাইরে থেকে গিয়ে কেদারপুরে ঢুকলেই বুক ভ'রে সুগন্ধ ঢোকে, একবার দাঁড়িয়ে সুগন্ধ নিতে হয়।

তারও দক্ষিণ দিয়ে বয়ে চলছে নদী ইছামতি।

ওই নদীও সুগন্ধের ধারার মতো বয়ে চলছে, যদিও তার সুগন্ধ ক'মে আসছে দিন দিন, ওর ফুল ঝ'রে পড়ছে বছর বছর। ইছামতিতে হয়তো আর বেশি দিন ফুল ফুটবে না, তার পারেও সুগন্ধ উঠবে না।

প্রকৃতির জগত জুড়ে বিরাজ করছে শান্তি ও সৌন্দর্য। কোনো প্যাঁচা এখনো বেরোয় নি, কোনো বাদুড় ডানা মেলে নি।

কোনো প্যাঁচার নখে এখনো কোনো ইঁদুর গাঁথা পড়ে নি। কোনো বাদুড় এখনো কোনো ফলে ঠোকর দেয় নি।

ইছামতির পশ্চিম প্রান্তটিকে লাল ক'রে সূর্য স্থির হয়ে আছে।

একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে।

ময়না তখন একটি সবুজ পাখির মতো এসে দাঁড়ায় তাদের বাড়ির দক্ষিণে।

পুবপাড়ার জব্বর শেখের মেয়ে ময়না বাড়ির দক্ষিণ ধারে এসে দাঁড়িয়ে নদী পর্যন্ত ছড়ানো সবুজ দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ে, এখন তার বিহ্বলতার কাল, হঠাৎ অপূর্ব সৌন্দর্যে কেঁপে ওঠার কাল; তার মনে হয় এমন সবুজ সে কখনো দেখে নি, বা সবুজ কখনো আগে এমনভাবে তার ভেতরে ঢোকে নি।

সে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে, সে নিজেও অনেকখানি সবুজ হয়ে ওঠে, পাটখেতের মতো নিবিড় হয়ে উঠতে তার ইচ্ছে হয়। আজকাল তার এমন হয়েছে যে সে যা দেখে তাকেই তার নতুন আর সুন্দর মনে হয়, যেনো সব কিছুই সে এই প্রথম দেখছে, আর সুন্দরে চারদিক ভ'রে গেছে।

সোন্দর, তার বুকটা গুনগুন ক'রে ওঠে, পাটখ্যাতটা এমুন সোন্দর!

পাটখেতের ভেতর থেকে বোশেখের সগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে।

তার মনে হয় পাটখেতটি একটি বিরাট পুকুর, ওই পুকুরে তার ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

আমার সাতর কাটতে ইচ্ছা অইতে আছে।

আমার ডুব দিয়া এক পার থিকা আরেক পারে ভাইস্যা ওটতে মন চায়।

দুরের গাঙডা কী সোন্দর, ময়না নিজেকে বলে, আমার ইচ্ছা করছে অই গাঙডার পারে গিয়া দৌর দেই, একলা একলা আডি।

এই বিয়ালডা এমুন সোন্দর, ময়না নিজেকে বলে, আমার জানি কেমুন লাগতে আছে; এবং নিজেকেও তার সুন্দর মনে হয়।

নিজের মুখটিকে তার একবার দেখতে ইচ্ছে করে, নিজের মুখের থেকে প্রিয় আর সুন্দর কী আছে জলে আর মাটিতে আর আকাশে?

ক্যান? আশমানের চান? পুন্নিমার চানডা? অইডা এমুন সোন্দর!

আমার ত খালি পুন্নিমার চানের দিকে চাইয়া রইতে মন চায়।

পুন্নিমার চানডারে মনে অয় একলা ফোডা একটা গন্দরাজ।

আমার মোকটা কি চানের মতন সোন্দর?

আমার মোকটারে যে আমার চান্দের মতন সোন্দর লাগে।

গন্দরাজের মতন সোন্দর লাগে।

ঘরে গিয়ে একবার সে তার মুখটা দেখবে?

পুরুষপোলারা আজকাল তাকে দেখলে থমকে দাঁড়ায়, তার মুখটির জন্যে?

ঘরে গিয়ে আয়নায় মুখ দেখতে তার লজ্জা লাগে; আয়নার বদলে মনে মনে সে একবার নিজের মুখটিকে দেখে, নিজের মুখটিকে দেখতে গিয়ে সারা শরীরটিই একবার দেখে ফেলে, দেখে তার রূপে বিবশ হয়ে যায়।

আমার দ্যাহডা এমুন অইয়া ওটলো ক্যামনে? সে ভাবে।

আমিও অই পাটখ্যাতডার মতন সোন্দর, সে মনে মনে বলে, আমিও অই ইছামতি নদীডার মতন সোন্দর, তার চরডার মতন সোন্দর?

আমার একটা দ্যাহ আছে, আমার দ্যাহডা সোন্দর, আমার দ্যাহডারে আইজকাইল আমার নতুন লাগে।

আমার বয়স অইচে, একবার ভেবে চমকে ওঠে ময়না।

হঠাৎ বাতাসে তার বুকের কাপড় খ'সে পড়ে, এবং নিজের বুকে দুটি সুন্দর কদম ফুটে আছে দেখে শিউরে ওঠে ময়না।

এই দুইডা দিন দিন কেমুন কদম ফুলের মতন অইয়া ওটতে আছে।

এই দুইডার জ্বালায় শরমে আমি বাচি না।

এই দুইডা আমার সোন্দর, আমার কদম ফুল।

আমি আষাঢ় মাসের কদম গাছ।

এই দুইডা আমার অইলদা রঙ্গের কদম ফুল।

পুরুষপোলারা আমারে দ্যাকলে চোরের মতন চায় ক্যা?

পুরুষপোলারা এমুন চোর ক্যা?

তবু তার সুখ লাগে, এবং তার ছাগল তিনটির কথা মনে পড়ে।

পাটখেতের দক্ষিণের ঘাসখেতে দুপুরে সে তার ছাগল তিনটিকে গোছর দিয়ে এসেছে, ওগুলো ঘাস খেয়ে খেয়ে এখন নিশ্চয়ই ফুলে উঠেছে, হয়তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, গোলগাল হয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে, ওগুলো নিশ্চয়ই এখন তার কথা ভাবছে। ছাগলগুলোর মসৃণ কালো রঙ সে দেখতে পায়, মনে মনে একবার আদর করে, ওগুলোর গায়ে হাত রাখলে তার হাত দুটি রেশমের মতো হয়ে ওঠে।

ছাগলগুলোকে আনতে যেতে হবে, সন্ধ্যা হ'লেই তাকে দেখতে না পেলে ছাগলগুলো ডাকতে শুরু করবে, ম্যা ম্যা করতে থাকবে, দড়ি ছিঁড়ে ছোটার জন্যে টানাটানি করতে থাকবে, ছিঁড়তে পারবে না। ছাগলগুলোর ম্যা ম্যা ডাক তার ভালো লাগে, গানের থেকে মিষ্টি লাগে। ছাগলগুলো যখন তার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে তার তখন ভালো লাগে, ছাগলগুলোকে তখন তার পরীর বাচ্চা ব'লে মনে হয়, হরিণের বাচ্চার থেকে সুন্দর মনে হয়।

ময়না তাদের বাড়ির দক্ষিণের পাটখেতের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করে, আস্তে আস্তে সে হাঁটে। এটা তার ভালো লাগে। পাটখেতের আল দিয়ে কখনো তার যেতে ইচ্ছে করে না, গরম লাগে, উঁচুনিচু মাটিতে হাঁটতে তার

পায়ে ব্যথা লাগে, তার ভালো লাগে খেতের ভেতর দিয়ে যেতে। পাটগাছগুলো তার থেকেও অনেক বড়ো হয়ে গেছে, গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে হাঁটতে তার সুখ লাগে, গায়ে একটাও পাতা লাগে না, গন্ধ এসে লাগে, দু-হাতে গাছগুলো ফাঁক ক'রে ক'রে এগোতে থাকে, তার মাথার ওপর একটা ঢেউ খেলে যেতে থাকে।

ময়না হাঁটতে থাকে, গাছগুলোকে দু-হাতে ফাঁক করতে থাকে, তার মনে হয় সন্ধ্যার আগের রোদ আর তার শরীরের আলো ঝলমল করছে পাটখেত জুড়ে।

আমি পাটখাতের পুকইরে সাতর কাটতে আছি, সে মনে মনে বলে, সাতর কাটতে আমার সুক লাগতে আছে, আমার শরিলডা সুক পাইতে আছে।

আমার শরিল আইজকাল এমুন সুক পায় ক্যা, নিজেকে জিজ্ঞেস করে সে, শরিলে কিছু আইয়া লাগলেই শরিলডা থরথর কইর‍্যা কাপে ক্যা?

তার শরীরের নানা দিক থেকে সুখ ঝ'রে ঝ'রে পড়তে থাকে পাটখেতের বেলেমাটির ওপর, ভেসে বেড়াতে থাকে পাটের পাতায় পাতায়।

সে কয়েকটা পাটগাছ মুঠো ক'রে একবার চেপে ধরে নিজের শরীরে, পাতার গন্ধে তার বুক ভ'রে যায়, একটা পাতা ছিঁড়ে সে চিবোতে থাকে।

তখন আলো আরো ময়লা হয়ে এসেছে, চারদিকের সবুজ রঙটা কালো হয়ে আসছে, দূরের নদীটা সে দেখতে পায় না, তার হঠাৎ একটা কালো রকমের ভয় লাগে, এবং তাড়াতাড়ি সে ছুটতে থাকে তার ছাগলগুলোর দিকে।

তখন চারটি বন্যশুয়োর চারদিক থেকে ঘোৎঘোৎ করতে করতে এসে ময়নাকে ঘিরে ধরে।

এসেই একটি শুয়োর ময়নার মুখ চেপে ধরে, সে চিৎকার দিতে পারে না, কিন্তু লড়াই করতে থাকে, তার মুখে থামচি দিতে থাকে; আরেকটা বন্যশুয়োর দুটি পিস্তল বের ক'রে দেখায় ময়নাকে, একটা শুয়োর একটা পিস্তল ঘষতে থাকে ময়নার বুকে, একটা শুয়োর ময়নার মুখে একটা পিস্তল ঢুকিয়ে দেয়, পিস্তলের ঠান্ডা ছোঁয়ায় ময়না আরো বোবা হয়ে ওঠে, তবু সে লড়াই করতে থাকে, কিন্তু পারে না।

ওদের সে চিনতে পারে, কিন্তু চিনতে পারে না।

একটা শুয়োর বলে, ডরাইছ না, আমাগো লগে লোয়ার পিস্তল আছে, তয় তর ভিতরে লোয়ার পিস্তল ঢুকামু না, লোয়ার গুলি ছুড়ুম না, তরে মারুম না, মজা দিমু। মজার পিস্তল ঢুকামু।

ময়না লাথি ছোঁড়ে, কিন্তু পারে না।

একটা শুয়োর বলে, মাগিডার ত্যাজ বেশি, মাগিডা সোন্দর বইল্যা ত্যাজও বেশি, আমাগো লগে ত্যাজ দেহাইয়া থাকন যাইব না। অই, তুই অইল ইলশা মাছ, বেশি লাফাইতে পারবি না।

ময়না থামচি দেয়, কিন্তু পারে না।

আরেকটা শুয়োর বলে, আমরা পাওয়ারে আছি মাগিডা বোঝে নাই, পাওয়ার কারে কয় মাগিডারে আইজ বুজাই দিমু। আমাগো বন্দুক মাগিডা দ্যাহে নাই, অহনই বন্দুক ঢুকাইয়া দিমু।

ময়না লাথি ছোঁড়ে, কিন্তু পারে না।

আরেকটা শুয়োর বলে, মাগিডারে একদিন কউক খাওয়াইতে চাইছিলাম, মাগিডা আমার মোকে ছ্যাপ দিছিল, আইজ কউক ঢুকাই দিমু। মাগিডা বোজবো এই কউক কোকাকোলার থিকা মজার।

ময়না এলিয়ে পড়ে।

আরেকটা শুয়োর বলে, ভেস্তে অইলে মাগিডা হুরপরি অইত, মালডা মালাউন মালগুনির থিকাও ভাল, রমেইশ্যার মাইয়াডার থিকাও মাল ভাল।

একটা শুয়োর বলে, মালডার দুদ দুইডা দ্যাহছ না, চান্দের মতন। এই দুইডা রাইত ভইর‍্যা খাওন যাইব।

ওরা তাকে পাটখেতের বেলেমাটিতে ফেলে একের পর এক ধর্ষণ করতে থাকে।

বেলেমাটি অনেকখানি রক্তে লাল হয়ে ওঠে, ময়না পাটখেতের ভেতরে দলিত মথিত বেলেমাটির মতো প'ড়ে থাকে। ধর্ষণ ক'রে ক'রে এক সময় ওরাও ক্লান্ত হয়ে ওঠে, কিছুতেই আর ওরা নিজেদের শক্ত করতে পারে না।

আরশাদ বলে, মাগিডারে খুন কইর‍্যা যাওনই ভাল, অই আজম আস্তে একটা গুলি মার, আসল জায়গায় গুলি মার।

আজম আলি বলে, খুন করনের কাম নাই, এইডারে পরেও করন যাইব, কোন মাগিরে কইর‍্যা এত মজা পাই নাই।

আলতাপ বলে, দোস, দ্যাশে ভাল মালের অবাব নাই, আরও মাল পামু, খুন করলে কোন বিপদ অইব না, নাইলে বিপদ অইতে পারে।

আজম বলে, বিপদ অইব ক্যা? আমরা পাওয়ারে আছি না? ছয় মাসে কয় ডয়জন,করলাম, কি বিপদ অইল? কেউ মোক খোলতে পারল?

আলতাপ বলে, মজার দিন পাইছি, দোস্ত, করুম আমরা, আর আমাগো লিডাররা দোষ দিব অগো, আমাগো আবার দোষ কি? আমরা ইসলামিক নাশালিজম কায়েম কইর‍্যা ছারুম।

সাদ্দাম বলে, খুন করলে আরেকটু পর কর, আমি আরেকবার কইর‍্যা লই, অহন পর্যন্ত যেতগুলি করছি এইডার মতন সুক পাই নাই, মালাউনগ মাইয়াগুনিও এইডার কাছে কিছু না; মালডা চরের বাইল্যা মাডির মতন নরম, ইলশা মাছের মতন, মন অইতে আছিল কুলের মাছ খাইতে আছি।

আজম বলে, তাইলে এইডারে বিয়া কইর‍্যা ল, রাইত দিন বাইল্যা মাডির উপর হুইয়া থাকতে পারবি, ইলশা মাছ খাইতে পারবি।

আরশাদ বলে, আমারও আরেকবার করন লাগব, দোস্তে বিয়া করনের আগে আরেকবার কইরা লই।

আক্কাম বলে, দোস্ত, তুই একটা ভোদাই, পাওয়ারে থাকনের সোম আবার কি? দাশের সব মালই ত আমাগো।

ওরা আবার একবার দুবার তিনবার ক'রে ময়নার ভেতরে ঢোকে আর বের হয়। ময়না কোনো সাড়া দেয় না, বেলেমাটির গর্তের মতো প'ড়ে থাকে; তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, চারটি নষ্ট অন্ধকার অন্ধকারের ভেতরে মিলিয়ে যায়।

ময়না তখন গভীরতম অন্ধকারে ডুবে আছে, মহাজগত জুড়ে যে-অন্ধকার নামবে সব চাঁদ তারা সূর্য দেবতা দৈত্য বিধাতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর, যে-অন্ধকার পাটখেতের সবুজের ভেতরে, বেলেমাটির ভেতরে, ইছামতির জলে, কখনো নামে নি।

তার প্রিয় ছাগলগুলোর করুণ ডাক, দিকে দিকে নির্মম বিধাতার উদ্দেশ্যে মানুষের পবিত্র সব আবেদন, কল্যাণের জন্যে মাইক্রোফোনে ডাক, সন্ধ্যার কোমল আলো-অন্ধকার কিছুই তার ভেতরে ঢোকে না।

সে বুঝতেও পারে না সে আছে কি নেই, সে ছিঁড়ে গেছে না ফেড়ে গেছে, ম'রে গেছে না আরেক জীবনে প্রবেশ করেছে; অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই তার সঙ্গে নেই, তার মনে হ'তে থাকে তার শরীরের ভেতরে সমস্ত ছিদ্র দিয়ে অন্ধকার ঢুকে তাকে অন্ধকার ক'রে তুলেছে।

অন্ধকারে প'ড়ে থাকতে তার ভালো লাগে, আগে কখনো অন্ধকার তার এতো ভালো লাগে নি, আগে কখনো সে এতো যন্ত্রণা পায় নি, যন্ত্রণা কখনো তাকে এমন বিবশ করে নি; ওই অন্ধকারের ভেতরে কোনো দৃশ্য মুহূর্তের জন্যেও ঝিলিক দেয় না, নিজের মুখও সে দেখতে পায় না, নিজের যে একটি মুখ, একটি শরীর রয়েছে, তাও তার মনে পড়ে না।

সন্ধ্যা গভীর হয়ে গেছে, পাখিরা বাসায় ফিরে গেছে।

ময়নার মুরগিগুলো নিজেরাই এসে খোয়াড়ে ঢুকে ঘুমোনোর চেষ্টা করছে।

তখন আথালে গাভীরা ঘুমঘুম চোখে জেগে আছে।

তখন পাটখেতে নীরবতা নেমেছে, তখন কোনো বাতাস নেই।

তখন দূরে ইছামতি অন্ধকারের মধ্যে সুখে বয়ে চলছে।

তখন চারদিকে রাত্রি ছড়িয়ে পড়ছে।

তখন চারদিকে শান্তি ছড়িয়ে রয়েছে।

একটি পাখি শুধু ফেরে নি।

ময়না ফেরে নি।

ময়নাকে না দেখে ময়নার মা বাড়ির দক্ষিণে দাঁড়িয়ে ময়নাকে ডাকতে থাকে, এটাই শুধু চারদিকের শান্তিতে একটু বিঘ্ন ঘটায়, কোনো সাড়া না পেয়ে ময়নার

মা একটু ভয় পায়; আজকাল এমন হয়েছে যে একডাকে ময়না সাড়া না দিলেই তার ভয় লাগে, ময়না তার ভেতরে একটি ভয় হয়ে দেখা দিয়েছে, এজন্যে ময়নাকে সে একটা সিকির মতো নিজের আঁচলে গেরো দিয়ে শক্ত ক'রে বেঁধে রাখতে চায়, কিন্তু পারে না।

ময়না, অ ময়না মা, অ ময়না, তুই কোন হানে?

সে সুর ক'রে ময়নাকে ডাকে।

ময়না কোনো সাড়া দেয় না, তাতে আরো ভয় পেয়ে সে নানা ধরনের সুরে ময়নাকে ডাকতে থাকে। ডাকগুলো কান্নার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ময়নার বাপ সন্ধ্যায় আথালে গরু বেঁধে কোথায় গেছে, তাকে ডেকেও ময়নার মা কোনো সাড়া পায় না; তখন সে আরো ভয় পায়, এবং চিৎকার করতে করতে পাশের বাড়ির চাচি শাশুড়ির ঘরে গিয়ে ওঠে।

ময়নার ছোটো ভাইটি, ইনেছ, ১২ বছরের বালক, বোনের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে, বুজির জন্যে তার বুক কাঁপছে, বুজি সন্ধ্যায় ঘরে কুপি জ্বালায় নি ব'লে ঘরটিকে তার অন্ধকার লাগছে, আজ সে নিজেই হারিকেন জ্বালিয়েছে।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির দক্ষিণে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে ডাকতে থাকে, অ ময়না বুজি, তুমি কোন হানে, অ ময়না বুজি, তুমি কোন হানে, তরাতরি বাইরতে আহ, তুমি আহ নাই ক্যা...।

তার ডাক পাটখেতে নারকেলের ডগায় বাঁশঝাড়ে কচুর জঙ্গলে বেতঝোপে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু কোনো জবাব আসে না।

ইনেছের বুকে মাঘের বাতাস বয়ে যায়। কেঁপে কেঁপে ওঠে বুকটা।

সে আরো জোরে জোরে ডাকে।

অ ময়না বুজি, তুমি বরকি লইয়া বাইরতে আহ, অ ময়না বুজি।

অ বুজি, তুমি কোন হানে, তোমার বরকি আরাই গ্যাছে নি, তুমি বাইরতে আহ, তোমার বরকি আরাই গ্যাছে নি?

ময়না বুজি, তরাতরি আহ, রাইতে বরকি খুইজ্জা পাইবা না।

ময়না বুজি, বাইরতে আহ।

অ... ম....য়...না... বু....জি....

ইনেছের বুকটা কাঁপতে থাকে, তার খুব ডর লাগে। তার সামনে গাবগাছ থেকে একটা ভুত নেমে এসে যেনো দাঁড়ায়, তার বুকটা ছমছম করতে থাকে, তার রক্ত অন্ধকারে কলকল করতে থাকে।

পাশের বাড়ির চাচি শাশুড়ি বলে, বউ কও কি? ময়না ত এত রাইত করনের মাইয়া না।

ময়নার মা কাঁদতে থাকে, হেইর লিগাই ত ডরাইতে আছি।

আজকাল এমন হয়েছে যে একটুতেই তার ভয় লাগে, নানা রকমের ভয়

রক্তের ভেতরে বইতে থাকে, একটুতেই ভয়গুলো ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে, আকাশের দিনরাতগুলোকে তার মদনা ডাকাতের মতো মনে হয়।

চাচি শাশুড়ি বলে, ময়না বরকি লইয়া আহে নাই?

ময়নার মা বলে, না, অহনও আহে নাই, অ হরি, আমার ময়নার কি অইছে? অহনও বাইরতে আহে নাই ক্যা? আমার ময়না দেরি করনের মাইয়া না।

চাচি শাশুড়িও ভয় পায়, বলে, দিনকাল ভাল যাইতে আছে না, ময়না অহনও আহে নাই হুইনা আমারও ডর লাগাতে আছে।

ময়নার মা কাঁদতে থাকে, হরি, আমার ময়নার কি অইছে?

চাচি শাশুড়ি বলে, লও, বউ দেইখ্যা আহি।

চাচি শাশুড়ি অভিজ্ঞ, বিধবা, তার বয়স হয়েছে; অনেক বছর ধ'রে একাই থাকে। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হওয়ার পর অনেক বছরে তার অভিজ্ঞতা অনেক বেড়েছে, সাহসও বেড়েছে; গ্রামের মান্যগণ্য পুরুষদের দু-তিন-চারটি তার হাতে অল্পস্বল্প জখম হয়ে অনেক আগেই কবরের অনন্ত শান্তির ভেতরে ঢুকে গেছে, রাব্বুল আল আমিন তাদের ওপর ভেস্ত নাজেল করুক, তাদের জান্নাতুল ফেরদৌসে আঙ্গুর বেদানা শরাবন তহুরার মধ্যে শুইয়ে রাখুক, তারা হাজার হাজার হুরপরীর সঙ্গে কোটিবার ছোহবত করতে থাকুক।

একটির দিকে সে ভরদুপুরবেলা কালো পাতিল ছুঁড়ে দেয়ার গুনার কাজ করেছিলো, ঠাশ ক'রে গিয়ে পাতিলটি লেগেছিলো মোহাম্মদ আবদুল খালেক খাঁর মাথায়, তার মাথাটা যতোটা ভেঙেছিলো তার থেকে অনেক বেশি ভেঙেছিলো মানসম্মান, আরেকটিকে মেহেদিমাখা চাপদাড়ি ধ'রে ছাগলের মতো আটকে রেখেছিলো, সে কবিরা গুনা করেছিলো, অনেক টানাটানি ক'রেও মৌলবি ছবদর আলি ছায়েব বউর বদনাভরা পানি দিয়ে অজু ক'রে তার চাপদাড়িগুচ্ছ নিয়ে মগরেবের নামাজে গিয়ে দাঁড়াতে পারে নি, তার অনেক অক্ত নফল নামাজ পড়তে হয়েছিলো।

আরেকটিকে সে দুই পোতায় চেপে ধ'রে আটকে রেখেছিলো, তারপর লোকজন জমা হয়ে গেলে 'আক থু' ব'লে তার মুখে একদলা থুতু মেরে ছেড়ে দিয়েছিলো, লোকজন বিচার বসাতে চেয়েছিলো, সে বিচারে যেতে রাজি হয় নি; অনেক বছর আর কোনো মান্যগণ্য পুরুষাদি তার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পায় না, তার দিকে তাকানোরও আর কিছু নেই।

ময়নার মা, চাচি শাশুড়ি, ময়নার ছোটো ভাইটি ময়নাকে ডাকতে ডাকতে, কাঁদতে কাঁদতে হারিকেন নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

ইনেছ বলে, বরকিগুলির কেছে গিয়া দ্যাহি, বিয়ালে ত বুজি ঘাসখ্যাতে বরকি আনতে যায়, হেই হানেই বুজির থাকনের কতা।

ময়নার মা বলে, বাজান, ময়না কোন হানে বরকি গোছর দেয়, বাজান তুই

হেই জাগাডা চিনছ নি? ল, বাজান, হেই জাগায় ল।

চাচি শাশুড়ি বলে, বউ আহ, হেই জাগাডা আমি চিনি।

ইনেছ বলে, লও মা, আমি দ্যাহাই দিমু নে।

ময়নার মা চিৎকার করতে থাকে, আমার ময়নার কিছু না অইলে কি ময়না এত রাইতে বাইরে থাকত? অ আল্লা, আমার ময়নার কি অইছে?

ময়নার মা হাঁটিতে পারে না, কিন্তু দৌড়োতে থাকে।

তারা সেখানে গিয়ে দেখে বরকিগুলো ম্যা ম্যা ক'রে ডাকছে; ওরা আজ ওদের প্রিয়মুখটি দেখে নি, তার হাতের ছোঁয়া পায় নি, ওরা কষ্টে আছে, বরকিগুলোর মুখ দেখা যায় না ব'লে ওদের কষ্টও বোঝা যায় না।

ওদের আওয়াজ পেয়ে ছাগলগুলো ম্যা ম্যা করতে থাকে।

ইনেছ বলে, মা, বুজির কিছু অইছে, নাইলে বরকি এই হানে থাকত না, মা আমার বুজির কিছু অইছে।

ময়নার মা 'অ আমার ময়নারে, অ আমার মারে' ব'লে মাটিতে প'ড়ে যায়।

চাচি শাশুড়ি ডাক দেয়, অ আমার ময়না দাদিরে, তুই এই হানে আছস নি রে, আমরা তর লিগা আইছি রে, অ ময়না দাদিরে...।

তারা কোনো সাড়া পায় না; চারপাশের পাটখেত কোনো উত্তর দেয় না।

ইনেছ বলে, বুজি এই হানেই আছে, বরকি নিতে বুজি এই হানেই আইছে, বরকি আছে, আমার বুজি নাই ক্যা?

ইনেছ ডাকে, অ...ম...য়...না...বু...জি

তারা সুর ক'রে ডাকতে থাকে, পাটখেতের এদিকে সেদিকে ছুটতে থাকে, অন্ধকারে ও তাদের চোখের অন্ধকারে তারা কিছু দেখতে পায় না।

তাদের মনে হয় পাটখেতে অমাবস্যা নেমেছে, চাঁদাতারাগুলোকে শয়তানেরা গিয়ে খেয়েছে, কোথাও কোনো আলো নেই।

ইনেছের হাতে হারিকেনটি ছিলো, সে হারিকেনটি নিয়ে ছোটাছুটি করছিলো, এবং সে-ই প্রথম ময়নাকে দেখতে পায়।

সে চিৎকার ক'রে ওঠে, অ মা, অ দাদি, এইদিকে আহ, এই হানে ময়না বুজি পইর‍্যা আছে, আমার বুজি পইর‍্যা আছে।

ইনেছ দৌড়ে গিয়ে ময়না বুজিকে দেখে চোখ বন্ধ ক'রে থাকে।

ইনেছ ময়নার দিকে তাকাতে পারে না, বুজিকে তার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তার চোখ বুজে আছে, সে বুজিকে জড়িয়ে ধরতে পারে না, বুজিকে সে এভাবে দেখবে কখনো ভাবে নি।

বুজিকে সে এমন উদ্ধুর ন্যাংটো ভগ্ন দেখবে কখনো ভাবে নি।

তার মনে হয় সে অন্ধ হয়ে গেছে, হারিকেনটি নিভে গেছে, সে ম'রে গেছে।

সে চিৎকার ক'রে ওঠে, অ আমার ময়না বুজি, তোমার কি অইছে? অ মা, আমার ময়না বুজির কি অইছে? অ মা, অ দাদি আমার বুজির কি অইছে? অ মা, আমার বুজি মইরা গ্যাছে।

ময়নার মা আর চাচি শাশুড়ি ছুটে এসে দেখে ন্যাংটো ময়না চিৎ হয়ে প'ড়ে আছে, সে ভেঙেচুরে মাটিতে মিশে আছে, তার গায়ে এক টুকরো কাপড় নেই, তার শাড়িটা ছিঁড়েফেড়ে তার পাশে প'ড়ে আছে।

ময়নার মা ঝাঁপিয়ে পড়ে ময়নার ওপর, সে চিৎকারও করতে পারে না।

ইনেছ আর চাচি শাশুড়ি চিৎকার ক'রে ডাকাডাকি করতে থাকে, তাদের বুক আর গলা থেকে আওয়াজ বেরোতে চায় না, তবু তাদের চিৎকারে চারপাশ ভ'রে ওঠে, দূরের নদীটাও কেঁপে কেঁপে ওঠে হয়তো, হয়তো ওঠে না; হয়তো চারদিকে অন্ধকারের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে।

ইনেছ ডাকতে থাকে, অ বাবা, ময়না বুজি মইর‍্যা পইর‍্যা আছে, ময়না বুজিরে কারা জানি খুন কইর‍্যা গেছে, অ বাবা...।

পাটখেতের ভেতরে একটা কবর তৈরি হয়েছে, সেখানে নগ্ন প'ড়ে আছে ময়নার লাশ; তবে সে লাশ নয়, সে মরে নি, সে গভীরতম অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে আছে, যে-অন্ধকার মৃত্যুর থেকেও, আশি হাত কবরের থেকেও গভীর, তার নগ্ন বিধ্বস্ত দেহটিই একটি কবর। পবিত্র কবর? গভীরতম কবর?

এভাবে চিৎ হয়ে আগে কখনো ময়না শোয় নি, পৃথিবীকে আগে সে কখনো এমনভাবে অস্বীকার করে নি; তার দেহটি বলছে, তোমরা আমাকে ন্যাংটো করতে চাও, করো, তোমরা আমাকে ভেঙেচুরে ফেলতে চাও, ভাঙো, তোমরা আমাকে নির্লজ্জ করতে চাও, করো, তোমরা আমার পদ্ম ছিঁড়ে নিতে চাও, ছেঁড়ো, এতে আমার কিছু যায় আসে না, আমি তোমাদের কাউকে চিনি না।

ময়নার মা, ইনেছ, আর চাচি শাশুড়ির চিৎকারে উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম পাড়া থেকে লোকজন ছুটে আসে, ময়নার বাপও ছুটে আসে।

চাচি শাশুড়ি চিৎকার ক'রে বলে, পুরুষপোলারা তোমরা কাছে আইও না, তোমরা দূরে খারাই থাকো।

তারা জিজ্ঞেস করে, এই হানে কে? এই হানে কার কি অইছে?

চাচি শাশুড়ি বলে, এই হানে আমরা, এই হানে ময়না, আমাগো ময়না, কোন জাউর‍্যার পোলারা তারে নাশ কইর‍্যা থুইয়া গ্যাছে; আমাগো ময়নারে খুন কইর‍্যা গ্যাছে, কোন জাউর‍্যার পো জাউর‍্যারা...।

চারদিকে একটা হাহাকার ওঠে, ময়নার বাবা চিৎকার ক'রে এসে ময়নার ওপর পড়ে, সে চিৎকারও করতে পারে না।

ময়নার মা ময়নাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে আছে, সে একবার বলে, ময়না, ওরে মা, তুই একবার কতা ক।

ময়না কোনো কথা বলে না।

একদল নারী ময়নাকে কোলে তুলে নেয়, তারা ফুঁপিয়ে কাঁদে, আরেক দল চিৎকার করতে থাকে, 'কোন জাউর‍্যারা এই কাম কইর‍্যা গ্যালো, ফুলের মতন মাইয়াডারে নষ্ট কইর‍্যা গ্যালো, জাউর‍্যার পো জাউর‍্যায় আইজকাইল দ্যাশ ভইর‍্যা গ্যাছে।'

ময়নার বয়সের কয়েকটি মেয়ে, তার সইরা, সাহস ক'রে যারা এসেছিলো, তারা মুখে দু-হাত চেপে কাঁদতে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পায় একপাল জারজ শুয়োর ঘোৎঘোৎ ক'রে তাদের দিকে ছুটে আসছে, তখন তারা উচ্চকণ্ঠে হাহাকার ক'রে ওঠে।

তারা সুন্দরের সবুজের নির্মলতার লাশ নিয়ে বাড়ি ফিরছে, কিন্তু এই সুন্দর লাশের গায়ে এখনো সুন্দরের সুগন্ধ লেগে আছে, দাঁতাল শুয়োরের পালের আক্রমণেও তার শরীরে দুর্গন্ধ লাগে নি, দাঁতালেরা কখনো সৌন্দর্যকে অসুন্দর করতে পারে না, সে ছিঁড়েফেড়ে গেছে, ভেঙেচুরে গেছে, ঘা হয়েছে সুন্দরের শরীরে, রক্তে ভেসে গেছে সুন্দর, কিন্তু সুন্দর এখনো ফুলের মতোই সুন্দর, শুধু সে অন্ধকারের ভেতর ঢুকে গেছে, অন্ধকারের মতো নির্জীব হয়ে গেছে। ময়নাকে যে-নারীরা কোলে তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে, তারা সবাই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চায়, নিজেদের বুকের ভেতরে ঢুকিয়ে নিতে চায়; তারা কাঁদে, তবু তারা একটা সুখ পায় যে ময়না বেঁচে আছে।

কী করতে পারে সুন্দর, কী শক্তি আছে সুন্দরের?

পালে পালে পালে পালে শুয়োরে যদি দেশ ভ'রে যায়, পালে পালে পালে পালে যদি শুয়োর ঘোরে দেশের পথেঘাটে খালে বিলে শহরে গ্রামে ধানখেতে পাটখেতে, শুয়োরেরা যদি ঘোৎঘোৎ ক'রে দেশটিকে মলমূত্রের নর্দমা বানিয়ে তোলে, যখন তখন পদ্মপুকুরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে শুয়োরেরা যদি শুভ্র ও রক্তপদ্মকে নোংরা করে, কোমল ডাঁটা ভেঙে ফেলে, পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলে, তাহলে কি পদ্মকে ম'রে যেতে হবে?

কেনো মরবে পদ্ম? পদ্ম অসহায় ব'লে ম'রে যাবে? মত্ত হাতির পায়ের নিচেও কি তাকে বেঁচে থাকতে হবে না? কেনো মরবে ময়না? তার রক্তমাংস কি জানে না পালে পালে দাঁতাল শুয়োরে দেশ ভ'রে গেছে? পথে পথে শুয়োর?

শুয়োরের বাচ্চা? তার রক্তমাংস কি জানে না ভেতরে ভেতরে প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলতে হবে? পালে পালে শুয়োরের দেশে শুধু একপাল শুয়োর এসে যদি দেহটিকে ঘোৎঘোৎ ক'রে চাটে আর কামড়ায়, তাতেই ম'রে গেলে কী ক'রে চলে সৌন্দর্যের? সুন্দর কি শুয়োরের হাতে তুলে দেবে মেঘ বৃষ্টি সবুজ শস্য জল রৌদ্র চাঁদ সূর্যের ভার?

তাই ময়না মরে নি; সে এক গভীর কৃষ্ণ নিদ্রার কারাগারে, তীব্রতম যন্ত্রণার অতল অন্ধকার গৃহে বাস করছে, যেখানে সে একা।

তাকে কোলে ক'রে নিয়ে বাড়ি ফেরে নারীরা।

ময়নাকে তার বিছানায় শুইয়ে দেয়া হয়েছে, সে চিৎ হয়ে প'ড়ে আছে; তাকে ঘিরে আছে শোকাকুল নারীরা। বাইরে পুরুষেরা উত্তেজনা প্রকাশ ক'রে চলছে, তারা যেনো জানে যা হয়ে গেছে তা হয়েই গেছে, তারা কিছু করতে পারবে না।

ময়নার মা ময়নাকে বুকে জড়িয়ে বলে, আমার ময়না মা, তুই কথা ক, আরে আমার মা।

ময়না একবার বলে, আমার ঘোম পাইছে, আমার ঘোম পাইছে।

ময়না চোখ খোলে না, সে আরো গভীর ঘুমের অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে, এতো ঘুমের সুখ সে আগে কখনো পায় নি।

তার মা বলে, ও মা ময়না, তুই আরেকবার কথা ক, তর কথা না হোনলে আমি বাচুম না।

ময়না কথা বলে না, সে গভীর ঘুমের সুখদ আঁধারে ডুবে যায়।

এক নারী চিৎকার ক'রে ক'রে বলে, কী সোন্দর মাইয়াডারে জাউরার পো জাউরারা নষ্ট কইরা গ্যাছে, দুইন্যায় মাইয়াডা কি আছিল আর অহন কি হইছে। জাউরার পো জাউরাগো মাগো মা-বইনের লগে হুইতে পারে নাই? মাগো মা-বইনের হাত নাই?

চাচি শাশুড়ি বলে, ময়না নষ্ট অয় নাই, নষ্ট অইব ক্যা? গায়ে গুমুত লাগলে ধুইয়া হালাইলেই অয়, গুমুতে শরিল নাশ হয় না।

অন্য কেউ আর এ-নিয়ে কথা বলতে সাহস করে না।

ময়না চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, দেখে মনে হয় চারপাশ সম্পর্কে তার কোনো চেতনা নেই; কিন্তু হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটে।

তার মা একবার তাকে ছুঁয়ে গেলেই সে অনবরত দু-হাত ও পা ছুঁড়ে গোঙাতে থাকে; তার মায়ের মুখে তার হাতের কয়েকটি নখ বেঁধে যায়, পায়ের লাথিতে তার মা দূরে ছিটকে পড়ে। আর তখনই ময়নার হাতপা ছোঁড়া ও গোঙানি থেমে যায়, সে আবার শান্তশীতলভাবে ঘুমিয়ে পড়ে।

এতে সবাই চমকে ওঠে, অনেকে ভয় পায়; দু-একজন বলে যে ময়নাকে ভূতে ধরেছে, তাই সে এমন করছে, ফকিরের কাছে থেকে পানিপড়া এনে তাকে খাওয়ানো দরকার। ময়নার মা এতে একবার বেশ স্বস্তি পায়; ময়না যদি নষ্ট না হয়ে থাকে, যদি তাকে ভূতে পেয়ে থাকে, তাহলে সেটাই তার কাছে ভালো মনে হয়।

সে একটু স্বস্তির সাথে চাচি শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করে, চাচি, ময়নারে কি জ্বিনে ভূতে পাইছে?

ভূতও এই জানোয়ারগুলোর থেকে ভালো, তারা পেলেও ভালো হতো।

চাচি শাশুড়ি বলে, তুমি এইডা লইয়া ভাইবো না, আমি ময়নার লগে রাইতে

থাকুম; জাউরাগো ভূতরা ভূত করে নাশ কইরা পলাই গ্যাছে।

আরেক নারী বলে, সাপে আমার ভূত আছে নি? আছে ত জাউরাগো মাইগুলির ধন কাইট্যা হালান লাগবো।

বাইরে পুরুষেরা ময়নার বাবার সাথে কথা বলতে থাকে, কেউ কেউ একটু বেশি উত্তেজনা দেখায়, কেউ কেউ চুপ ক'রে থাকে; তারা জানে তাদের মেরুদণ্ডে জোর নেই, তবু তারা একটু শিরদাঁড়া শক্ত করার চেষ্টা করে।

রপাজ্জল মাতবর বলে, জব্বর, ঘটনাডা কি তা আমরা বুঝছি, এইডার আমরা বিচার কইরা ছারুম।

মজল মিয়া বলে, তারা কয়জন আছিল? ময়না কি তাগো চিনছে?

জব্বর শেখ বলে, ময়না ত কথা কয় না, ও ত মরার মতন পইড়া আছে।

রপাজ্জল মাতবর বলে, মাইয়া আর শরমে ও মরার মতন পইড়া আছে, কাইলকার মইদ্যে সব ঠিক অইয়া যাইব, তখন তর কিবা সব জানতে অইব।

জব্বর শেখ বলে, কি আর হুনুম, জাননের আর কি আছে, আমার মাইয়াডা অহন বাচলেই হয়।

রপাজ্জল মাতবর বলে, জাননের আছে, যারা এই কাম করছে, তাগো সাজা দিতে অইব না, তাগো সাজা দিয়া ছারুম না?

জব্বর শেখ বলে, দিবেন, আপনেরা সাজা দিবেন, তয় আমার মাইয়াডার যা অইয়া গ্যাছে তা ত অইয়া গ্যাছে।

ময়না চিৎ হয়ে ঘুমিয়েই থাকে, সারারাতে তার ঘুম ভাঙে না; পরের দিনও ঘুম ভাঙে না। সে যে শুকিয়ে হাড্ডি হয়ে গেছে, বা চোখমুখ বঁসে গেছে, বা শিরার কম্পন স্তব্ধ হয়ে গেছে, এমন নয়; বরং তার মুখটি আগের থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, চিবুক টসটস করছে, আঙুলগুলো আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে, যেনো তার বয়স আরো বেড়ে গেছে, কিশোরী থেকে একবারেই যুবতী হয়ে উঠেছে; এটা দেখে সবাই বিস্মিত হয়, ভয় পায়; এবং বেশি ভয় পায় তার ঘুম ভাঙছে না দেখে। সকাল থেকেই তার সইয়েরা ঘিরে আছে তাকে, একবার একজন 'অ সই' ব'লে ডেকে তাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে থাবড়ি খেয়েছে, তার লাথি খেয়েছে, তারপরও সে ময়নাকে জড়িয়ে ধ'রে থাকতে চেয়েছে, কিন্তু থাবড়ি আর লাথি খেয়ে বেশিক্ষণ জড়িয়ে ধ'রে রাখতে পারে নি, এবং তার গোঙানিতে ভয় পেয়ে গেছে। গোঙানিটাই সবচেয়ে ভীতিকর।

চাচি শাশুড়ি ময়নাকে ডাবের পানি খাওয়ানোর চেষ্টা করেছে কয়েকবার, প্রতিবারই সে 'থো থো' ক'রে পানি ফেলে দিয়েছে।

তার মা একবার মুখে একনলা ভাত দিয়েছিলো ময়নার প্রিয় কইমাছের ঝোল দিয়ে মেখে, ময়না তা বমি ক'রে ফেলে দিয়েছে।

কিন্তু সে ঘুমিয়ে আছে সুন্দরভাবে, ঘুমে তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।

ঘুমের মধ্যে একবার সে কাতরে ওঠে, তার তলপেটটা চেপে ধরে।

তার মা গিয়ে ময়নাকে জড়িয়ে ধরে, তলপেটটা টিপে দিতে চায়; কিন্তু ময়না আবার প্রচণ্ডভাবে গুঙিয়ে লাথি ছোঁড়ে, দু-হাতে খামচি দিতে থাকে।

ময়নার মা বলে, হরি, ডাক্তর আনুম? মনে লয় ময়নার তলপ্যাডে ব্যাদনা অইতে আছে।

চাচি শাশুড়ি বলে, পুরুষপোলা ডাক্তররে শরমের জাগা দ্যাহাইবা? হেউডা আবার কোন হুয়র কে জানে?

ময়নার মা কাঁদে, অর শরমের জাগাডা জেন ভাইঙ্গাচুইর‍্যা গ্যাছে, হরি।

চাচি শাশুড়ি বলে, হুয়ররা যে অরে জানে মারে নাই এই বেশি।

ময়নার মা বলে, তাইলে অহন কি করুম?

চাচি শাশুড়ি বলে, দ্যাহি আমি লতাপাতা দিয়া একটা অষইদ বানাইয়া লাগাইয়া দেই, ঘাও হুগাই যাইব।

চাচি শাশুড়ির পত্রপল্লবের সবুজ শীতল ঔষধ কিছুতেই লাগাতে দেয় না ময়না; নিজেকে সে ছুঁতে দেয় না কাউকে, লাগাতে গেলেই খামচি দেয়, লাথি ছোঁড়ে; তারপরই সে স্থির স্তব্ধ হয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

মনে হচ্ছে ঘুমই তার চিকিৎসা, নিজেই সে নিজের চিকিৎসা; কোনো ঔষধ, কোনো ছোঁয়া তাকে নিরাময় করতে পারবে না। অতল পাতালে নেমে গিয়ে চরম অন্ধকারে সে চিকিৎসা ক'রে চলছে নিজের, ঘুম তার চিকিৎসা করছে; তার রক্তপাত থামাচ্ছে অন্ধকার, তার ক্ষত সারিয়ে তুলছে ঘুম, তার সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলছে মানুষ ও পৃথিবীর সাথে তার চূড়ান্ত সম্পর্কহীনতা।

যে-পৃথিবীতে শুয়োরেরা আছে, তার সঙ্গে কী সম্পর্ক তার? সে তার কেউ নয়, তার সে কেউ নয়। সে সম্পূর্ণ একা। তার মনেই হয় না সে কখনো জন্ম নিয়েছিলো, স্তন্য পান করেছিলো, সাঁতার কেটেছিলো পুকুরে, ইছামতি নদীতে গিয়ে কলসি কাঁখে পানি এনেছিলো সইদের সঙ্গে, কখনো সবুজ বা লাল বা নীল রঙ দেখে সুখে ভ'রে উঠেছিলো।

এসবের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, কখনো ছিলো না; কখনো থাকবে না। তার ভেতরে এখন কারা বাস করছে? তার ভেতরে এখন কী নদী প্রবাহিত হচ্ছে? তার রক্তে এখন কী রকম পলাশ আর শিমুল আর গন্ধরাজ ফুটছে? রক্তের পলাশ শিমুল গন্ধরাজ? অন্ধকারের নদী, ঘাস, বাঁশবন? সেখানে কি কোনো মানুষ আছে? না কি সেখানে হল্লা করছে শুধু দাঁতাল শুয়োরের পাল?

ইনেছ সারাদিনে কয়েকবার একা একাই পাটখেতটিতে গেছে, যেখানে সে বুজিরে প্রথম দেখেছিলো, দেখে তার চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

ইস্কুলে যাওয়ার কথা তার আজ মনেই পড়ে নি।

আর কি সে ইস্কুলে যাবে?

ওখানে যাওয়ার সময় কেনো যেনো সে সরাসরি তাদের বাড়ি থেকে বেতে নেমে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে পারে না, আগে সে নেমেই দক্ষিণ দিকে দৌড় দিতো; আজ সে তা পারে নি, সে অনেক পথ ঘুরে অন্য দিকে যেতে চেয়েছে, কিন্তু তার পা দুটি এক সময় ঘুরে গেছে ওই অন্ধকারের দিকে, সে গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তার শরীর কাঁপতে শুরু করেছে।

অনেকগুলো পাটগাছ দুমড়েমুচড়ে গেছে, মাথা মাটিতে ঢুকে গেছে, অনেকগুলো পায়ের দাগ সে দেখতে পেয়েছে, বেলেমাটিতে গর্ত হয়ে গেছে, গর্তে সে কালো রক্তের দাগ দেখেছে, একদিকে সে একটা সিগারেটের লাইটার পেয়েছে, সিগারেটের একটা খালি প্যাকেট পেয়েছে; এবং দেখেছে বুজির মালার পুঁতিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এদিকে সেদিকে– দেখে সে কেঁপে কেঁপে উঠেছে, বুজির কয়েকটা কাচের চুড়ি টুকরো টুকরো হয়ে প'ড়ে আছে, সে আরো কেঁপে উঠেছে।

তার কান্না পেয়েছে, সবাইকে তার খুন ক'রে ফেলতে ইচ্ছে করেছে, বড়ো হ'লে সে একদিন খুন করবে; ইনেছ একটি একটি ক'রে কুড়িয়েছে পুঁতিগুলো, ভাঙা চুড়িগুলো, পকেটে রেখেছে সে ওগুলো যত্ন ক'রে, এবং বুজির কতকগুলো ছেঁড়া চুলও সে পেয়েছে মাটির ভেতরে, পাটগাছের গোড়ায়।

এইগুনি আমি মরণ পর্যন্ত রাইক্যা দিমু আমার বাক্সে, সে মনে মনে বলে, কোনো দিন কারে দ্যাহামু না।

এই মালাডা বুজি কত সক কইর‍্যা কিনছিল, এই চুরিগুনি বুজির আতে কত সোন্দর দেহাইত।

আমি একদিন অইগুনিরে খুন করুম, খুন আমার করতেই অইব, নাইলে আমি বাচুম না, সে পাটখেতের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে বলে।

আমি অইগুনিরে খুন করুম, একদিন খুন করুমই।

আমার বুজি এত সোন্দর আছিল, কতজন বুজিরে বিয়া করতে চাইছে, অহন আর আমার বুজির আর বিয়া অইব না, সে কেঁদে ফেলে, আমি বুজির লগে সারা জনম থাকুম, বুজিরে দেহুম।

বুজির বিয়ায় কত আনন্দ অইত, অহন আর অইব না।

বুজির বিয়ায় মাইক বাজত, বুজির আর বিয়া অইব না।

তার মনটা কালো মেঘের মতো ভারি হয়ে ওঠে, এখনই যেনো ওই মেঘ থেকে বর্ষণ শুরু হবে।

সে মাঝেমাঝেই ময়নার ঘরে ঢুকে ময়নার দিকে তাকিয়ে থাকে, কাছে যেতে তার ইচ্ছে করে, কিন্তু কাছে যায় না।

বুজি কোন দিন এই রকম পইর‍্যা থাকে নাই, বুজি কত কাম করত, কত হাসত, তারে কত আদর করত, তার কান্না পায়।

আমার বুজি কোন দিন এমুন আছিল না, আমার বুজি শাপলা ফুলের থিকা সোন্দর আছিল, অহন বুজির দিকে চাওন যায় না।

আমার খালি কানতে ইচ্ছা করে।

ইনেছ তার বাক্সে যত্নের সাথে লুকিয়ে রাখে তার বুজির পুঁতিগুলো, চুড়ির টুকরোগুলো, ছেঁড়া চুলগুলো, এগুলো এতো সুন্দর। আরেক দিকে রেখে দেয় লাইটারটা, সিগারেটের খালি প্যাকেটটা, তার ঘেন্না লাগে, তবু ও-দুটিও সে একটা ত্যানা দিয়ে জড়িয়ে তার বাক্সে রেখে দেয়।

হারামির বাচ্চারা, হুয়রের পোরা, মনে মনে সে চিৎকার করে।

পরের দিন ভোরের দিকে ময়নার মনে হয় তার জন্ম হচ্ছে।

প্রথম জন্মের সময় তার কিছুই মনে হয় নি, জন্ম কী তা তখন সে জানতো না, এবার তার কী যেনো হচ্ছে, সে বুঝতে পারছে না, এটা জন্ম না কি অন্য কিছু সে জানে না; তার মনে হয় তার একটা দেহ ভেঙেচুরে ভাঙাচোরা দেহটির ভেতর থেকে আরেকটা দেহ বেরোচ্ছে, তার ভেতর থেকে আরেকটা দেহ বেরোচ্ছে, তার মাথার ভেতর ঢেউ জেগে জেগে নতুন ঢেউ জেগে উঠছে, তার মগজে আগুন জ্বলতে থাকে, ঠাণ্ডা জলের স্রোত বইতে থাকে, সব কিছু ভেঙে পড়তে থাকে, আবার জোড়া লাগতে থাকে, তারপর একটা অজানা অচেনা নিথর ঢেউয়ের ওপরে সে ভাসতে থাকে।

সে তার দেহটিকে ঘোরাতে চায়, সে কাৎ হ'তে চায়, দেহটিকে সে টেনে তুলতে চায়, মাথাটা উঁচু করতে চায়, তার দেহ তার কথা শোনে না; একবার মনে হয় দুনিয়া জুড়ে আগুন জ্বলছে, গাছপালা মাটি আশমান পুড়ে যাচ্ছে, আবার তার মনে হয় তার মগজের ভেতর দিয়ে একটি নদী বইছে, ঠাণ্ডা নদী, কালো নদী, সে নদীর ঢেউয়ের শব্দ শুনতে পায়, নদীতে একটা নৌকোর খয়েরি বাদাম পেট ফুলিয়ে আছে দেখতে পায়; খুব দূরে মনে হয়, তার স্পষ্ট ক'রে দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু নদীটা কুয়াশায় ঢেকে থাকে।

আগুন লাগছে কোন হানে, তার মাথায় ভাবনা আসে, আগুনে কি সব কিছু পুইর‍্যা যাইতে আছে?

অহন ম্যাগ অইলে ভাল অইত, সব ঠাণ্ডা অইত।

আমি একটা গাঙ দ্যাকতে পাইতে আছি, এইডা কোন গাঙ?

এই গাঙডারে কোন সোম দেকছি আগে?

আমি গাঙের পানিতে ভাসতে আছি? আমি গাঙের চরে পইর‍্যা আছি?

এইডা কোন চর? চরডা ঢোলতে আছে ক্যা?

এমুন সোন্দর চর ত আমি জনমে দ্যাহি নাই।

আমারে কারা জাইত্যা ধইর‍্যা রইছে, আমি লড়তে পারাতে আছি না ক্যা?

আমার উপর চইর‍্যা আছে কারা?

আমি অহন কোন হানে আছি, কার লগে আছি?

আমার মায় কই? ইনেছ কই? বাবায় কই?

আমার বরকিগুনি কই? আমি কি বরকিগুনিরে বাইরতে আনছি?

অহন কি বিয়াল অইছে? সাজ অইয়া আইছে?

বরকিগুনিরে আনতে যামু, বরকিগুনি ডাকতে আছে।

আমি লড়তে পারছি না ক্যা? কারা আমারে জাইত্যা ধইর‍্যা রইছে, কারা আমারে জাইত্যা ধইর‍্যা রইছে...

ময়না চিৎকার ক'রে চোখ মেলে উঠে বসতে চায়, কিন্তু উঠতে পারে না, সে আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

ইনেছ আর ময়নার মা আর চাচি শাশুড়ি তাকে জড়িয়ে ধরে, এবার সে আর লাথি ছোঁড়ে না, খামচি দেয় না; তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তার মা কেঁদে বলে, অ রে ময়না, তুই কেমুন আছছ, অ রে ময়না?

ময়না বলে, মা, এত দিন তুমি কই আছিলা?

ময়নার মা কেঁদে ওঠে, আমি ত তর কেছেই আছিলাম; অ রে ময়না, তর কি অইছে রে মা?

ময়না বলে, আমারে কারা জাইত্যা ধইর‍্যা রইছে? আমি ওটতে পারতে আছি না ক্যা, আমারে ধইর‍্যা ওডাও।

ময়নার মা আর ইনেছ তাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে থাকে।

ইনেছ বলে, বুজি, তোমার ঘোম ভাঙছে?

ময়না বলে, আমি ঘোমাই আছিলাম নি? কে কইল আমি ঘোমাই আছিলাম?

ইনেছ বলে, হ, বুজি, তুমি ত দুই দিন ধইর‍্যা ঘোমাইতে আছ, আর তোমার লিগা আমরা কত কানতে আছি।

ময়না বলে, কই? ঘোম ত আমার অয় নাই; আমি ত জাইগ্যা আছিলাম, নাইলে আমি মইর‍্যা আছিলাম।

ইনেছ কেঁদে ওঠে, বুজি, এই কতা তুমি কইয় না।

ময়নার মা বলে, ময়না তর লিগা ভাত লইয়া আহি, কয়দিন ধইর‍্যা তুই খাছ না, ইনেছ তুই ময়নারে ধইর‍্যা থাক।

ময়না বলে, কও কি মা? কয়দিন ধইর‍্যা খাই না? আমার প্যাট ত ভইর‍্যা আছে, আমার খিদা নাই।

ইনেছ বলে, বুজি, তোমার ভাত খাওনের খিদা নাই?

ময়না ইনেছকে জড়িয়ে ধ'রে থেকে বলে, প্যাডে ত খিদা নাই।

ইনেছ বলে, পানি খাইবা, এক গ্যালাশ আনুম?

ময়না বলে, পানি খাইতেও মন লয় না।

ইনেছ বলে, বুজি, তাইলে তুমি ডালেম খাও। তোমার লিগা আমি একটা ডালেম পাইর‍্যা আলমারিতে থুইয়া দিছি।

ইনেছ দৌড়ে গিয়ে আলমারি থেকে ডালিমটি এনে ভাঙে, আর বলে, বুজি, একটু মোখ খোল, আমি তোমারে খাইয়াই দেই।

ময়না ঠিক মুখ খোলে না, কিন্তু ইনেছ কয়েকটি লাল টকটকে দানা ময়নার মুখে ঢুকিয়ে দেয়, ময়না ওগুলো মুখের ভেতর রেখে দেয়।

ইনেছ বলে, চুইষ্যা খাও, বুজি, মিডা লাগব।

ময়না বলে, আমি চোষতে ভুইল্যা গ্যাছি, কেমনে চুষুম?

ইনেছ ময়নার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর নিজে চুষে দেখিয়ে বলে, এই রকমে চোষ, বুজি, এই রকমে।

ময়না ধীরেধীরে ডালিমের কোষ চুষতে থাকে, তার ভালো লাগে।

ময়না বলে, ইনেছ, ডালেমডা খুব মিডা, এইডা কোন গাছের ডালেম?

ইনেছ বলে, দাদির কবরের গাছের ডালেম, তুমি ত আগেও খাইচ, তোমার মন নাই?

ময়না বলে, তহন ত এমুন মিডা লাগে নাই।

ইনেছ একমুঠো দানা ঢুকিয়ে দেয় ময়নার মুখে, ময়না চিবোতে থাকে।

ময়নার মা এক থাল ভাত নিয়ে এসে ওদের ডালিম খাওয়া দেখে সুখ পায়, এতো সুখ সে আর কখনো পায় নি।

ইনেছ বলে, গাছে আরেকটা ডালেম পাকছে, হেইডা আমি পাইর‍্যা লইয়া আহি, তুমি এইডা খাইতে থাক।

ময়না বলে, অহন থাউক, পরে পারিছ নে, আমিও তর লগে ডালেমডা পারুম, আমি খারাই থাকুম, তুই পারবি।

ইনেছ বলে, হেইডাই ভাল অইব বুজি, বিয়ালে পারুম।

ময়নার এক সই এসে দেখে ময়না ডালিম খাচ্ছে, সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ময়নাকে, বলে, সই, তোমার ঘোম ভাংল? সই, তুমি কেমুন আছ?

ময়না বলে, সই, আমি কবে ঘোমাইলাম?

সই বলে, তোমার লিগা আমরা ঘরে ঘরে জাইগ্যা রইছি, আমাগো ঘোম অয় নাই; সই, তুমি অহন কেমুন আছ?

ময়না সইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সই বলে, আমাগো হগলতের বুক ভাইঙ্গা গ্যাছে, তোমার লিগা দিনরাইত কানতে আছি।

ময়না বলে, কান্দো ক্যা? আমার কি অইছে?

সই বলে, না সই, তোমার কিছু অয় নাই, তুমি বহ, আমি হগলরে গিয়া খবর

দিয়া আহি, সব সইগো লইয়া আহি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ময়নার চার-পাঁচ সই দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে থাকে, তারা নিজেদের জন্যেই কাঁদে।

ময়না বলে, তোমরা কান্দো ক্যা? তোমাগো কে মরছে?

ময়নাকে জড়িয়ে ধ'রে তার সইরা চুপ ক'রে থাকে, এত চুপ আগে তারা কখনো হয় নি। তাদের আবার কে মরবে? তারাই তো সবাই ম'রে গিয়েছিলো, তাদের চোখে মরণ ছাড়া আর কিছু ছিলো না, এই এখন আবার বিস্ময়করভাবে বেঁচে উঠেছে তারা, কিন্তু তাদের রক্তে মরণ বাসা বেঁধে আছে, তাদের ভয় দেখাচ্ছে। তাদের সকলের চোখে জল টলটল করছে, জলের ভেতরে সাপের ফণার মতো একটা ভয় ভেসে বেড়াচ্ছে, সাপটা তাদের ছোবল দিতে পারে, ভয়ে যেনো তারা সইকে জড়িয়ে ধ'রে পাথর হয়ে গেছে; তাদের সবার বলতে ইচ্ছে করছে, কে আর মরব, আমরা হগলেই মইর‍্যা গ্যাছি।

ময়না বলে, তোমাগো কত দিন দ্যাহি নাই।

সইরা ময়নার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাদের চোখভরা জল।

ময়না বলে, তোমরা কাইন্দো না, তোমরা কান্দো ক্যা?

এবার তার সইরা হু হু ক'রে কেঁদে ওঠে।

ময়নার বাবা জব্বর শেখ সে-সন্ধ্যা থেকে আর কোনো কথা বলে নি; তার ভেতরে একটা সীমাহীন ভারি স্তব্ধতা নেমেছে, তার জগত স্তব্ধ হয়ে উঠেছে। সে দু-একবার ময়নার ঘরে এসে দূরে থেকে স্তব্ধ হয়ে মেয়েকে দেখেছে, তারপর বেরিয়ে গেছে; ময়নার মার সঙ্গেও কোনো কথা বলে নি। ময়নার মা তার সঙ্গে দু-একটি কথা বলতে গেছে, স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় নি, তাড়াতাড়ি স'রে গেছে স্বামীর সামনে থেকে।

জব্বর শেখ খুব ঠিকঠাকভাবে নিজের কাজ ক'রে গেছে, একটু বেশিই করেছে; সকালে গোয়াল থেকে গরুগুলো বের করেছে, চাকরটিকেও ডাকে নি, চাকরটি নিজেই এসে তার সঙ্গে গরু বের করেছে, ধরেছে, দুধ দুইয়েছে, দুধ জমা দিতে গেছে, তার সঙ্গে খেতে গেছে, কাজ করেছে; চাকরটিও চুপ ক'রে গেছে, আগে যতো কাজ তাকে ডাকাডাকি ক'রে করাতে হতো, সেগুলো সে নিজেই করেছে, নতুন কাজ সে খুঁজে বের ক'রে করেছে। পথে যাওয়ার সময়, খেতে কাজ করার সময় অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়েছে জব্বর শেখের, তারা কথা বলতে চেয়েছে, জব্বর শেখ কোনো কথা না ব'লে নিজের কাজ ক'রে গেছে।

পুরো বাড়িটিতেই স্তব্ধতা নেমেছে।

চরম স্তব্ধতা নেমেছে জব্বর শেখের ভেতরে, তার রক্তে কোনো আলো নেই, মাংসে কোনো সাড়া নেই, বুকে কোনো শব্দ নেই। তার কোনো দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না, তাকালে সে কিছু দেখে না, যা দেখে সেগুলো তার ভেতরে

ঢোকে না; এমনকি তার ভেতরে সামান্য ক্রোধও জ'মে উঠতে পারে না।

ময়নার মা তার রক্তের মতোই স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ইনেছ, যে বাতাসে একটি লাল ঘুড়ির চঞ্চলতা, সেও সুতো ছিঁড়ে ডোবায় প'ড়ে গেছে, শ্যাওলার ওপর স্তব্ধ হয়ে আছে।

তপাজ্জল মাতবর লোক পাঠিয়েছিলো, জব্বর শেখ যায় নি। কোনো ক্ষোভ থেকে নয়, ঘৃণা থেকে নয়; যাওয়ার কথা তার মনেই হয় নি, স্তব্ধতা তাকে ঘিরে ধরেছিলো, স্তব্ধতা তাকে কোথাও যেতে দেয় নি।

ফজল মিয়া এসেছিলো কথা বলতে, সে কথা শুনেছে, কোনো কথা বলে নি। সে রাগ করে নি, তার চোখ জ্বলে নি, কথাগুলো তার ভেতরেই ঢোকে নি।

দু-রাত সে ঘরের বাইরে একা একা ব'সে থেকেছে; ঘরে যেতে তার ইচ্ছে করে নি, খেজুরগাছের গোড়ায় ব'সে থেকেছে, মাঝেমাঝে ঘুমিয়ে পড়েছে, আবার জেগে উঠেছে, একবার তামাক খেতেও তার ইচ্ছে করে নি। ময়নার মা জেগে থেকেছে ময়নার পাশে, স্বামীকে ডাকার সাহস তার হয় নি, এমনকি তার মুখেও কোনো কথা বেরোতে চায় নি। একেই এই গ্রাম বেশি অন্ধকার, দিনেও অন্ধকার থাকে; এখন তা অমাবস্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

খেত থেকে ফিরে আজ যখন জব্বর শেখ ময়নার গলা শুনতে পায়, সে চমকে ওঠে, তার স্তব্ধতা হঠাৎ ভেঙে যায়। প্রথমে তার বিশ্বাস হয় নি, পরে আবার সে ময়নার গলা শুনতে পায়, সইদের সঙ্গে কথা বলছে ময়না, তার কথা শুনে নতুন দোয়ানো দুধের বালতিতে হাত রাখার অনুভূতি হয় তার, মনে হয় হঠাৎ সে একবালতি দোয়ানো দুধের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে; সে তার নাকে নতুন দুধের গন্ধ পেতে থাকে।

সে ময়নার ঘরে ঢুকে ডাকে, ময়না।

ময়না বলে, বাবা, আপনে এতদিন কই গেছিলেন?

জব্বর শেখ মেয়ের কাছে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয় সে কেঁদে ফেলবে, সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আবার সে স্তব্ধ হয়ে ওঠে, তার রক্তমাংস নিঃশব্দ হয়ে যায়।

ময়না সইদের বলে, সই, আমার সব কিছু আরেক রকম লাগতে আছে।

ফুলি বলে, কেমন লাগতে আছে, সই?

ময়না বলে, সব কিছু জ্যান ভাইঙ্গা পরছে।

রহিমা বলে, ভাইঙ্গা ত পরছেই, সই, সব কিছুই চুরমার অইয়া গ্যাছে; আমাগো সব কিছুই ভাইঙ্গাচুইরা গ্যাছে।

ময়না বলে, দক্ষিণমুরার আশমানডা ভাইঙ্গাচুইর‍্যা পরছে?

ফজু বলে, অই মুরার দিক আমরা আর চাইতে পারি না। অই মুরাডা যে আছে হেই কতাও ভাবতে পারি না।

ময়না বলে, চাইতে পার না ক্যা?

ফুলি বলে, ভাঙ্গা আশমানের দিকে চাইয়া কি করুম?

ময়না বলে, আমাগো গ্যারামের সব বারিঘর ভাইঙ্গা পরছে?

ফুলি বলে, এই সব কতা থাউক, সই।

ময়না বলে, আমার দ্যাহডা পাতরের মতন ভার অইয়া গ্যাছে, নাইলে আমি উইট্যা অহন উডানে আডাআডি করতাম। আডতে আমার মন চাইতাছে।

সইরা বলে, লও সই, তোমারে উডানে লইয়া যাই।

ময়না বলে, তোমাগো কান্দে চইর‍্যা আমার যাইতে অইব।

ফুলি বলে, না, সই, দ্যাকবা তুমি আপনেই আডতে পারতে আছ।

তারা অনেক কষ্টে ময়নাকে বিছানা থেকে নামায়; সত্যিই সে খুব ভারি হয়ে গেছে ব'লে মনে হয় সইদের। তাদের সই আগে পাখির মতো ছিলো, উড়ে যেতে পারতো, তাদের আগে আগে যেতো, এখন সে উড়তে কেনো হাঁটতেও পারছে না, মাটিতে যেনো সে এই প্রথম পা রাখলো।

ময়না ঠিক মতো দাঁড়াতে পারে না, পা ফেলতে পারে না; সইরা তাকে জোরে ধ'রে হাঁটায়, ইনেছও ধরে ময়নাকে; ময়না আস্তে আস্তে পা ফেলে। তার মনে হয় হাজার মন ওজন পড়েছে তার পায়ের ওপর।

ইনেছ বলে, বুজি, তুমি আমার গলা জোর কইরা ধরো।

ময়না বলে, জোর ত পাই না, আমার জোর নাই।

ফুলি বলে, কয়দিন খাও নাই, সই, অহন খাইতে অইব, তাইলে শরিলে জোর পাইবা।

ময়নার মা এসে বলে, তোমরা উডানে বইয়া ময়নারে দুইডা ভাত খাওয়াও।

ময়নার মার চোখে আলো দেখা দিয়েছে, তার মেয়েটি যে আবার উঠতে পেরেছে, পা ফেলতে পারছে, হাঁটতে পারছে, তাতে সুখে তার বুক ভ'রে গেছে।

ময়নার মা আজ ভাত রেঁধেছে, যদিও সকালে পান্তাভাতই তারা খায়; তার মনে হয়েছে ময়নার আজ গরম ভাতই খাওয়া দরকার, এলাইছ শাক দিয়ে শিং মাছের পাতলা সুররা দিয়ে খাওয়া দরকার, তাতে ময়নার মুখে রুশ আসবে, আর ময়নার প্রিয় দুধ-কবরিকলা ত আছেই। ময়নার ত অসুখ হয়েছে, অসুখ থেকে উঠলে এলাইছ শাকে শিংয়ের সুররাই ভালো, ময়নার মা এটা ছোটোকাল থেকেই দেখে এসেছে, নিজেও খেয়েছে।

তার সইরা রান্নাঘর থেকে ভাত, শিংয়ের ঝোল, ভর্তা, দুধ, কবরিকলা নিয়ে আসে; তারা বড়ো একটি ছালা বিছিয়ে বসে খেজুরগাছের নিচে। ময়নার নাকে হঠাৎ এসে ঢোকে গরম ভাতের সুগন্ধ, শিংয়ের সুররার গন্ধ, দুধের সুগন্ধ; তার শরীরে সুগন্ধের কোমল ঢেউ বয়ে যেতে থাকে।

খাদ্যের সুগন্ধে সে আনমনা হয়ে ওঠে, তার মনে হয় কতো বছর তার ভেতর

আমার লগে যদি একটা দাও থাকত, তাইলে আমি দুই একটারে খুন কইর‍্যা হালাইতাম, যেই দিন দাওডা লইয়া যাই না ক্যা?

অহন থন সব সোম লগে একটা দাও রাকতে অইব, একটা দাও রাকুম।

মাঝেমাঝে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সে-দৃশ্যটি, পাটখেতের সুন্দর সবুজের মধ্যে যখন তার সব কিছু সুন্দর লাগছিলো, তখন শুয়োরের বাচ্চারা হারামির বাচ্চারা খাইনকারা জাউরার পোরা মা-বইনের লগে হুয়ইন্যারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপর, তারপর আর সে কিছু দেখতে পায় না।

প্রথম প্রথম ওই দৃশ্য দেখার পর সে একবার চিৎকার ক'রে উঠতো, অন্ধকার দেখতে পেতো, কয়েক দিন কেটে যাওয়ার পর ওই দৃশ্যটি সে দেখে, কিন্তু সে আর চিৎকার ক'রে ওঠে না।

তার রক্তে একটা ক্রোধ জাগে, তার দাঁতগুলো ধারালো হয়ে ওঠে।

ময়না সুস্থ হয়ে উঠেছে, সুন্দরও হয়ে উঠেছে আগের থেকে, এমনকি একটা ঢলঢলে ভাব এসে গেছে তার শরীরে, মনেই হয় না এই শরীরটিকে কয়েক দিন আগে ছিঁড়েফেড়ে খেয়েছে কয়েকটি নেকড়ে। তাকে যে-ই দেখে, সে-ই একবার থমকে দাঁড়ায়; তারা জানে ময়না নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু নষ্ট দেহে এমন রূপ এলো কোথা থেকে?

ময়নার মারও বিস্ময় লাগে; সে ভেবেছিলো তার মেয়েটি আর সুস্থ হবে না, মেয়ের রূপ আর আগের মতো থাকবে না, কিন্তু সে দেখে ময়নার শরীরে ভোরের আলোর মতো রূপ ফুটে উঠছে।

ময়নার মার চোখ জলে ভ'রে উঠতে চায় ময়নার সৌন্দর্য দেখে, তার চিবুকের তিলটি দেখে, তার কানের লতি দেখে, নাকটি দেখে, শাপলা ফুলের মতো ঠোঁট দুটি দেখে, মেঘের মতো চুলগুলো দেখে; কিন্তু সে জল আসতে দেয় না; শুধু মনে মনে বলে, আমার ময়নার যে কি অইব, আমার এত সোন্দর মাইয়াডার ভাইগ্যে এই আছিল?

অনেক দিন পর ময়না আয়নায় নিজের মুখ দেখতে গিয়ে চমকে ওঠে, তার সুখ লাগে, সুখে তার মুখটি আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। আয়নায় সে এক অপরূপ স্নিগ্ধতা দেখতে পায়, ভোরবেলাকার স্নিগ্ধতা, তাদের বাড়ির পশ্চিম দিকের কড়িফুলের ঝোপে ফোটা কোমলতা।

আবার কড়িফুল ফুটেছে তার মুখমণ্ডলে।

আবার শিমুল ফুটেছে তার ঠোঁটে আর গালে।

আমার মোকটা এমুন সোন্দর দ্যাহাইতে আছে, সে একবার হাসে, আয়নাডা এমুন সোন্দর দেহাইতে আছে।

এই আয়নাডায় আমার মোক সব সোমই সোন্দর দ্যাহায়।

আমি ত সোন্দরই আছিলাম, আমি ত সোন্দরই থাকতে চাই, সোন্দর আমার

ভাল লাগে, আমি ত সোন্দরই রমু।

মইর‍্যা গ্যালেও আমি সোন্দর থাকুম, সোন্দর না থাকলে আমি জানি মইর‍্যা যাই, তহন আমার বাচতে মন চাইব না।

সে নিজের শরীরে একটা অপূর্ব সৌন্দর্যের প্রবাহ বোধ করে; ময়না তার বুকে অনেক দিন পর অস্পষ্ট একটা সুখের ধারা বোধ করে।

কতজনে আমারে বিয়া করতে চাইছিল, অহন আর আমার বিয়া অইব না, সে হাসে, আমারে কোন মাইনষে বিয়া করব না।

মাইনষেরা জানে আমার দ্যাহ নাশ অইয়া গ্যাছে।

থো, বিয়ায় আমার কাম নাই, কোন হুয়রের লগে আমি বিয়া বহুম না।

আমি যদি মইর‍্যা যাইতাম, হুয়রগুনি যুদি আমারে মাইর‍্যা হালাইত?

না, না, আমি মইর‍্যা যাইতে চাই না।

এ-পর্যন্ত সে আর তাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে যায় নি, যদিও ওই দিকটাই তার প্রিয়, যখন তখন ওখানে গিয়ে দাঁড়ানোই ছিলো তার সুখ; ওখানে গিয়ে আমগাছের নিচে দাঁড়ালে ক্ষেতের সবুজ দেখা যায়, দূর থেকে অদ্ভুত মধুর বাতাস আসে, আরো দূরে ইছামতিকে দেখা যায়, তাতে মেঘের মতো ফুলে ওঠা নৌকোর বাদাম দেখা যায়– হলদে খয়েরি বাদাম দেখলে তার মনটা কেমন করে, তাতে কলকল শব্দ ওঠে, এবং আরো দূরে দেখা যায় বিশাল নীল রেশমের শাড়ির মতো একটি পাতলা আকাশ আকাশ জুড়ে টাঙানো।

এখন ওই আকাশটি তো চুরমার হয়ে ভেঙে পড়েছে, ওই নদীটা তো ম'রে গেছে, দক্ষিণের সবুজ তো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; কিন্তু সত্যিই কি তাই হয়েছে? দক্ষিণে কি এখন কিছু নেই? সে কি আর বাড়ির দক্ষিণে আমগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াবে না?

তার যেতে ইচ্ছে করে, দাঁড়াতে ইচ্ছে করে আমগাছের নিচে; কিন্তু তার ভয় হ'তে থাকে যদি গিয়ে সত্যিই সে দেখে যে আকাশটা ভেঙে পড়েছে?

ভাঙা পাতিলের টুকরোর মতো চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে?

যদি গিয়ে দেখে ইছামতি নদী আর নেই?

বালি পইর‍্যা পুইর‍্যা পুইর‍্যা ছাই অইয়া গ্যাছে?

ময়না ধীরেধীরে বাড়ির দক্ষিণের আমগাছটির দিকে যেতে থাকে; তাদের পুবের আর দক্ষিণের ঘরের ছঞ্চা দিয়ে সেখানে যেতে হয়।

দক্ষিণে আমগাছের নিচে গিয়ে সে চমকে ওঠে।

কই, সবই ত আগের মতন আছে, কোন কিছুই ত নষ্ট অয় নাই।

পাটখ্যাতগুনি ত আগের মতই সোন্দর আছে।

দেইক্যা ত আমার আগের মতনই সুক লাগতে আছে।

শরীলডার পাতাগুলি ত কালা অয় নাই।

পুড়িয়া ছাই অইয়া যায় নাই।

বাতাস ত আগের মতনই বইতে আছে, বাতাস নরম লাগতে আছে, আমার গায়ে ত বাতাস আগের মতই সুন্দর লাগতে আছে।

আমার পাওয়ের চামড়াটা ত আগের মতই আছে।

ইছামতিতে ত দুই তিনটা নাওর বাদাম দেখা যাইতে আছে, নাওগুলি আগের মতই ধলার কইরা ভাসাইতে আছে।

একটা খয়েরি বাদাম যাইতে আছে।

খয়েরি বাদাম দেখলে আমার মনডা কেমন করে, অহনও করতে আছে।

বাদামডা মেঘের মতন ফুইলা আছে।

আরেকটা লাল বাদাম যাইতে আছে।

লাল বাদাম দেখলে আমার মনডা কাঁপতে থাকে।

আসমানডা ত আগের মতনই নীল শাড়িডার মতন ওড়তে আছে।

কোন কিছুই নাশ অয় নাই।

আমি নাশ অমু কা?

বাতাসে, নদীতে, শরীরে, বাদামে, আকাশে ময়না আবার আগের মতোই ভরিয়া যায়, একেবারে এ শরীরে তার মনে সুখের মতো ছড়িয়ে পড়ে; তার শরীর ইছামতির ঢেউয়ের মতো দুলে উঠতে থাকে, ক্ষেতগুলোর মতো সবুজ হয়ে ওঠে, তার দেহের সমস্ত ধান কি চর ভরি ওঠে আমগাছ জামগাছ লেবুঝোপ বাঁশবাগানের ভেতর দিয়ে একটা নরম বাতাস বয়ে যায়, তার দেহের চরে চরে ইছামতির জল কলকল করে বইতে থাকে।

কোন কিছুই আইঙ্গাচুইরা পড়ে নাই, কিছুই নাশ অয় নাই।

আমিও নাশ অই নাই।

আমার শরীরডাও নাশ অয় নাই।

কে কয় আমি নাশ অইছি? আমি কোন দিন নাশ অমু না।

কুত্তার বাচ্চারা আমার কি নাশ করবো?

অইগুলি কুত্তা? কুত্তা কারে কয় আমি জানি না।

অইগুলি কুত্তার থিকাও কুত্তা, হারামির থিকাও হারামি।

জাউরা, জাউরার জাউরা।

অইগুলি আমার শরীরডারে নাশ করছে?

দেহের কথা ভাবতেই সে একটা তীব্র যন্ত্রণা বোধ করে, তার শরীরটা ছিঁড়েফেড়ে থেঁতলে যাচ্ছে মনে হয়, আহা, এত নরম তার দেহ।

হারামি চাইরডারে ত আমি চিনছি।

আমি কি অই হারামিগো নাম কইয়া দিমু?

কইয়া কিছু অইব?

অই হারামিগো লগে কি বাবায় পারব?

অই হারামিরা ত কতজন খুন করছে, কিছু অইছে হারামিগো?

হারামিরা হিন্দু বাড়িগুলিরে নাশ করছে, কিছু অইছে?

হারামিরা আমারে খুন কইরা ফালাইলে কিছু অইব?

দারগা পুলিশ ত অই হারামিগো বাড়িতেই খায় দায়।

হারামিরা ত মাতবরগো লগেই থাকে।

মাতবররা ত অই হারামিগো দিয়াই সব করায়।

বাবায় কিছু করতে পারব?

অরা বাবারে খুন কইরা ফালাইব।

ইন্দুরে খুন কইরা ফালাইব।

অরা কয় মাসে কত খুন করছে।

গোয়ালবাড়ির অনুপমারে অরাই ত নাশ কইরা খুন করছে।

কত সোন্দর আছিল অনুপমা, আমার থিকা সোন্দর; সেই অনুপমারে অরা চরের মধ্যে নিয়া নাশ কইরা গলা কাইটা থুইয়া আইছে।

কিছু অইছে অগো?

অনুপমার লগে আমি কত খেলছি। আমি ত বাইচা আছি, অনুপমা ত বাইচাও নাই।

অর বাপে ত দ্যাশ ছাইড়া পলাইছে।

ভাটপাড়াবাড়ির সীতারে ত অরাই নাশ করছে, ছিড়াফাইড়া ফালাইছে, বিলে নিয়া খুন কইরা থুইয়া আইছে, কিছু অইছে অগো?

সীতার বাপে অহন কই?

অই হারামিরা পলিটিক্স করে, অহন অগো পার্টিই সব, অগো নাম কইলে অরা বাবারে মাইরা ফালাইব, ইন্দুরে মাইরা ফালাইব।

আমারে চরে লইয়া আবার নাশ কইরা খুন কইরা ফালাইব।

আমারে খুন করুক, আমার কিছু অইব না, তয়...

ময়না কেঁপে ওঠে, বাবা খুন হয়ে গেছে, ইন্দু খুন হয়ে গেছে, এটা সে ভাবতে পারে না, এর থেকে তারই মরণ ভালো।

নাম কইয়া কি অইব?

বিচার অইব?

দ্যাশে বিচার অইব?

এইহানে দ্যাশ আছে নি?

গো।

হাসতে ইচ্ছে করে ময়নার, কিন্তু সে হাসে না।

আমি বাচুম।

আমি আগের মতন বাচুম।

তয় আমার লগে একটা দাও রাকতে অইব, দাও ছারা অইব না।

একটা দাও লাগব।

ময়না ফিরে এসে তার ঘরে ঢোকে, তার মা এসে তার পাশে দাঁড়ায়; তার মা যেনো কী বলতে চায়, পারে না। সে শুধু তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, মেয়ের মুখটি দেখে তার বুকে তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে, সে বেরিয়ে যায়।

ময়নার চোখ পড়ে তাকের ওপর রাখা বইগুলোর ওপর, বুকটা ভ'রে ওঠে দীর্ঘশ্বাসে, সে ওগুলোর সুগন্ধ পায়, ওগুলোর পাতাগুলো যেনো তাকে দেখে কাঁদছে; সে একটি দীর্ঘশ্বাস চেপে তাকিয়ে থাকে তার প্রিয় বইগুলোর দিকে। এগুলো তার প্রাণ ছিলো, এখন এগুলো কেড়ে নেয়া হয়েছে তার বুক থেকে। ক-মাস আগেও সে কেদারপুর উচ্চবিদ্যালয়ে পড়তো, নবম শ্রেণীতে উঠেছিলো, ভালোভাবেই উঠেছিলো, বইও কিনেছিলো, ইস্কুলেও যেতে শুরু করেছিলো; কিন্তু তার আর যাওয়া হয় নি, যেমন আর ইস্কুলে যাওয়া হয় নি তার সইদের।

তারা খুব কেঁদেছিলো, কেউ তাদের কথা শোনে নি।

জুলমত আলি চাকলাদার আর বেলায়েত মওলানার ওপর তাদের খুব রাগ হয়েছিলো, তারা তাদের জীবনগুলোকে শেষ ক'রে দিলো।

কিন্তু তারা কী করতে পারে; সইরা মিলে কয়েক দিন ধ'রে শুধু কেঁদেছিলো, না খেয়ে থেকেছিলো। তাদের গ্রামের আলহজ জুলমত আলি চাকলাদার শহরে থেকে অনেক টাকা করেছে। গ্রামে তাকে কেউ চিনতোই না, ময়না তার মার কাছে শুনেছে জুলমত আলির মা জুলমত আলিকে কোলে ক'রে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করতো, তাদের ভাঙা বাড়িটা একপাশে প'ড়ে ছিলো গ্রামের, অনেক বছর পর জুলমত আলি চাকলাদার গ্রামে এসে ছাড়াবাড়িতে দালান দিয়েছে, ধানখেত কিনে মসজিদ আর হাফিজিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাছা দিয়েছে।

দেশে একটা আজরাইল এসেছে।

ময়না শুনেছে জুলমত আলি চাকলাদারের তিন চারটা বউ, আগে আরো তিন চারটাকে সে তালাক দিয়েছে; এখন গ্রামে তার একটা বউ থাকে, এই বউটাকে সে নতুন বিয়ে করেছে, বয়সে বউটা তার নাতিনের সমান।

ব্যাডার এতগুনি বউ লাগে ক্যা? ময়নার অনেক সময় মনে হয়েছে।

একপাল বউ ছারা না কি পুরুষ মাইনষের সুক অয় না। ময়না ভাবে।

পুরুষপোলারা কি নতুন নতুন বউ চাইট্যা খায়?

আমার বাবার ত একটা বউ, আমার মায়।

আমার বাবায় কি আরেকটা বিয়া করব? ভেবেই ভয় পায় ময়না।

আমার বাবায় কি আরেকটা বিয়া করব?

এত বিয়া কইর‍্যা কি অয়?

এত বউ দিয়া এইগুনি কি করে?

বউগো গোস্ত খায়?

আমাগো দ্যাশে ত মাদ্রাছা আছিল না, ময়না ভাবে।

মাদ্রাছায় পইর‍্যা কি অয়?

মাদ্রাছায় কি হিগায়?

কোরান কিভাব মোকস্ত করায়?

ডাইন দিক দিয়া লেহন হিগায়? প্যাচাইয়া প্যাচাইয়া লেহন?

আয়জান দেওয়া হিগায়?

অরা হারা জীবন খালি আয়জান দিব?

দিনে পাচবার গলা ফুলাইয়া আয়জান দিব?

আইজকাইল আবর মাইক লাগায়, মাইক দিয়া ডাকাডাকি করব?

খালি নমজ পরব?

নমজ পরলে কি অয়? ভেস্তে যায়?

ভেস্ত দ্যাকতে ক্যামুন?

হেই হানে ইস্কুল কলেজ আছে? বই আছে?

মাদ্রাছার পোলাগুনিরে দ্যাকলেই শরিল জ্বলে।

অইগুনিরে দ্যাকলেই ডর লাগে।

অইগুনি ক্যামুন কইর‍্যা চায়।

আমাগো দ্যাশের একটা পোলাও ত মাদ্রাছায় যায় না, তয় এইগুনি আইল কই থিকা, এইগুনি কোন দ্যাশের?

অইগুনির দুইডা একবার আমার দিকে চাইছিল, মনে অইছিল রান্দা গরুর গোস্তের মতন আমারে খাইয়া হালাইব।

অইগুনির চোকেমোকে খিদা।

ময়না দেখেছে জুলমত আলি চাকলাদার বুধ বৃহস্পতিবার বড়ো গাড়িতে ক'রে গ্রামে আসে। তার গাড়িটা এলে তাদের গ্রামটা কেঁপে ওঠে, গ্রামটার বুক ধড়ফড় করে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

তাদের ইস্কুলটা ভাঙা, বৃষ্টি হ'লে ক্লাশে বৃষ্টি পড়ে, রোদ উঠলে ক্লাশে রোদ ঢোকে, ইস্কুলটা দেখলে ময়নার কান্না পায়; কিন্তু মসজিদটা একটা রাজার বাড়ির মতো, মনে হয় ওখানে নামাজ পড়লে দশগুণ ছোয়াব হবে।

তাদের গ্রামে একটা টিনের মছিদ ছিলো, গ্রামের পশ্চিম দিকে আম আর

বাঁশবাগানের ভেতরে, মছিদটা একটু হেলে পড়েছিলো, ওটিকে দেখলে ময়নার বেশ মায়াই হয়; কিন্তু ওটায় এখন আর বেশি লোক হয় না। টিনের মসজিদের থেকে রাঙা ইটের মসজিদে নামাজ পড়লে ছোয়াব হয়তো বেশি হয়, ভেস্তে হয়তো আগে যাওয়া যায়।

আগে তো আমাগো গ্রামে এতো নমজ আছিল না।

এত ওয়াজ আছিল না।

জুলমত আলি চাকলাদার আহনের পর গ্রামে নমজ বাইর‍্যা গ্যাছে।

হে শহর থিকা নমজ লইয়া আইছে।

ওয়াজ লইয়া আইছে।

আগে ত হোনছাম শহরের মাইনষে নমজরোজা করে না, বিছমিল্লা কয় না, তারা সাহেব অইয়া গ্যাছে।

অহন কি শহরে নমজরোজা শুরু অইয়া গ্যাছে?

আর শহর থিকা গাড়ি ভইরা গ্যারামে আইতে আছে?

নমজ ছাড়া আর কাম নাই।

ওয়াজ ছাড়া আর কাম নাই।

ময়না দেখেছে এখন নতুন নতুন শব্দও আসছে, যা সে বুঝতে পারে না।

জুলিকে সে একদিন জিজ্ঞেস করে, সই, নমজরে অহন ছালাত কয় ক্যা?

জুলি বলে, আইজকাল কত কিছু হুনুম, আমাগো নমজই ভাল, ছালাতের কাম নাই; দ্যাহ না সই, একটু টেলিভিশন দ্যাহুম, খোললেই দ্যাহি মওলানা সাবরা রং মাইখা হিরো অইয়া বইছে।

ময়না বলে, মওলানা সাবরা টেলিভিশনে যায়, তাগো গুনা অয় না?

ফজু বলে, অহন ত তারা হিরো অইয়া বইছে, কিতাব উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ঠোঁট বাকাইয়া অ্যাকটিং করে।

জুলি বলে, খালি ব্যাডাগো কথা কও ক্যা, দ্যাহ না কতগুনি মাইয়ালোকও মাথায় কাপড় প্যাচাইয়া অ্যাকটিং শুরু করছে, রাগে আমার গাও জ্বলে।

রহিমা বলে, পশ্চিম পাড়ার মছিদরে আগে সবাই কইতাম মছিদ, অহন জুলমত আলি চাকলাদারের রাঙা ইটের রাজার বাড়ি হওয়ার পর সবাই কয় মসজিদ, কইতে গলায় ব্যাদনা লাগে।

ফজু বলে, এইটা কওনের সোম মনে অয় তাগো গলার ভিতরে সাহারা মরুভূমির বালির তুফান বইতে থাকে।

নমজ বললেই ময়নার ভালো লাগে, মার মাজেমইধ্যে নমজ পড়ে।

মছিদ বললেই তার ভালো লাগে, টিনের মছিদটা তার ভালো লাগে।

ছালাত কথাটা তার ভালো লাগে না। কেনো লাগে না সে বুঝতে পারে না।

ময়না তো তার বাবাকে আগে নমজ পড়তে দেখে নি।

তার বাবার কি নমজ পড়ার সময় আছিল?

তখন কি তার বাবা খারাপ আছিল?

না, তার বাবা তখন আরো ভালো আছিল।

সকালে উঠে গরু বের ক'রে, মন্নাফকে, তাদের চাকরটিকে, নিয়ে দুধ দুইয়ে, একথাল পান্তাভাত খেয়ে তার বাবা বিলের ধানখেতে যেতো, দুপুরের পর ফিরে এসে ভাত খেয়ে আবার খেতে যেতো; কাজ ছাড়া তো তার বাবার আর কিছু ছিলো না; এখন তার বাবা কাজ কমিয়েছে।

এখন তার বাবা কাজ কমিয়ে নামাজ পড়তে শুরু করেছে।

বিশেষ ক'রে শুক্রবারে, তাই শুক্কুরবারটারে তার ভালো লাগে না।

ছরহান মাঝি কি আগে নমজ পড়ত? হেও অহন শুক্কুরবার রাঙা মছিদে সাইজ্যাগুইজ্যা নমজ পড়তে যায়।

মজিবর খাঁ কি আগে নমজ পড়ত? অহন যে দাড়ি রাখছে, তার পোলা চৌদি থিকা তারে মাতায় বান্দনের একটা গামছা কিন্যা পাডাইছে, হেইডা বাইন্দা হে শুক্কুরবার রাঙা মছিদে নমজ পড়তে যায়।

জুলমত চাকলাদারের মসজিদের মাইকের ডাক শুনলে ভয় লাগে ময়নার।

ময়না আগে মাইকে গান শুনেছে, মাইক বাজলে তার ভালো লাগতো, সে গান শুনতে পেতো। কোনো বাড়িতে বিয়ে হ'লে সে-বাড়িতে মাইক বাজতো, নানা রকমের গান বাজতো, গ্রামটা আনন্দে থরথর করতো, খুশিতে নাচতো, ময়নার ভালো লাগতো রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মাইকের গান শুনতে, শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তে, ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে জেগে থাকতো।

তার মনে হতো সে গানের মধ্যে ঘুমোচ্ছে।

তার মনে হতো সে সুরের মধ্যে নাচছে।

ও কি গাড়িয়াল ভাই, কত রব আমি পন্থের পানে চাইয়া রে...

তার বুকের ভেতর বাঁশি বাজতো, কে বাজাতো সে বুঝতে পারতো না।

পশ্চিম পাড়ার বাঁশবাগানের হেলে পড়া দুঃখে ভরা মছিদ থেকে তো কোনো ডাকাডাকি নেই, কোনো ধমক নেই, হুমকি নেই, কোনো গলা খাকারি নেই; ফজর জহুর আছর মগরব এশার সময় হ'লে ওই মছিদের মওলানা সাহেবের আজানের আওয়াজ শোনা যায়, বাঁশবাগান আমগাছ নারকেল গাছ সুপুরি গাছ লেবুর ঝোপ কচুখেত বেতের ঝোপের ভেতর দিয়ে কেঁপে কেঁপে আসে আজানের আওয়াজ, তাঁর সুরটা মধুর; ওটা করুণ কান্নার মতো এসে বুকে বাজে ময়নার, তার মনে হয় মছিদটা কাঁদছে।

মছিদটা কান্দে ক্যা, ময়নার বুকে একটা কান্না জাগে।

লাল ইটের মছিদ দেইখ্যা মাইনষে অরে ভুইল্যা গ্যাছে বইল্যা?

লাল ইটের মছিদে ফ্যানের বাতাস পাওন যায় বইল্যা?

লাল ইটের মছিদে বড়ো একটা গাড়ি আছে বইল্যা?

টিনের মছিদে মানুষ আছে না বইল্যা?

আল্লা কি টিনের মছিদ পছন্দ করে না?

আল্লা কি রাঙ্গা ইটের মছিদ চায়?

আল্লা কি সিমিট করা মছিদ চায়?

ফুলপুর আমির মসজিদের মাইকগুলোর ডাক শুনলে কলজে কাঁপে, ঠাডার মতো ডাকে মাইকগুলো, বাড়িঘর কেঁপে ওঠে, সঙ্গে সেও।

মাইকগুলো প্রথম ঘড়ঘড় করতে থাকে, তখনই ভয় লাগে।

মনে অয় আশমানডা ঘড়ঘড় করতে শুরু করেছে।

মনে অয় আশমানডার গলায় ঘাও অইছে।

তারপর মাইকগুলো ধমক দিতে থাকে, কোদতে থাকে।

মোছলমান ভাইরা, ছালাতের অক্ত হইয়া গিয়াছে, আপনেরা সব কাজকাম রাখিয়া ছালাত আদায় করিতে আসেন।

মোছলমান ভাইরা কাজকামে আখেরাতের কাম হইব না।

মোছলমান ভাইরা দুনিয়া কয় দিনের, আখেরাত চিরকালের।

মোছলমান ভাইরা কাজকামের থিকা ছালাত উত্তম, আল্লাতালার কাছে ছালাতের থিকা পেয়ারের আর কিছু নাই।

দোজগের আজাব হইতে মুক্তি পাইতে চাইলে আপনেরা আসেন।

বেস্তে যাইয়া হুরপরি লইয়া কোটি কোটি বছর সুখ করিতে চাহিলে আপনেরা ছালাত কায়েম করিতে আসেন।

দোজগ হইতে বাচিতে চাহিলে আপনেরা আসেন, ছালাত কায়েম করেন।

মোছলমান হইয়া থাকিলে আপনেরা আসিয়া ছালাত আদায় করেন।

সমাজে জায়গা পাইতে চাহিলে আপনেরা আসিয়া ছালাত কায়েম করেন।

যাহারা আসিবেন না, তাহাদের খবর লওয়া হইবে, মানুষে খবর লইবে, আল্লাতালা খবর লইবেন।

যাহারা আসিবেন না, তাহাদের বিচার হইবে, দুনিয়ায় বিচার হইবে, হাশরের ময়দানে বিচার হইবে।

যাহারা আসিবেন না, তাহারা ৭০ লক্ষ বছর দোজগের আগুনে পুড়িবেন, আল্লাতালা তাহাদের ক্ষমা করিবেন না।

আল্লার কাছে ছালাত হইতে পেয়ারের আর কিছু নাই।

শুনে ময়নার বুকে কেঁপে উঠেছে, এমন ধমক তার বাবা তাকে কখনো দেয় নি, তার কোনো স্যার কখনো দেয় নি, বাঁশবাগানের টিনের মছিদটাও দেয় নি।

তাইলে রাঙ্গা ইডের মছিদের নাম অইছে ধমক?

তাইলে রাঙ্গা ইডের মছিদ অইছে দোজগের ডর?

তাইলে রাঙ্গা ইডের মছিদ অইছে আগুনে ফ্যালন?

হুরপরি? হেউডা কি?

হুরপরির কাম খালি সুক দেওন?

কেমুনে সুক দিব?

হুরপরিরা পুরুষপোলাগো ক্যামনে সুক দিব?

ময়না খুব ভয় পেয়েছে, তার থেকে বেশি ভয় পেয়েছে তার বাবা।

তার বাবা শুক্রবার মাইকের ধমক শুনে সেজেগুজে মাথায় টুপি প'রে, তার ওপর একটা রাঙ্গা গামছা পেঁচিয়ে, রাঙ্গা ইটের মসজিদে যেতে শুরু করেছে; তার বাবাকে লুঙ্গিতে যেমন মানায় নতুন সাজে তেমন মানায় না, বাবাকে খুব অদ্ভুত লাগে ময়নার।

বাবাকে সে একবার বলেছে, এই সাজে আপনেরে মানায় না, বাবা।

বাবায় বলেছে, বয়স অইছে, পরকালের কাম করতে অইব না?

সে বলেছে, তাইলে আপনে পচ্চিমের মছিদে যাইয়েন।

তার বাবা বলেছে, আরে মা, এই মছজিদে এলেকট্রিকের পাঙ্খা আছে।

সে বলেছে, তাইলে বাবা আপনে বুজি পাঙ্খার বাতাস খাইতে যান?

তার বাবা হেসে বলেছে, বাতাসও খাই ছোয়াবও বেশি অয়, পাঙ্খার বাতাসডা বিলের বাতাসের থিকা মিডা।

ময়না বলেছে, তয় বাবা, বাইরতে কয়ডা পাঙ্খা লাগাই লন, আমরাও বাতাস খাইতে পারুম।

তার বাবা বলেছে, তরে একটা কিইন্যা দিমু নে।

গ্রামের খাচ্চর পোলাগুলোও মাইকের ডাকাডাকি শুনে মসজিদে যায়, ময়না দূর থেকে দেখেছে, তার শরীরটা জ্বলেছে।

সৌদি থেকে ফিরেছে তিন চারটা খাচ্চর পোলা, তারা এখন মাথায় গামছার মতো কী একটা বেঁধে লম্বা জোব্বা প'রে হাঁটাহাঁটি করে, দেখলেই শরীর জ্বলে।

সে ইস্কুল থেকে ফেরার সময় একটা শয়তান কুত্তারবাচ্চা জঙ্গলের পাশে তাকে একলা পেয়ে তার বুকে একটা খাবলা দিয়েছিলো, সে কাউকে বলে নি, সেই হারামিটাও টুপি মাথায় দিয়ে মসজিদে যায়।

অগো বাড়ি আবার টিবি আছে, খালি হিন্দি ছিনামা দ্যাহে।

উত্তর পাড়ার বুড়া খাচ্চরডা, যাকে সে দাদা বলে, যে-শয়তানটাকে তার বাবা চাচাজান বলে, সেটা একবার তাদের বাড়িতে এসেছিলো তার বাবার কাছে, তার বাবা বাড়িতে ছিলো না, তার মা পান বানিয়ে তাকে দিয়ে পান পাঠিয়ে

বুড়া খাচ্চরডা তার বুকে হাত দিয়েছিলো, সেই
দিয়েছিলো বসার ঘরে,
ইবলিশটাও মসজিদে যায়।

দেখেশুনে ময়নার শরীর জ্বলে, যেমন জ্বলে তার সইদের।

ময়না শুনেছে জুলমত আলি চাকলাদার চোরাচালানি, সোনা চোরাচালান
করে, টাকা চোরাচালান করে, মানুষ খুন করে, আরো কতো কী করে, স্বাধীনতার
যুদ্ধের সময় সে রাজাকার ছিলো, কতোজনকে খুন করেছে, অনেক দোকান লুঠ
করেছিলো, অনেক বাড়ি দখল করেছিলো, আরো কতো কিছু করেছিলো, কিন্তু
তাতে কী? তার অনেক টাকা, মুখে অনেক দাড়ি।

ময়না হেসে হেসে মনে মনে বলে, 'পশম', 'লম'।

তার মাথায় কথা দুটি প্রথম আসে নি, এসেছে ফুলির মাথায়, সে খুব মজা
ক'রে কথা বলতে পারে; ফুলির থেকে সে এই কথাটা শিখেছে।

অনেক সময় টুপিও থাকে জুলমত আলি চাকলাদারের মাথায়, গলায় গামছার
মতো কি একটা থাকে, সবাই তাকে খুব মান্যগণ্য করে, সে সবাইকে সালাম
দেয়, তার আগে সবাই তাকে সালাম দেয়।

পশমআলা মানুষ তার একদম ভালো লাগে না।

দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটি চুলকোতে থাকে।

ফুলির অনেক বুদ্ধি, সে অনেক মজার কথা বলে, কথা ব'লে হাসায়, আবার
কাঁদায়ও, সে-ই প্রথম কথাটা বলেছিলো।

ফুলি বলেছিলো, লম দ্যাকলে আমার মোক খাউজ্যায়, সারা দ্যাহ কুটকুট
করে, মনে অয় আমার চোকে মোকে বুকে পশম গজাইছে।

ফজু বলে, পশম দ্যাকলে আমার আসি আহে।

রহিমা বলে, বান্দর বান্দুর লাগে।

ফুলি বলে, দ্যাহিছ, একটা বান্দরের লগে তর বিয়া অইব, অনেক পশমের
ঘষা খাইয়া মোকটা তর আরও ছাপ অইয়া যাইব।

রহিমা বলে, তাইলে আমি গলায় দরি দিমু।

ফজু বলে, সই, আমাগো কতা জ্যান কোন মাইনষে না হোনে, হোনলে
আমাগো পিডাইয়া মাইর‍্যা হালাইব।

ময়না বলেছিলো, অহন ত দ্যাহি হগলে পশম রাকতে শুরু করছে, আমাগো
ছারেও পশম রাকছে।

ফুলি বলেছিলো, বুড়াকালে ভীমরতিতে ধরছে, বউডা মরতে না মরতে
আমাগো ক্যালাশের হালিমারে বিয়া করছে, দুই মাসও সইয্য অয় নাই, হালিমার
তহনও ভাল কইর‍্যা দুদও ওডে নাই, আবার অহন ভেস্তে যাওনের সক অইছে,
হুরপরিগো লইয়া সুক করব।

ফজু বলেছিলো,পুরুষপোলাগুনি জানি কেমুন, মাইয়ালোক ছারা থাকতে পারে

না, আমাগো দিকে যহন চায় মনে অয় জিবলা দিয়া চাডতে আছে।

রহিমা বলে, সই, একটা গোপন কতা কমু নি? এত দিন কারে কই নাই।

ময়না বলে, কও কি, সই, আমাগো না কইয়া থাকতে পারলা, তুমি আবর
আমাগো থিকা কতা গোপন কইর‍্যাও রাক?

রহিমা বলে, হেইডা যে কওনের কতা না। তরা আবর কি মনে করছ হেই
কতা ভাইব্যা কই নাই, না কইয়া মইর‍্যা যাইতে আছি।

ফুলি বলে, আমাগো মইদ্যে আবার গোপন করনের কি আছে? কালাইন্যা যে
আমার দুদে আত দিছিল, হেই কতা কি তোমাগো আমি কই নাই?

ফজু বলে, দুলাভাই যে আমারে জাইত্যা ধরছিল, হেই কতা কি তোমাগো
কই নাই? আমাগো মইদ্যে আবর শরম কি?

রহিমা বলে, একদিন ছারে আমারে তার ঘরে ডাইক্যা নিছিল, আমি মনে
করছিলাম ল্যাকাপরার কতা কইব, কি যে খুশি লাগছিল।

ফজু বলে, হে কি কইল?

রহিমা বলে, হে কয় কি, অই রহিমা, আমার বউ মইর‍্যা গ্যাছে, তরে
দ্যাকতে আমার ভাল লাগে, তর দ্যাহডা সোন্দর, ঠোড দুইডা আঙ্গুরের মতন,
তরে আমি বিয়া করুম, তুই রাজি আছছ নি?

ফুলি বলে, তুই রাজি অছ নাই? অই রহিমা, তুই রাজি অছ নাই? আমি
অইলে ত তহনই চিৎ অইয়া হুইয়া পরতাম!

রহিমা বলে, অই বুড়াডার লগে বিয়া বহুম আমি? অই বুড়াডার ফাডা ঠোডের
চুমা খামু আমি? অই বুড়াডার তলে হুমু আমি? আক, থো।

ময়না বলে, তুই কি কইলি?

রহিমা বলে, আমি কইলাম, আমি আপনের মাইয়ার লাহান, আর আপনে
আমারে বিয়া করতে চান? আপনের মোকে আমি ছ্যাপ মারি।

ফুলি বলে, এই কতা কইতে তর ডর লাগল না?

রহিমা বলে, আমি ডরামু কি, বুড়াডাই ডরাইয়া গ্যাল, কয় কি, অই রহিমা,
আমি তর পায় পরি, কারে কইছ না, তাইলে আমার চাকরি থাকব না। অই
রহিমা, তুই আমার মার মতন, কাউরে কইছ না, এই নে দশটা ট্যাকা নে।

ফজু বলে, হালিমার অহন কত বড় প্যাট দ্যাকছ, সই?

ময়না বলে, বুড়া অইলেও ব্যাডার জোর আছে।

ফুলি বলে, রহিমা, অইডা অহন তর অইত, কি সোন্দার দ্যাহাইত, কাডলের
মতন একটা প্যাট অইত, কয় দিন পর তুই একটা পোলার মা অইতি, অোয়া
অোয়া পোলারে কইরা আদর করতি।

রহিমা বলে, তার আগে আমি গাঙ্গে ডুইব্যা মরতাম, ইছামতি ত আর বেশি

দূর না, অই বুড়াডার লগে হোঅনের থিকা মরন ভাল।

তারা হাসে, কিন্তু তাদের বুকের ভেতরে একটা তীব্র যন্ত্রণা কামড় দিতে থাকে, তাদের ইচ্ছে করে দিনরাত কাঁদতে।

শীতকালে গ্রামে আলিশান ওয়াজের ব্যবস্থা করে জুলমত আলি চাকলাদার।

এমন ওয়াজ কেদারপুরে আগে কেউ দেখে নি, আগে এসব ওয়াজই ছিলো না, এখন ওয়াজের ধুম প'ড়ে গেছে। এখন গ্রামে গ্রামে বাজারে বাজারে ওয়াজের ধুম প'ড়ে গেছে, এবং সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে কেদারপুর ও জুলমত আলি চাকলাদার।

কয়েক দিন আগে থেকেই ধুম প'ড়ে যায়, রাস্তায় রাস্তায় পাড়ায় পাড়ায় খালে বিলে বাজরে জঙ্গলে মাইক ফুঁকে ফুঁকে জানানো হয় আলিশান ওয়াজ হবে, হজরত মওলানা বেলায়েত হোসেন ওয়াজ করিবেন; বড়ো বড়ো পোস্টার লাগানো হয় গাছের ডালে, বাজারের দোকানের বেড়ায় বেড়ায়, রিকশার পাছায় পাছায়; আর ওয়াজের দিন দশ বারোটা গরু কোরবানি দেয়া হয়। মেজবানি হয়, হাজার হাজার লোক জমা হয়, আর রাতভর চলে আলহজ হজরত বেলায়েত হোসেন মওলানার ওয়াজ।

ইসলাম জেগে উঠেছে, সারা দুনিয়া ইসলামের দখলে এসে যাচ্ছে। একদিন পৃথিবীতে ইসলাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না।

জুলমত আলি চাকলাদার আর হজরত বেলায়েত মওলানারা সারা দুনিয়ায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ক'রে তারপর ভেস্তে যাবে। ময়নার বেশ ভালো লাগে, সারা দুনিয়ায় ইসলাম হ'লে খুব ভালো হবে তার মনে হয়।

ময়নাদের বাড়ি থেকে একটু উত্তরে বড়ো মাঠটায় ওয়াজ হয়, দশ বারোটা মাইক টাঙানো হয় দশ বারো দিকে; তাদের ইচ্ছে হয় ওয়াজ শুনতে। তারা মনে করেছিলো ওয়াজ শুনে তারা সুখী হবে, অনেক কিছু শিখবে, কিন্তু ময়না আর তার সইরা ময়নাদের বাড়িতে থেকে দশ বারোটা মাইকে ওয়াজ শুনেছিলো, আর ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠেছিলো; চার সই ময়নার ঘরে ব'সে অনেক রাত পর্যন্ত ওয়াজ শুনে ভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, ঘুমের ভেতর ভয় পাচ্ছিলো, ঘুমোতে পারলে তারা দোজগের আগুন থেকে মুক্তি পেতো।

ফুলি বলেছিলো, সই, ওয়াজে কি কয় হেইডা হুনতে অইব।

ময়না বলেছিলো, অনেক ভাল ভাল কতা হোনতে পামু, হোনলে আমাগো অনেক জ্ঞান অইব, আমাগো বইতে আছে না আমাগো ধর্ম অইল সেরা ধর্ম, এমন ধর্ম আর নাই।

ফজু বলেছিলো, তয় হুনছি ওয়াজে ময়লানাগুনি খালি মাইয়ালোকরে গাইল দেয়, আজগবি সব কতা কয়, ভণ্ড কতা কয়।

ফুলি বলেছিলো, সই, তুই এই কতা কই হুনলি?

ফজু বলেছিলো, ক্যান, তুই হোনছ নাই? আমাগো ফরিদ ছার হেই দিন বাংলা পরাইতে পরাইতে কইল।

ময়না বলেছিলো, এইর লিগাই ফরিদ ছাররে হুজুর ছার খালি গাইল দেয়, ফরিদ ছার না কি দোজগে যাইব।

ফুলি বলেছিলো, হ, ভাল মাইনষেরা ত দোজগে যাইবই। হুজুর ছার কিছু পরায় না, চ্যারে বইয়া ঘোম যায়, হে যাইব ভেস্তে, আর ফরিদ ছার কত মন দিয়া পরায়, সব বুজাই দ্যায়, অর্থ বুজাই দ্যায়, কি সোন্দর কইর‍্যা কবিতা বুজায়, আর হে যাইব দোজগে।

ময়না বলে, হুজুরে ত কইছে রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের কবিতা পইর‍্যা ফরিদ ছার কাফের অইয়া গ্যাছে।

ফজু বলেছিলো, হ, অত সোন্দর কবিতা পরলে বুজি মানুষ কাফের অয়? ছারে কি সোন্দর কইর‍্যা 'কবর' কবিতাডা পরায়, আমার কান্দন আহে।

রহিমা বলেছিলো, ময়না সইয়ের ঘর থিকা ভাল কইর‍্যা ওয়াজ হোনা যাইব, আমরা চাইরজন এইখান থিকা ওয়াজ হুনুম।

ফুলি বলেছিলো, ওয়াজ হুইন্যা বেহেস্তে যামু, দুনিয়াডা ত আমাগো লিগা দোজগ, আমরা ত অহন থিকাই ট্যার পাইতে আছি।

তারা ওয়াজ শুনবে শুনে ময়নার মা তাদের জন্যে রান্না করেছিলো, কিন্তু সে বেশি রাত জাগতে পারে না ব'লে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ময়না অবাক হয়েছিলো যে তার মার ওয়াজ শুনতে ইচ্ছে করে নি।

ময়না জিজ্ঞেস করেছিলো, মা, তুমি ওয়াজ হোনবা না?

তার মা বলেছিলো, অনেক ওয়াজ হুনছি, হেই একই পুরাইন্যা কতা। তরা হোন, আমার ঘোম পাইতে আছে।

ওয়াজ শুনেছিলো ওরা নতুন চারজান; ওই ওয়াজই বদলে দিয়েছিলো ওদের জীবন। ওরা ভয় পাচ্ছিলো, হাহাকার করছিলো, লজ্জায় কুঁকড়ে উঠছিলো। ওরা আগুনে জ্বলছিলো, ৭০ লাখ বছর ধ'রে পুড়ছিলো।

ওদের শরীর পুড়ছিলো, মন পুড়ছিলো, জীবন পুড়ছিলো, পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিলো, উড়ে উড়ে ছাই ছড়িয়ে পড়ছিলো ওদের জীবনে।

বেলায়েত মওলানা শুরুতে অনেক দোয়া কলমা সুরা পড়েছিলো, শুনতে ওদের ভালো লাগছিলো, কিন্তু তা ওরা বোঝে নি, তবে যখন বুঝতে শুরু করে তখন ওরা ভয় পেতে থাকে, আর হাসাহাসিও করতে থাকে।

ভয়? কেনো ওরা ভয় পায়?

ওরা সব সময় ভয়ের মধ্যে আছে ব'লে?

ভয়ই ওদের বোন?

হাসাহাসি?

এটা কি ভয়ের ভেতর থেকে উঠে আসা চিৎকার?

এটা কি ঝিলকি দিয়ে ওঠা বজ্রধ্বনি?

ফুলি বলেছিলো, মওলানা সাব কি কয়, এইগুলি কি কামনের কতা?

ফজু বলেছিলো, এই মওলানা বাতা কি নাকাপরা জানে? কোন কালাশ পর্যন্ত পড়ছে?

রহিমা বলেছিলো, পৃথিবীটা যে গোল আর সূর্যের চাইরদিকে ঘোরে, এই কতাডাও মনে অয় যে হোনে নাই।

ময়না বলেছিলো, এই সব কতা কিতাবে আছে?

রহিমা বলেছিলো, এইডা অইল এইগুলির ব্যবসা, শীতকাল আইলেই ব্যবসা শুরু কইরা দ্যায়, ওয়াজ শুরু কইরা দ্যায়, ওরস শুরু কইরা দ্যায়, লাক লাক টাকা পায়, টাকার লিগাই এই হগল করে।

ফুলি বলেছিলো, অহন এইগুলি বিলাত আমরিকায় গিয়াও হুনছি ওয়াজের ব্যবসা করে, হাজার হাজার ডলার লইয়া ওয়াজ হুনায়।

ময়না বলেছিলো, বিলাত আমরিকার মাইনষেও ওয়াজ হোনে? তাগো ওয়াজ হোননের কাম কি?

ফুলি বলেছিলো, বিলাত আমরিকার মাইনষে ওয়াজ হোনবো ক্যা? আমাগো দ্যাশ থিকা টেক্সি ড্রাইবর আর রান্দনের লোকরা গ্যাছে না, হোনছ নাই, হেরা বছর ভইরা মদ খায়, আরও কত কিছু করে, দ্যাশে বউ থুইয়া অই হানে অন্য মাইয়ালোকের পর মাইয়ালোক লইয়া থাকে, তারপর ওয়াজ হইন্যা ভেস্তে যাওনের পথ পাকা করে।

ফজু বলেছিলো, দ্যাহো, মওলানা সাব কান্দুন কোনে।

ওদের রক্ত কালো হয়ে উঠেছিলো, জমে যাচ্ছিলো।

তখন ওয়াজের মাঠে মমিনেরা মন দিয়ে শুনছিলো মওলানার ওয়াজ, অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করছিলো মওলানার কথা, তার কথায় কোনো সন্দেহ নেই, নানা রকম ভেস্তের নাম শুনে, বেহেস্তের সুখ বিলাস প্রমোদ আরামের কথা শুনে তারা ভেস্তের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলো, তারা সশরীরে ভেস্তে গিয়ে বাস করছিলো। ধানখেতে পাটখেতে পুকুরে নদীতে কাজ ক'রে, রোগা অসুস্থ রুগ্নমেজাজি পরিবারের সঙ্গে ঘর ক'রে তাদের জীবন শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছিলো, পুড়ে দোজখ হয়ে উঠেছিলো, মওলানা বেলায়েত হোসেন তাদের সামনে ভেস্তের লাখ লাখ বছরের সুখ শান্তি প্রমোদ উল্লাস আনন্দ বিনোদ উপস্থিত করে।

তারা দোজখের আজাব থেকে মুক্তি চায়।

দুনিয়া তাদের জন্যে দোজখ, ধানখেত তাদের জন্যে দোজখ।

তারা ভেস্তে লাখ লাখ বছর সুখে থাকতে চায়।

যেখানে ধানখেতে কাজ করতে হয় না।

নদীতে মাছ ধরতে হয় না।

যেখানে খেতে লাঙ্গল চালাতে হয় না, মই দিতে হয় না।

যেখানে রোদে পুড়তে হয় না।

যেখানে আছে অক্ষত হুরপরি, যাদের অন্য কেউ ছোঁয় নি।

তারা অপূর্ব খোয়াবের মধ্যে বাস করছিলো, ভেস্তে বাস করছিলো, জান্নাতুল ফেরদাউসে বাস করছিলো।

বেলায়েত মওলানা বলে, হে মমিন মোছলমান ভাইরা, হে আল্লার পেয়ারা বান্দারা, এখন দুনিয়া পাপে ভরিয়া গিয়াছে, এই পাপের মূলে আছে দুইটা প্রধান শয়তান, দুইটা আজরাইল, একটা হইল মেয়েলোক, যাদের জন্যে আপনারা পাগল থাকেন, আরেকটা হইল কাফেররা, ইহুদিরা, খ্রিস্টানরা, আর অন্য অন্য কাফেররা, আর আমাদের দেশের মুরতাদরা।

বেলায়েত মওলানা বলে, মোছলমান ভাইরা আপনারা মেয়েলোকরে বিশ্বাস করিবেন না, যেমন আপনারা শয়তানরে বিশ্বাস করিবেন না।

ফজু বলে, হোনছ, সইরা? আমরা না কি শয়তান?

রহিমা বলে, অই বাতা মওলানাডা কি?

ফুলি বলে, ফারেশতা।

ময়না বলে, সই, আমার ডর লাগতে আছে।

রহিমা বলে, ময়না, তুই ইকটু বেশি ডরাছ, ডরাইলে দুনিয়ায় আজাব আছে। ডরাইতে ডরাইতে আমরা কেঁচো অইয়া যাইতে আছি।

ফুলি বলে, আরও কত পাইল যে দিব হারা রাইত, পাইল খাওনের লিগা আমাগো পয়দা করা অইছে।

ময়না বলে, সই, আমরা শয়তান?

ফুলি বলে, হ, আমরা ইবলিশ।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, সুর ক'রে সে ওয়াজ করে, হে মোছলমান ভাইরা, পুরুষ হইতেছে নারীর কর্তা, আল্লাপাক পুরুষরে নারী হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আল্লাপাক নারী তৈয়ার করিয়াছেন পুরুষের জন্যে, আদমের পাঁজরের বাঁকা হাড্ডি দিয়া তৈয়ার করিয়াছেন, আদমের জন্য, পুরুষদের জন্যে আল্লাপাক নারী সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষের দরকার না হইলে আল্লাপাক নারী সৃষ্টি করিতেন না, কাজেই নারী পুরুষের অধীনে থাকিবে। যেই পুরুষ নারীর কথামত চলে, তাহার ধ্বংস না হইয়া নিস্তার নাই।

ওরা আরো ভয় পায়।

ওদের রক্তের স্রোতে ভয় বইতে থাকে।

মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, হে মমিন মোছলমান ভাইরা, আপনারা নারীর

কথামত চলিবেন না, আমাদের দাশ এখন নারীর অধীনে, নাউজুবিল্লাহ, সেই কারণে আমাদের পাপের শ্যাষ নাই। আমাদের জন্যে বেহেশত নাই। নারীর অধীনে থাকিলে গজব পড়িবেই, আপনারা কি চারিদিকে গজবের নমুনা দেখিতে পাইতেছেন না?

রহিমা বলে, সই, আমাগো আদমের পঞ্জরের ব্যাকা হাড্ডি দিয়া বানাইছে? এইর লিগা আমরা ব্যাকা অইয়া গ্যাছি? আমাগো মাইর‍্যা সোজা করতে অইব?

ফজু বলে, ক্যামনে কমু? ময়লানা সাব ত হেই কতাই কইতে আছে।

ময়না বলে, পুরুষপোলাগো লিগা আমাগো বানাইছে? আমাগো লিগা আমাগো বানায় নাই?

ফুলি বলে, ময়লানা সাব কি মিছা কতা কয়?

ময়না বলে, ময়লানা সাব কত কিতাব পরছে, কত কিতাব মুকস্ত করছে, মুকস্ত কইর‍্যা আইজ ওয়াজ করতে আছে।

তারা কাঁপতে থাকে।

ভয় পেতে থাকে।

তাদের শরীরগুলোকে তাদের কাছে ঘৃণার জিনিশ মনে হ'তে থাকে।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, মেয়েলোক কোন কালেই পুরুষের অবাধ্য হইতে পারে না, এক মিনিটও পুরুষের অবাধ্য হইতে পারে না, এক স্যাকেন্টও পুরুষের অবাধ্য হইতে পারে না, মেয়েলোক পুরুষের কথামত চলিবে, তাহারা পুরুষের দাসী হইয়া চলিবে, পুরুষের কথার উপর কোন কথা নাই, পুরুষের পায়ের নিচেই মেয়েলোকের বেহেশত।

ফুলি বলে, তাইলে আমি ভেস্তে যামু না।

রহিমা বলে, আমাগো আবার ভেস্ত কি?

ফজু বলে, পুরুষপোলাগো পাও দ্যাকছো? মাডিতে ভরা। অইডা যুদি ভেস্ত অয় তাইলে যাইয়া কাম নাই।

ময়না বলে, আমার শরিল কাপতে আছে।

রহিমা বলে, সই, তোমার শরিলডা বেশি নরম; স্বামীর জাত খাইয়া তুমি ভাইঙ্গাচুইর‍্যা যাইবা, প্রথম রাইতেই শ্যাষ অইয়া যাইবা।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, যেই মেয়েলোক পুরুষের অবাধ্য হইবে তাহাকে ভালো ভালো উপদেশ দিতে হইবে, ধর্মের কথা শুনাইতে হইবে, কালামের কথা বুঝাইতে হইবে, তবে মেয়েলোকেরা সহজে বোঝে না, বিবি হাওয়াও বোঝেন নাই, তাহার পর তাহার সঙ্গে ঘুমান বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে না ঘুমাইলে তাহারা পাগল হইয়া যাইবে, মেয়েলোক পুরুষের সঙ্গে না ঘুমাইলে পাগল হইয়া যায়, বেয়াদব মেয়েলোকের সঙ্গে ঘুমান দোজগে ঘুমানের সমান, আর যদি দরকার হয় হে মোছলমান ভাইরা, মেয়েলোকদিগকে

পিটাইয়া মারিয়া শিক্ষা দিতে হইবে, মাইরের উপর আর কোন শিক্ষা নাই, তবে তাহাদের পিটাইয়া মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন না।

ওরা কেঁপে কেঁপে ওঠে, ওদের শরীরে দাগ পড়তে থাকে।

ওদের চামড়া ফেটে যেতে থাকে, তাতে পচা রক্ত জমতে থাকে।

ওদের চোখ থেকে রক্ত ঝরতে থাকে।

ফজু বলে, এইর লিগাই পুরুষপোলারা কামে অকামে মাইয়ালোকরে মারে? আমার চাচায় ত প্রত্যেক দিন চাচিরে মাইর‍্যা ছাল তুইল্যা হালায়।

রহিমা বলে, হ, শিক্ষা দ্যায়, মাইরের উপর কোন শিক্ষা নাই। তয় ময়লানা সাব আমাগো ভাইঙ্গা হালাইতে না করছে।

ময়না বলে, আমার ডর লাগতে আছে, খাঁয়গো বাড়ির কেরামত খাঁ ত তার বউরে ভাইঙ্গাচুইর‍্যা হালায়।

ফুলি বলে, আমরা কত মাইর খামু কে জানে। আমার পাও দুইডা ভাইঙ্গা হালাইব সকলের আগে।

ফজু বলে, মারনের লিগাই ত আমাগো দেহ নরম কইর‍্যা বানাইছে, যাতে পুরুষপোলাগো আতে ব্যাদনা না লাগে।

বেলায়েত মওলানা বলতে থাকে, আমাদের পেয়ারা নবিজি (দ) দোজগের দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছেন সেখানে অধিকাংশই মেয়েলোক, হে আমার মোছলমান ভাইরা মমিন ভাইরা, আল্লার বান্দারা, আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন মেয়েলোক কেমন পাপিষ্ঠা। তাহারা অধিকাংশ দোজগেই জ্বলিবে।

বেলায়েত মওলানা বলতে থাকে, আমরা ত ভেস্তেই থাকিতাম, নারীর জন্যেই আমাদের পতন ঘটিয়াছে, বিবি হাওয়ার জন্যেই আদম গন্দম ফল খাইয়াছিলেন, নহিলে তিনি গন্দম খাইতেন না। হে মমিন মোছলমান ভাইরা, আপনারাও কি আপনাদের নারীদের জন্যে প্রত্যেক দিন গন্দম খান না?

ওরা চারজন ভয়ে কাঁপতে থাকে।

ওদের মনে হয় ওরা দোজগে পুড়ছে লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে।

ওদের শরীর দোজগ।

ওদের মন দোজগ।

ওরা দোজগ।

ওদের দেহ গন্দম ফল, যা ওরা খাওয়াবে পুরুষদের।

ময়না বলে, ফরিদ ছার না একদিন কইছিল গন্দম ফল আসলে আছিল জ্ঞান? বিবি হাওয়া জ্ঞানের ফল খাওয়াইছিল আদমরে?

ফুলি বলে, হুজুরে ত এইর লিগাই ফরিদ ছাররে কাফের কয়, কয় হে লক্ষ লক্ষ বচ্ছর দোজগের আগুনে জ্বলব।

রহিমা বলে, ফরিদ ছার মনে অয় বেশি দিন ইস্কুলে থাকতে পারব না। তারে পিডাইয়া মাইর‍্যা হালাইব।

ময়না বলে, তাইলে তার লিগা আমি দিনরাইত কান্দুম।

ফজু বলে, তাইলে তর পাপ অইব। পরপুরুষের লিগা কান্দন পাপ, তুই হোনছ নাই?

বেলায়েত মওলানা বলতে থাকে, আমাদের প্রিয় নবিজে (দ) বলিয়া গিয়াছেন তাঁহার ওফাতের পর তিনি নারীর হইতে বেশি ক্ষতিকর আর কোনো জিনিশ রাখিয়া যাইতেছেন না। হে মোছলমান ভাইরা আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন নারী কত ক্ষতিকর, কোনো জন্তুজানোয়ারও এত ক্ষতিকর না, শুয়ারও এত ক্ষতিকর না, কুকুরও এত ক্ষতিকর না।

ওরা চারজন আরো ভয় পায়, আরো কাঁপতে থাকে।

ফজু বলে, সই, আমরা কিয়ের লিগা ক্ষতিকর?

রহিমা বলে, হেইডা কি আমরা জানি?

ফুলি বলে, যেই খাচ্চরা অন্নপুন্যারে চরে লইয়া রাইত ভইর‍্যা আকাম কইর‍্যা খুন কইর‍্যা থুইয়া আইল, আমরা তাগো থিকা ক্ষতিকর?

ময়না বলে, সই, আমরা কি ক্ষতি করি?

রহিমা বলে, আমরা কত ক্ষতি করি তা জুদি জানতাম তাইলে ত আমরা মানুষই অইয়া যাইতাম, আমরা মানুষ না।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, হে মমিন মোছলমান ভাইরা, আপনারা জানিয়া রাখেন নারী শয়তানের রূপে আসে আর শয়তানের রূপে যায়। হে মোছলমান ভাইরা, যাহাদের লইয়া আমরা ঘর করি, যাহাদের আমরা ঢাকাই শাড়ি বেনারসি শাড়ি সিল্কের শাড়ি সোনার গহনা কিনিয়া দেই, সোনো কিরিম পাউটার কিনিয়া দেই, যাহাদের মুখ দেখিয়া আমরা ভুলিয়া যাই, যাহাদের বুক দেখিয়া আমরা পাগল হই, যাহাদের সঙ্গে শয্যায় শুইয়া আমোদ আহ্লাদ আনন্দ সুখ করি, যাহাদের সঙ্গে ছোহবতের জন্যে দিনদুনিয়া ভুলিয়া যাই, এক রাত্রি ছোহবত না করিলে শান্তি পাই না, হে মোছলমান ভাইরা ভাবিয়া দেখেন তাহারা কিরূপ, তাহারা নারীর রূপ ধরিয়া থাকা শয়তানমাত্র, আমরা শয়তানের সঙ্গে বাস করি, ছোহবত করি। হে মোছলমান ভাইরা, আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে নারী সম্পর্কে, এই শয়তান সম্পর্কে।

ওরা আরো ভয় পায়, এটা ওদের জন্যে প্রথম ভয়ের রজনী, এমন ভয়ের রাত ওদের জীবনে আগে আসে নি।

ওরা নিজেদের দিকে তাকায়, ওদের মনে হয় ওরা শয়তান হয়ে গেছে, একে অন্যকে ওদের শয়তান মনে হয়, ওরা কাঁপতে থাকে।

ময়না বলে, সই, আমরা তাইলে শয়তান?

রহিমা বলে, এই ব্যাডা কি? কিতাবে এই কতা আছে?

ফজু বলে, সই, এই কতা কইও না, হুনলে অরা আমাগো খুন কইর‍্যা ভাপা দিয়া হালাইব।

ময়না বলে, সই, আমার মনে অইতেছে আমি ফিড অইয়া যামু, মনে অইতেছে আমি শয়তান অইয়া যাইতে আছি।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, এই শয়তান হইতে বাঁচার উপায় কি, হে মোছলমান ভাইরা? বাঁচার একটাই উপায় আছে, বাঁচার উপায় হইল তাহাদের ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, তাহাদের পর্দার ভিতর রাখিতে হইবে, এমনভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে পরপুরুষ তাহাদের দেখিতে না, তাহারা পরপুরুষ দেখিতে না পায়, পর্দার বাইরে আসিলেই তাহারা শয়তান হইয়া উঠে। নারীদের বান্ধিয়া রাখিতে হইবে, ছালা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

ময়না বলে, কত পরপুরুষ যে আমরা দ্যাকলাম, আমাগো পাপের শ্যাষ নাই, প্রত্যেক দিনই ত দশ বারোডা পরপুরুষ দ্যাহি।

রহিমা বলে, আমাগো ছাররাও ত পরপুরুষ, তাগো ত আমরা দ্যাকছি, হেইর লিগাই আমরা শয়তান অইয়া গ্যাছি।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, আমাদের প্রিয় নবি রসুলুল্লাহ (দ) বলিয়া গিয়াছেন নারী হইল আওরত, তাহার অর্থ হইল নারীকে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, নারী যখন বাহিরে যায় তখন শয়তান তাহাকে চোখ তুলিয়া দেখে। শয়তান নারীরে পছন্দ করে, আর শয়তান চারিদিকে ঘুরিতেছে, ধানখেতে শয়তান, রাস্তায় শয়তান, ইস্কুলে শয়তান, কলেজ ইনভার্সিটিতে শয়তান, নারীদের এইসব জায়গায় যাইতে দেওয়া যাইবে না।

ওরা ভয়ে কাঁপতে থাকে।

ময়না বলে, সই, ইস্কুলে ত শয়তান দ্যাহি নাই।

রহিমা বলে, শয়তান কি দ্যাহন যায়?

ফজু বলে, ইস্কুল কি গাবগাছ যে অই হানে শয়তান থাকব?

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, হে মোছলমান ভাইরা, আজকাল আপনারা কাফেরের মত নিজেদের মেয়েদের ইস্কুলে পাঠাইতেছেন, কলেজে পাঠাইতেছেন, ইনভার্সিতে পাঠাইতেছেন, তার অর্থ হইল আপনারা তাহাদের শয়তানের কাছে পাঠাইতেছেন, ইস্কুল কলেজ ইনভার্সিটিতে শয়তানরা পড়ায়, রিকশার ভারা দিয়া আপনারা আপনাদের মেয়েদের শয়তানের কাছে পাঠাইতেছেন; আপনারা গুনা করিতেছেন, কবিরা গুনা করিতেছেন, এইজন্যে আপনারা ৭০ লক্ষ বৎসর দোজগে পুড়িবেন, ইহার কোনো মাফ নাই, যদি বেহেস্তে যাইতে চাহেন তাহলে মেয়েদের ইস্কুলে কলেজে ইনভার্সিটিতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেন।

ওরা ভয়ে কাঁপতে থাকে, বেলায়েত মওলানার গলা থেকে এখন ক্রোধ ঝ'রে পড়ছে, তার গর্জনে আকাশ ভেঙে পড়ছে।

ময়না বলে, সই, তাইলে আমরা ইস্কুলে যামু না?

ফুলি বলে, আমি ত মনে মনে ইনভার্সিটিতে পড়নের কথা সব সোম ভাবি, কত সুক লাগে যহন মনে করি আমি ইনভার্সিটিতে পড়তে আছি। ব্যাগম রোকেয়ার কতা পইর‍্যা আমার ত ব্যাগম রোকেয়া অইতে ইচ্ছা করে। আমি ইনভার্সিটিতে যামুই।

রহিমা বলে, ইস্কুলে আবার শয়তান কোন হানে? একদিনও ত দ্যাকলাম না। পুরুষপোলাগো মইদ্যে হাচ্চর দ্যাকছি, কিন্তু শয়তান ত দ্যাহি নাই।

ফজু বলে, বাবায় যুদি আমার ল্যাকাপরা বন্ধ করে, তাইলে আমি গাব গাছের ডাইলে গলায় দড়ি দিমু, ল্যাকাপরা শিগ্যা আমি চাকরি করনের কতা সব সোম ভাবি। মার মতন আমি দিনরাইত গাইল খাইতে পারুম না, ভাত রানতে আর কাকে কইর‍্যা পানি আনতে পারুম না।

ময়না বলে, ইস্কুলে যাইয়া কত কিছু হিগতে আছি, বাইরতে বইয়া থাকলে কি হিগতে পারতাম? আমার ত দিন রাইত বই পরতে ইচ্ছা করে, ইস্কুলে না গ্যালে বই পামু কই? জ্ঞানের কতা হিগুম কই?

রহিমা বলে, মাইয়ালোকের আবার হিগনের কাম কি? আমাগো কাম ত পুরুষপোলাগো নিচে হুইয়া প্যাড বানান।

ফজু বলে, সই, আমার মার আবার প্যাড অইছে। আমরা ছয়ডা ভাইবইন, তারপর আবার মার প্যাড অইছে, লরতে চরতে পারে না।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, পর্দা হইল ইসলামের আসল কথা, ইসলাম হইল পর্দা, যেই নারী পর্দা করে না সেই নারী পতিতা, সেই নারী ব্যাশ্যা, সেই মেয়েলোক বারাঙ্গনা। হে মোছলমান ভাইরা, আপনারা কি পতিতা লইয়া ব্যাশ্যা লইয়া বারাঙ্গনা লইয়া সংসার করিবেন?

শ্রোতারা বজ্রকণ্ঠে বলে, না, নাউজুবিল্লাহ।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, নারীদের জন্যে বেগানা পুরুষের সামনে পাতলা কাপড় পরিয়া যাওয়া হারাম, যাহাতে শরীর দেখা যায়। নারীর শরীর কেমন, হে মোছলমান ভাইরা আপনারা জানেন, বেগানা পুরুষ যদি তাহা একটুও দেখে তাহলে তাহার মাথা ঠিক থাকিতে পারে না। ইহাতে পুরুষের কোনো দোষ নাই, সব দোষ নারীর। নারীর দেহ মুক্তার মতন, পুরুষ তাহা দেখিলে পাগল হইবেই, এইজন্যে নারীর দেহকে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, মুক্তা যেমন ঢাকা থাকে ঝিনুকের মইধ্যে; নারীর দেহ হইল সোনার অলঙ্কারের মত, তাহা বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে সিন্দুকের মধ্যে, চোরে তাহা দেখিলে চুরি করিয়া লইয়া যাইবে, আপনার সোনা অন্যে ভোগ করিবে।

রহিমা বলে, আমরা আবার মুক্তা হইলাম কবে?

ময়না বলে, এই যে ময়লানা সাব কইল।

ফুলি বলে, এই কইল আমরা শয়তান আবার অহন কয় আমরা মুক্তা।

ফজু বলে, আবার কয় আমরা সোনার অলঙ্কার, সিন্দুকে বন্দ কইর‍্যা থুইতে অইব, এইগুনি অইল আমাগো আটকাইয়া রাকনের ফন্দি।

ময়না বলে, তাইলে আমি বরকিগুনি খেতে দিতে যাইতে পারুম না?

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, বেগানা পুরুষের সামনে মাথা খোলাও হারাম, তাহাতেও পাপের শেষ নাই। হে মোছলমান ভাইরা, নারীর যে লম্বা ঢেউ খেলাইন্যা চুল দেখিয়া আপনারা পাগল হন, শয়তানও তাহা দেখিয়া পাগল হয়, নারীর মাথা খোলা রাখিলে চুলের ভিতর দিয়া নারীর ভিতরে শয়তান ঢোকে, সেই কারণে নারীর মাথা সব সময় ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

ময়না বলে, সই, আমরা ত মাতা খোলাই রাকি, কই শয়তান ত ঢুকতে দ্যাকলাম না।

রহিমা বলে, ময়লানাডা শয়তান ছারা আর কিছুর কতা জানে না, চাইরদিকে ব্যাডা খালি শয়তান দ্যাহে, তার চোকে দুনিয়াডা শয়তানে ভরা।

ফজু বলে, কত জায়গা আছে ঢোকনের, তয় শয়তানের চুলের ভিতর দিয়া ঢোকার কাম কি? আর জাগা পাইল না? চুলের ভিতর ছিদ্রি আছে নি?

তারা কথা বলে, কিন্তু ভয়ে তাদের রক্ত কাঁপতে থাকে।

তারা আগে জানতো না তারা এতো খারাপ, তাদের নিজেদের তো কখনো খারাপ মনে হয় নি।

তাদের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে উঠতে থাকে।

তারা শয়তানের ছোঁয়া বোধ করতে থাকে।

তারা অবোধ্য ভয় পেতে থাকে।

তাদের শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, হে মোছলমান ভাইরা, মমিন মোছলমান ভাইরা, আপনারা খুশবু পছন্দ করেন, ইহা ভাল কথা, ইহা ছোয়াবের কাজ, আমাদের পেয়ারা নবিজি (দ)ও খুশবু পছন্দ করিতেন, আর মেয়েলোকেরা খুশবু আরো বেশি পছন্দ করে, আর আজিকাল বেদ্বিন মেয়েলোকেরা বিলাতি খুশবু লাগাইয়া স্বামীর থেকে পরপুরুষের কাছে যাইতে বেশি পছন্দ করে, নাউজুবিল্লাহ।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, তাহারা অবশ্যই দোজগে যাইবে; মেয়েলোকের জন্যে খুশবু লাগাইয়া বেগানা পুরুষের সামনে যাওয়া হারাম, ইহাতে পুরুষের কাম জাগিয়া উঠে, দুইজনেরই চরিত্র নষ্ট হইয়া যায়, দুইজনের জন্যেই ৭০ লক্ষ বছর হাবিয়া দোজগে বাসের পথ খোলা হইয়া যায়। মোছলমান

ভাইরা, আপনারা লক্ষ রাখিবেন যাহাতে আপনাদের পরিবার, আপনাদের কন্যারা, আপনাদের পুত্রবধুরা খুশবু লাগাইয়া বাহিরে না য়ায়।

ময়না বলে, সই, খুশবু কি?

রহিমা বলে, সই, খুশবু অইল সেইন্ট।

ময়না বলে, অইডা লাগান যাইব না? বাবায় ত হেই দিন আমারে একটা সেইন্ট কিন্যা দিছে।

ফজু বলে, অইডা লাগাইয়া বাইরে যাইঅ না। শয়তান আইয়া তোমার উপর লাফাই পরবো, শয়তানের জাতায় বাচবা না।

ময়না বলে, সেইন্ট লাগাইয়া ঘরে হুইয়া থাকুম?

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, হে মোছলমান ভাইরা, আজিকাল জেনা বাড়িয়া গিয়াছে, জেনাকারিণী বাড়িয়া গিয়াছে, চারিদিকে জেনা চলিতেছে, কাফেরদের দেখিয়া মোছলমানেরা জেনা করিতেছে, জেনা হইল কবিরা গুনাহ, ইহার বড় আর পাপ নাই।

ময়না জিজ্ঞেস করে, অই ফুলি, এইডা আবার কি? জেনা কারে কয়? আমাগো বইতে জেনার কতা নাই।

ফজু বলে, ফরিদ ছাররে জিগাইতে অইব জেনা কারে কয়।

রহিমা বলে, এইডা ছাররে জিগাইতে যাইও না।

ফুলি বলে, ক্যা জিগামু না?

রহিমা বলে, সইরা, তরা ত দ্যাহি কিছুই জানছ না, তরা ত দ্যাহি অহনও পোলাপান রইয়া গ্যাছছ, আর তগো সামনের দিকে নাইরকলের মতন বুক ফুইল্যা ওটছে।

ময়না বলে, দুদের লগে জেনার কি সমন্দ?

রহিমা বলে, অনেক সমন্দ।

ফজু বলে, তুই জানছ নি, সই? জেনা কারে কয়?

রহিমা বলে, হ, আমি ভাবিছাবের কাছে হুনছি।

ফুলি বলে, কি হোনছছ?

রহিমা বলে, শরম লাগে, সই, হেই কতা আমি কইতে পারুম না।

ময়না বলে, শরম লাগে ক্যা? এইডা কি শরমের কতা?

রহিমা বলে, হ, খুব শরমের, মোক দিয়া কওন যায় না, এইডা আকামের কতা, ভণ্ড কতা।

ফজু বলে, সই, চুপ্পে চুপ্পে ক, আমরা হুনি।

রহিমা বলে, জেনা অইল আকাম।

ময়না বলে, কি আকাম?

অন্যরা সবাই একবার খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে।

ফুলি বলে, বিয়া অইলে বুজতে পারবা স্বামীরা কি আকাম করে, তোমার ভিতর একটা লাড়ি হান্দাইয়া দিব।

রহিমা বলে, বিয়া অইলে স্বামীরা বউগো লগে রাইতে যেই আকাম করে, হেই আকাম, তয় বিয়া অইলে অইডা আকাম না, তহন অইডা জেনা না, তহন অইডা ছহবত, তহন অইডা করলে এক রাইতে কোডি কোডি ছোয়াব অয়।

ময়না বলে, তাইলে আবর কোনডা জেনা?

রহিমা বলে, বিয়া ছারা আকাম করলে তারে জেনা কয়, অই যে পশ্চিম পাড়ার করিম ভাই আর সালেহা বুজি বিয়ার আগে করছিল, সালেহা বুজির প্যাড অইয়া গ্যাছিল, গোলমাল অইছিল, অইডা অইল জেনা।

ময়না বলে, তাগো ত ভাব অইছিল।

রহিমা বলে, ভাব অঅন হারাম, বিয়া ছারা আকাম করন জেনা। এইর লিগাইত এত গোলমাল অইল।

ময়না বলে, আউ, বিয়া অইলেও আমি আকাম করুম না।

রহিমা বলে, না কইর‍্যা পারবা নি? তাইলে পুরুষপোলারা তোমারে বিয়া করব কিয়ের লিগা? বিয়া কইর‍্যা কি তোমারে ধুইয়া খাইব? অই আকাম করনের লিগাইত পুরুষপোলারা বিয়া করে।

ময়না বলে, আউ, আমি আকাম করুম না।

ফজু বলে, না করলে পোলামাইয়া অইব ক্যামনে?

ময়না বলে, বিয়া অইলে আকাম ভাল অইয়া যায়?

রহিমা বলে, হ, তহন ত আর আকাম থাকে না, বিয়ার পর যত আকাম করবা তত ছোয়াব অইব, লাক লাক ছোয়াব অইব, একবার করলে ৭০ লাক ছোয়াব অইব, এইর লিগাই ত পুরুষপোলারা খালি আকাম করে, এক রাইতও বাদ দেয় না, রাইত ভইর‍্যা ছোয়াব কামাই করে। আমার বুজিরে বিয়ার পর আকাম করতে করতে দুলাভাই মাইর‍্যা হালাইছিল। ডাক্তর দ্যাহাইতে অইছিল।

ময়না বলে, আমার ডর লাগতে আছে।

রহিমা বলে, তয় আগে করতে পারবা না, জেনা করলে ইড মাইর‍্যা পাতর মাইর‍্যা মাইর‍্যা হালানের নিয়ম আছে। সৌদি আরবে কত মাইয়ারে প্রত্যেক বচ্ছর পাতর ছুইর‍্যা মাইর‍্যা হালায়।

ওরা সবাই ভয় পায়।

ময়না বলে, অই আকাম করনের আমাগো কাম নাই।

ফুলি বলে, আমি বিয়াই বহুম না।

রহিমা বলে, বাপে যহন ঠিক করব, তহন না বইয়া পারবা?

ময়না বলে, বিয়া বহনের কি দরকার?

ফুলি বলে, নাইলে আমরা খামু কি? বাপভাই ত আর হারাজীবন খাওয়াইব না, তারা আমাগো তুইল্যা দিব একটা মাইনষের কাছে, হে আমাগো খাওয়াইব পরাইব আর রাইতে আকাম করব।

ময়না বলে, আমি নিজেই রুজি কইর‍্যা খামু।

রহিমা বলে, হেই পত কি আমাগো আছে? আমরা কি আমরিকা ইংলন্ডের মাইয়া নি যে নিজে রুজি কইর‍্যা নিজে খামু?

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, মোছলমান ভাইরা, আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন জেনা এক রকম, পরপুরুষ আর পরমেয়েলোকে আকাম করলে জেনা হয়, কিন্তু জেনা এক রকম না।

রহিমা বলে, হোন সইরা, জেনাও অনেক রকম, আমাগো বাংলা ব্যাকারনের কারক আর সমাসের মতন, মনেও রাকতে পারি না।

ফুলি বলে, ভাল কতা কইছছ, রহিমা, সমাসেও দুইডা লাগে, জেনা করতেও দুইডা লাগে। আমার জেনা করতে ইচ্ছা অইতে আছে।

ময়না বলে, সই, কার লগে করবি?

ফুলি বলে, নিজের লগেই করুম।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, হাদিস শরিফে তিন রকম জেনার কথা বলা হইয়াছে।

শুনে ভক্তরাও একটু চমকে ওঠে।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, প্রথম জেনা হইল চোখের জেনা, ভিন পুরুষের জন্যে কোন ভিন আওরতের দিকে দৃষ্টি করাকে চোখের জেনা বলা হইয়াছে, পুরুষ আর নারী চোখ দিয়াও জেনা করিতে পারে, নাউজুবিল্লাহ।

ময়না বলে, তাইলে আমি অনেক জেনা করছি।

ফজু বলে, কার কার লগে করলি?

ফুলি বলে, তাইলে আমিও অনেক জেনা করছি, একটা জাউল্যার লগে, একটা রাক্কলের লগে, একটা দুলাভাইর লগে, একটা ছারের লগে।

ওরা হাসে, এবং ভয় পায়।

ওরা ভয় পায়, এবং হাসে।

জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, দ্বিতীয় জেনা হইল দিলের জেনা, দিল দিয়াও নারীপুরুষ জেনা করিতে পারে। পরপরুষ আর পরমেয়েলোককে চিন্তা করাকে দিলের জেনা বলা হইয়াছে। মোছলমান ভাইরা, পুরুষ আর নারী

আগুন আর বারুদের মত, আপনারা সাবধান হইয়া যায়, আগুন আর বারুদ এক জায়গায় রাখিবেন না, তাহা হইলে তাহারা এটম বমের মত ফাটিবে, তাহাতে সকল কিছু পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে।

ফুলি বলে, তাইলে আমি দিলের জিনা করছি।

ময়না বলে, কার লগে, সই?

ফুলি বলে, তার নাম অহন কমু না।

জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, মেয়েমানুষ কখনও ভিন পুরুষের মোকাবেলা করিবে না, যদি কোনো মেয়েলোক ভিন পুরুষের সঙ্গে মোকাবেলা হইয়া কথাবার্তা বলে, তাহা হইলে এক একটি করিয়া গোনাহের ফলে কম পক্ষে ৭০ হাজার বৎসর করিয়া দোজগের আগুনে জ্বলিতে হইবে। হে মোছলমান মেয়েলোক, তোমরা সাবধান হইয়া যাও। হে মোছলমান ভাইরা, ভিন পুরুষের মোকাবেলা হইলে চোখের জেনা হয়, দিলের জেনা হয়, তাহার পর দেহের জেনা হয়; মেয়েলোক আর পুরুষ একখানে হইলে জেনা না হইয়া পারে না।

জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা, জেনা।

ওরা কাঁপতে থাকে, কালো হয়ে যেতে থাকে।

ওদের মনে হয় ওদের ছিঁড়েফেড়ে ফেলছে পরপুরুষরা।

পুরুপুরুষের সামনে ওরা ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা কতো পরপুরুষ দেখেছে, তার হিশেবে নাই; তাহলে তাদের সঙ্গে ওদের চোখের জেনা হয়েছে? দিলের জেনা হয়েছে?

না, দেহের জেনা হয় নি, কিন্তু হ'তেও তো পারতো।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, হে মোছলমান মেয়েলোক, যদি আল্লাপাকের আজাব হইতে তোমরা বাঁচিতে চাহ এবং বেহেস্তে যাইতে চাহ, তাহলে তোমরা কখনও বেগানা পুরুষের মোকাবেলা হইয়া কথাবার্তা বলিবে না। বেগানা পুরুষের সঙ্গে মোকাবেলা কথাবার্তা হারাম, কবিরা গুনাহ।

রহিমা বলে, তাইলে আমাগো গুনার শ্যাষ নাই, আমাগো দ্যাহ চুল মোক বুক মাজা পিড গুনায় ভইর‍্যা গ্যাছে।

ফজু বলে, কত ব্যাগানা পুরুষের লগেই ত কতা কইছি, ব্যাগানা পুরুষের লগে কতা কইতে আমার ভাল লাগে।

ময়না বলে, ছাররা আমাগো ব্যাগানা পুরুষ না? ছারগো লগে ত কত কতা কইছি, তাইলে ছারগো লগে জেনা করছি?

ফুলি বলে, হ, বাপ, ভাই ছারা হগলেই ব্যাগানা, মওলানার কতায় ত আমরা

কত মাইনষের লগে জেনা করছি।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, মোছলমান নারীর অলঙ্কার হইতেছে লজ্জা শরম হায়া। যে-নারীর লজ্জা নাই, সে মোছলমান না। বকরির লেজ ৪ আঙ্গুল তাহা দিয়াও বকরি তাহার লজ্জাস্থান ঢাকিয়া রাখে, আর কুকুরের লেজ ১ হাত লম্বা, তাহা দিয়াও সে লজ্জাস্থান ঢাকিয়া রাখিতে জানে না। কারণ তাহার লজ্জা নাই। লজ্জা শরম হইল নারীদের সবচেয়ে সুন্দর গহনা, যাহার শরম নাই তাহার ঈমান নাই।

ফুলি বলে, ছি ছি, এই বতা হোনতেও শরম লাগে, আর মওলাডা ব্যাডা মাইক লাগাইয়া এই কতা কয় ক্যামনে?

ফজু বলে, আর আমাগো বাপচাচারা হোনে ক্যামনে?

রহিমা বলে, আমরা বুজি কুত্তা? লজ্জাস্থান খুইল্যা রাস্তায় রাস্তায় আডি?

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, হে বেপর্দা নারীগণ! তোমরা কি মরিবে না, তোমরা কি মনে করিতেছ তোমরা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে? তোমরা কি ভাবিতেছ ইস্কুলে কলেজে ইনভার্সিটিতে সিনেমা হলে নিউমার্কেটে বিউটি পার্লারে গেলেই তোমাদের জীবন ভরিয়া উঠিবে?

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, তোমরা কি কবরে যাইবে না? কবরে তোমাদের যাইতেই হইবে, আর হে বেপর্দা বেদ্বিন মেয়েলোকেরা, সেই দিন তোমরা টের পাইবে, তোমরা কবরে যাওয়া মাত্র আগুনের গুর্জ দ্বারা মাইরপিট শুরু হইয়া যাইবে, ৯৯টা অজগর সাপ আসিয়া তোমাদের কবর ভরিয়া যাইবে, তাহার মধ্যে আবার দাউদাউ করিয়া আগুন জ্বলিবে। তাই হে বেপর্দা মেয়েলোকেরা তোমরা সাবধান হইয়া যাও।

ময়না বলে, কবরে অজগরও আইব?

ফজু বলে, খালি সাপ না, দাউদাউ কইর‍্যা আগুনও জ্বলব?

রহিমা বলে, দাহ, আগুনে খালি আমরা পুরুম, অই অজগরগুনি পুরব না?

ফুলি বলে, অই হানে সব কিছুই আগুন দিয়া বানাইন্যা, সাপগুনিও আগুনের অইব, আগুনে ত আগুন পুরব না।

ময়না বলে, আল্লাগো, এত সাজাও তুমি জান।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, হে বেপর্দা নারীরা, পুরুষদের তোমরা ইশারা দিয়া জেনার পথে ডাকিয়া আন, তোমরা পাপিষ্ঠা, আর পুরুষদের তোমরা পাপের পথে টানিয়া আন। তোমরা যদি ঘরে থাকিতে, বাহিরে না যাইতে, পুরুষরা যদি তোমাদের দেহের ডাক না শুনিত, তাহলে তাহারা জেনা করিত না; তোমরাই তাহাদের জেনার নরকে টানিয়া আন।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, হে বেপর্দা নারীরা, মনে রাখিও যেসব মেয়েলোকেরা জেনা করিবে তাহাদের দুই চক্ষু পুরুষ লিঙ্গের ছুরত হইবে

আর জেনাকার পুরুষগণের চক্ষু দুইটি মেয়েলোকের শরমগাহের ছুরত হইবে, এইরূপে হাশরের দিনে সকলের পাপ প্রকাশ হইয়া যাইবে, কাহারও পাপ গোপন থাকিবে না।

ফজু বলে, আমরা পুরুষগো ডাইক্যা আনি?

রহিমা বলে, হ, আমাগোই সব দোষ; অই যে খাচ্চরডা আমার দুদে খাবলা দিছিল হেইডারে ত আমিই তু তু কইর‍্যা ডাইক্যা আনছিলাম।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, বেপর্দা নারী আর পুরুষকে দাইউছ বলে, দাইউছের স্থান হইবে জাহান্নাম।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, তিন নম্বর জেনা, আসল জেনা হইল সঙ্গম। বিয়া ছাড়া নারীপুরুষের সঙ্গম হইল আসল জেনা, ইহা কবিরা গুনাহ। ইহার পাপের কোনো মাফ নাই। যেই নারী আসল জেনা করিবে, তাহাকে পাথর মারিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে।

ওরা ভয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে।

জেনা, জেনা।

ওদের মনে হয় ওরা লাখ লাখ বছর ধ'রে জেনা করছে।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, মেয়েলোকেরা যদি পুরুষদের উপর বেহুদা দোষের বোঝা না চাপাইয়া নিজের শরীরকে ঢাকিয়া বোরকার আড়ালে রাখিয়া চলাফেরা করে, তবে কোনো ক্ষতি হইতে পারে না, তাহা হইলে জেনা হইতে পারে না, জেনার আসল দোষ নারীর।

জেনার আসল দোষ নারীর, জেনার আসল দোষ নারীর, জেনার আসল দোষ নারীর, জেনার আসল দোষ নারীর, জেনার আসল দোষ নারীর।

ওরা কাঁপতে থাকে, কারণ ওদের শরীর কাঁপার থেকে আর কোনো উপায়ে ভয় প্রকাশ করতে পারে না।

// বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, আজিকাল মেয়েদের ইস্কুলের সামনে কলেজের সামনে রাস্তায় বাজারে ইনভার্সিটিতে মস্তানদের যে উৎপাত দেখা যায় উহার জন্যে নারীরাই দায়ী, মেয়েলোকেরাই দোষী। সাজিয়াগুজিয়া মাথার চুল পাকাইয়া, প্যাট, দুধ দেখাইয়া, ডানা, গলা, বাহির করিয়া মাজা দুলাইয়া পাছা কাপাইয়া তাহারা হাঁটিবে চলিবে ঘুরিবে, তাহাদের দেহ কাঁপিবে, আর পুরুষেরা তাহা দেখিয়া উত্তেজিত হইবে না, এমন তো আর হইতে পারে না। তাহাদের দেহ দেখিলে কে ঠিক থাকিতে পারে, হে মমিন ভাইরা?

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, এই বেহায়া বেপর্দা মেয়েলোকেরা

দেহ দেখাইয়া পুরুষদের উশকানি দেয়। তাহাদের জন্যে ৭০ লক্ষ বছর দোজগের আগুন জ্বলিবে।

রহিমা বলে, হোনছ সইরা, আমরাই দায়ী।

ফজু বলে, হ, আমাগোই সব দোষ।

ময়না বলে, আমাগো বুক না অইলেই ভাল অইত, খাচ্চরা প্রথমই আমাগো বুকের দিকে চোক বর বর কইর‍্যা চায়।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, সাবধান, শয়তান সব সময় মানুষের মধ্যে ঘুরিতে থাকে, যখনই বেগানা মেয়েলোক পুরুষ একে অন্যের মোকাবিলা হয়, তখনই শয়তান মাঝখানে বসিয়া উভয়ের গলায় হাত রাখিয়া প্রেমের সাগরের পানি বৃদ্ধি করিয়া দেয়, ঢল নামাইয়া দেয়। সেই সময় তাহাদের আর হায়া, শরম কিছুই থাকে না।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, একবার জেনা করিলে উভয়কেই ৭০ হাজার বৎসর করিয়া জাহান্নামের আগুনে জ্বলিতে হইবে।

ময়না বলে, হোন, সইরা, ময়লানা সাব কি কয়?

ফজু বলে, কাইল আমি গলায় দড়ি দিমু।

ফুলি বলে, আমার আজাব শুরু অইয়া গ্যাছে।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, এই সময় মেয়েলোকটার উপর শক্ত আজাব শুরু হইবে। জেনাকারিণীকে যখন দোজগে নিয়া উপস্থিত করা হইবে তখন আগুন দ্বারা তাহার পেটের মধ্যে একটি সন্তান তৈয়ার করা হইবে। অল্প সময় পরে উহা বড় হইয়া পেট ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইবে এবং প্রসব বেদনা আরম্ভ হইবে।

ময়না বলে, মাগো।

রহিমা বলে, এক্কেবারে আগুনের পোলা বানাইব, কি যে চিক্কইর পারতে অইব।

ফজু বলে, অই হানে সব কিছুই আগুন দিয়া বানায়, আগুন ছারা কতা নাই।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, বেদনার চোটে এমন ভীষণ চিৎকার করিতে থাকিবে যাহাতে দোজখিরা নিজেদের আজাব অপেক্ষা চিৎকারের দরুণ বেশি হয়রান হইয়া পড়িবে। তখন দোজখের কতক ফেরেশতা জেনাকারিণীর হাত, পা খুব শক্ত করিয়া বান্ধিয়া সন্তানের গলায় লোহার ছিকল লাগাইয়া উহাকে বাহির করিবার জন্যে টানাটানি খিসাখিসি শুরু করিয়া দিবে। কিন্তু কিছুতেই সন্তান বাহির হইবে না। বজ্জাত জেনাকারিণীকে ঐরূপ চেঁচাইতে থাকিবে। যখন তাহার আজাবের মেয়াদ ৭০ হাজার বৎসর শেষ হইবে তখন ঐ সন্তানও বাহির হইবে (নাউজুবিল্লা)।

ফজু বলে, এত টানাটানি লাগব ক্যা?

রহিমা বলে, দোজগে ত ডাক্তর নাই।

ফুলি বলে, হেই হানে লোয়ার ছিকলও আছে?

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, সৌদি আরবের একটি মেয়েকে বিবাহ করিতে হইলে এক লক্ষ দেড় লক্ষ দুই লক্ষ রিয়াল ক্যাশ দিতে হয়, কারণ সৌদি আরবের মেয়েরা বোরকার ভিতরে থাকে, যেই জিনিশ উপর পর্দা থাকে, লেবেল থাকে, তাহার দাম বাড়িয়া যায়, বাংলাদেশের মেয়েদের আগে দাম ছিল যখন তাহারা বোরখার ভিতরে থাকেত, এখন তাহারা বোরখার বাহিরে চলে গেছে এই জন্য দাম নাই ইজ্জত নাই।

ফজু বলে, ময়লানা সাব প্যাকেটের কতা কইতে আছে, চকচইক্যা প্যাকেট, আমাগো প্যাকেটে ভইর‍্যা রাখন লাগব।

ফুলি বলে, হোনছি সৌদি আরবে প্রথম মাইয়াগো বিয়া অয় বুরাগো লগে, যাগো তিন চাইরডা বৌ আছে? তারা খালি তালাক দ্যায়?

রহিমা বলে, প্যাকেট ছিররা জুদি দ্যাহে মালডা ভাল না, তহন আরেকটা ভাল প্যাকেট দেইখ্যা মাল কিনে।

ময়না বলে, ভাল অইছে, আমরা সৌদিতে না অইয়া এই হানে অইছি। অত বোরকা পইর‍্যা আমি থাকতে পারুম না।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, মেয়েলোক হইতেছে পুরুষের জন্যে, পুরুষের ভোগের জন্যে, সেই মেয়েলোকই ভাল, যার যৌবন আছে। তরুণী দেখিলে, তাহার সঙ্গে থাকিলে বুড়া স্বামীও তরুণ হইয়া ওঠে, তরুণী বিবির সহবাসে স্বামীর গায়ের বল মনের বল সবই বাড়িয়া যায়।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, যে স্ত্রীকে দেখিতে ভাল লাগে না, পছন্দ হয় না, তাহার সঙ্গে সহবাস করিলে আস্তে আস্তে ধাতু ক্ষীণ হইয়া আসে, পুরুষের জীবন শেষ হইয়া আসে। সেই জন্যে পুরুষের যুবতী বিবি দরকার, তাই চারিটি বিবি দরকার; বিবিদিগের বয়স বাড়ে, তাহারা যৌবন হারায়, কিন্তু মর্দ পুরুষের বয়স বাড়ে না, তাহাদের শক্তি কমে না।

ময়না বলে, আল্লাগো, বুরা স্বামীর লগে আমি বিয়া বইতে পারুম না।

রহিমা বলে, ক্যান পারবা না? হোনলা না, ময়লানা সাব কইল পুরুষের যুবতী বিবি দরকার, মর্দ পুরুষের বয়স বারে না, শক্তি কমে না?

ফজু বলে, মিছা কতা, থুরথুইরা পুরুষেরও বুজি শক্তি কমে না?

ময়না বলে, বুরার শরিলের গন্দ আমি সইষ্য করতে পারুম না, বুরা মানুষ দ্যাকলেই আমার নাকে গন্দ লাগে।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, আল্লাতাআলা মমিন মোছলমানের জন্যে বেহেস্তে এইজন্য হুর রাখিয়াছেন; এক একজন পুরুষ বেহেশতের মধ্যে ৭০/৭২টি করিয়া হুর পাইবেন। একদিকে দুনিয়ার স্ত্রী আরেকদিকে সেই হুরগণ

থাকিবেন। দুনিয়াতে মেয়েদের যতই বিয়ে হোক, বেহেশতে গিয়ে আল্লাহ যে স্বামীর সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবেন তাহার সঙ্গেই তাহার বাস করিতে হইবে।

রহিমা বলে, হোন কি কয়?

ময়না বলে, সই, হুররা মাইয়ালোক? একেকটা পুরুষ ৭০/৭২টা কইর‍্যা ভেস্তের মাইয়ালোক পাইব?

ফজু বলে, হ, দিনরাইত তাগ লইয়া আকাম করব।

ফুলি বলে, হেই হানে ত আর কাম নাই, ধান কাডা নাই খ্যাতে নাঙ্গল দেওয়া নাই মাছ ধরন নাই গরুর ঘাস কাডা নাই মাস্টারি নাই অফিশ আদালত নাই, হুর লইয়া খালি ফুর্তি।

ময়না বলে, কাজকাম না কইর‍্যা খালি ফুর্তি করতে কি ভাল লাগব?

রহিমা, অইডাই অইল হেইহানের কাম।

ময়না বলে, আমাগো না কি অন্য স্বামীর লগে বিয়া দিব?

ফজু বলে, তাইলে মজাই অইব, একটা পুরুষের লগে এইকালেও থাকুম হেইকালেও থাকুম ভাবলে আমার দম বন্দ অইয়া আহে।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, বেহেশতি পুরুষ এক সময়েই স্ত্রী ও হুরগণের সঙ্গে সঙ্গম করিবেন, কিন্তু তবু তাহাদের শরীর দুর্বল হইবে না, বরং যতই সঙ্গম করিবেন ততই তাহাদের শরীরের কান্তি ফুটিয়া উঠিবে, আর তাহাতে তাহারা জাগতিক সঙ্গমের চেয়ে ৭০ গুণ বেশি স্বাদ পাওয়া যাইবে।

শ্রোতারা উল্লসিত হয়ে ওঠে, চারদিকে সুখের বন্যা বয়ে যায়।

তাদের চোখের সামনে হুরপরিরা বিদ্যুতের মতো ঝলমল করতে থাকে।

তাদের অসুস্থ ভাঙাচোরা বিকল শরীরগুলো শক্ত হয়ে ওঠে।

৭০গুণ বেশি স্বাদের আস্বাদে তারা ঘুমিয়ে পড়তে চায়।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, বেহেশতের হুরের কাছে দুনিয়ার মেয়েলোক চাকরানির সমান।

রহিমা বলে, হোনছ, আমরা হুরগো কাছে চাকরানির সমান।

ফুলি বলে, তারা মনে অয় হিরোইনগো মতন।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, বেহেশতের তাবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ মানব বা জিন কেউ তাহাদের ছোঁয় নাই, ইয়াকুত ও মণিমুক্তার মত সুন্দর উজ্জ্বল তাহাদের শরীরের রং। হুরের গর্দানে লেখা আছে– যে ব্যক্তি আমার মতন সুন্দরী রূপসী হুর লাভ করিতে চায়, তার কর্তব্য সে যেন আল্লাহতাআলার বন্দেগি করে। যে যত বেশি দরুদ পড়িবে সে তত বেশি হুর পাইবে। আল্লাহ বলিয়াছেন উহাদের আমি সঙ্গিনী দিব আয়তলোচনা হুর।

ময়না বলে, পুরুষপোলাগো লিগা কি সুন্দর বেবস্তা।

[library stamp]

ফজু বলে, আমাগো কি অইব?

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, হজরত ইমাম গাজ্জালি হুরদের সম্পর্কে বলিয়াছেন সেখানে অপ্সরার মত নারীরা আছে, আল্লাহ তাহাদের আলোকের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা মরকত ও প্রবালের মত। তাহাদের স্বামীরা যখনই তাহদের সঙ্গে সঙ্গম করিবে তখনই তাহাদের কুমারী দেখিতে পাইবে। তাহাদের গলায় থাকিবে নানা রঙ্গের ৭০টা করিয়া হার, কিন্তু সেইগুলি তাহাদের শরীরের একটি চুলের সমানও ভারি মনে হইবে না। যেমন কাচের গেলাসের লাল শরাব বাহির হইতে দেখা যায় তেমনি তাহাদের হাড্ডি, গোস্ত, চামড়া, গলার ভিতর দিয়া তাহাদের সারা দেহ দেখা যাইবে। তাহাদের মাথার চুল মুক্তা আর পদ্মরাগ মণির দ্বারা সাজান থাকিবে।

রহিমা বলে, তাইলে তারা হিরোইনগো থিকাও ফাইন।

ফুলি বলে, সব সোমই কুমারী থাকব কেমুন কইর‍্যা?

ফজু বলে, পুরুষপোলারা বুজব ক্যামুনে?

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, হে মমিন মোছলমান ভাইরা, আপনারা কি এই হুরের সঙ্গে ছোহবত করিতে চাহেন না? নিশ্চয়ই চাহেন, তাই আমি বলিতেছি আপনারা আল্লাতাআলার বন্দেগি করেন।

বেলায়েত মওলানা ওয়াজ করতে থাকে, হে মমিন মোছলমান ভাইরা, আপনারা আপনাদের নারীদের পর্দার ভিতর রাখিবেন, তাহাদের বাহিরে যাইতে দিবেন না, পরপুরুষের মোকাবেলা করিতে দিবেন না, তাহাদের ইস্কুলে কলেজে ইনভার্সিটিতে যাইতে দিবেন না, সেইখানে শয়তান থাকে, শয়তানের ইঙ্গিতে সেইখানে তাহারা জেনা করিবে, তাহারা দোজগে যাইবে, সঙ্গে আপনারাও দোজগে যাইবেন।

ওরা তখন আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, ভয়ে ভয়ে পোড়া কয়লার মতো হয়ে গেছে, ওদের মাথায় শয়তান ঝুলছে, ওদের জগত অন্ধকার হয়ে গেছে। গভীরতম অন্ধকারে ওরা নিজেদেরও দেখতে পায় না।

ময়না বলে, সই, আমার ডর লাগতে আছে, ঘোম পাইতে আছে।

রহিমা বলে, এইর থিকা ঘোমানই ভাল, আর হুইন্যা কাম নাই।

ফুলি বলে, তাইলে আমরা ইস্কুলে যামু না?

ফজু বলে, কাইল থিকা আমাগো কপালে যে কি আছে আল্লাই জানে।

পরদিন থেকেই ওদের ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ওরা প্রতিবাদ করতে পারে না, নিজেদের ঘরে ব'সে কাঁদে।

ময়নার বাবা বলে, অ ময়না, তর আর ইস্কুলে যাওনের কাম নাই।

ময়না বলে, ক্যান, বাবা?

ময়নার বাবা বলে, মাইয়ালোকগো পর্দার ভিতর থাকন দরকার, মওলানা সাব

কইছে, ইস্কুলে গ্যালে গুনা অইব, শয়তানের লগে দ্যাহা অইব।

ময়না বলে, গুনা অইব না, বাবা। আমার ল্যাকাপরা হিগতে ইচ্ছা করে, বই পরলে কত কিছু হিগন যায়।

ময়নার বাবা বলে, যা হিগছ অইতেই অইব, মাইয়ালোকের বেশি ল্যাকপরা হিগনের কাম কি?

ময়না বলে, ল্যাকাপরা হিগ্যা আমি চাকরি করুম।

ময়নার বাবা বলে, ময়লানা সাব কইছে অইতে কবিরা গুনা অইব।

ময়নার মা বলে, মাইয়াডারে বইখাতা কিন্যা দিলাম, পরিক্কায় ময়না ভাল পাশ করছে, অহন অরে ঘরে বহাই রাকুম নি?

ময়নার বাবা বলে, ভেস্তদোজগের কতা তুমি বোজবা না, ময়নার আর ইস্কুলে যাইয়া কাম নাই, ময়নারে পর্দায় রাকতে অইব।

ময়নার মা বলে, তাইলে একগণ্ডা বরকা কিন্যা আন, মাইয়্যায় আর আমি বরকা ফিন্দা ঘরে বইয়া ছোয়াব কামাই করি।

ময়নার বাবা বলে, দিমু নে বরকা কিইন্যা।

ময়নার মা বলে, তাইলে তোমার এত মরার কাম কেডা করব? পুকইর থনে কেডা পানি আনব? গরুরে কে খইল দিব? তুমি কি জুলমত চাকলাদার নি যে তোমার বউ মাইয়া বরকা ফিন্দা থাকব?

ময়নার বাবা বলে, যা বোজ না তা লইয়া কতা কইও না।

ময়না কেঁদেছে, কিন্তু কান্নায় কিছু হয় না।

পর্দায় রাখার ব্যবস্থা অবশ্য হয় নি, শুধু ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় ময়নার, ও তার সইদের। তারা একলা কাঁদে, এবং এক সঙ্গে ব'সে কাঁদে।

ময়নার চোখ পড়ে তাকের ওপর রাখা বইগুলোর ওপর, তার প্রিয় বুকের ধন বইগুলোর জন্যে তার মায়া হয়, তার মনে হয় বইগুলোও তার মতো ছিঁড়েফেড়ে গেছে, তার বইগুলোও তারই মতো লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে।

অনেক ক্ষণ বইগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে ময়না একটি বই টেনে নেয়, তার হাতে উঠে আসে তার প্রিয় বাঙলা বইটি। তার শরীর শিউরে ওঠে, তার রক্ত ঝলমল ক'রে ওঠে, বইয়ের ভেতর থেকে ইছামতির স্রোত ঢুকতে থাকে তার শরীরে, ভোরের রোদ ঝিলিক দিয়ে ওঠে তার মাংসে, গুচ্ছ গুচ্ছ লাল নীল হলদে শাদা ফুল ফুটতে থাকে তার বুকে।

সে বইটি খোলে, তার চোখের সামনে চাঁদের আলোর মতো স্থির হয়ে থাকে একটি কবিতা, পূর্ণিমার চাঁদ সে দেখতে পায় বইয়ের পাতায়।

ময়নার মা দূর থেকে দেখে তার ময়নার মুখে একটা আলো দেখা দিয়েছে, যে-আলো আগে জ্বলতো তার মেয়ের মুখে, যা অনেক দিন তার মুখে ছিলো না। ময়নার মার চোখে জল আসে, দৌড়ে গিয়ে সে রান্নাঘরে ঢোকে।

ময়না মনে মনে কবিতাটি পড়তে থাকে।

কবিতাটির শব্দগুলো গুচ্ছ গুচ্ছ শিমুল ফুল হয়ে লাল লাল হয়ে শিমের ফুল হয়ে নীল নীল হয়ে গন্ধরাজ হয়ে ধবধবে শাদা শাদা হয়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে ফুটতে থাকে তার ভেতরে, গাছের পাতার সবুজ এসে তার মাংসকে সজীব ক'রে তুলতে থাকে, তার চামড়ায় ঘাস গজিয়ে উঠতে থাকে, পংক্তিগুলো তার ভেতরে বাঁশির সুর হয়ে একটানা বাজতে থাকে, কবিতাটির ভেতর থেকে একটা নাচ নূপুর বাজিয়ে বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঢুকতে থাকে তার হৃৎপিণ্ডে। তার রক্ত বেজে ওঠে, দূর থেকে ঢোলের শব্দ ভেসে এসে কাঁপতে থাকে তার শরীরে, একটি রাখাল দূরে বাঁশি বাজাতে থাকে, ইছামতির পারে কাশফুল দুলতে থাকে, খয়েরি বাদাম মেলে একটি নৌকো দূর থেকে দূরে চ'লে যেতে থাকে।

ময়না আর মনে মনে কবিতাটি পড়তে পারে না, কবিতাটি চুপ ক'রে থাকতে চায় না, কথা ব'লে উঠতে চায়, গান গেয়ে উঠতে চায়; ময়না শব্দ ক'রে কবিতাটি পড়তে শুরু করে, তার মাথা আর দেহ দুলে ওঠে।

ময়নার বাবা খেত থেকে ফিরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থেমে যায়, সে স'রে গিয়ে বেড়ার আড়ালে দাঁড়ায়, এবং শোনে ময়নার গলা থেকে বৃষ্টি ঝরছে।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক থেকে, সে আস্তে আস্তে নদীর দিকে হাঁটতে থাকে, বৃষ্টির শব্দ বাজতে থাকে তার কানে।

একটির পর একটি কবিতা পড়ে ময়না, তার মনে হয় পৃথিবীতে আছে শুধু কবিতা আর সে। কবিতাটি তাকে জীবন দিচ্ছে।

আমি আবার ইস্কুলে যামু, সে মনে মনে বলে, আবার আমি পরুম, কবিতা পরুম, অংক করুম, বিজ্ঞান পরুম।

আমি পরুম, ল্যাকাপরা শিকুম, চাকরি করুম।

নাইলে আমি বাচুম না, আমারে বাচতে অইব।

আমি বাচুম।

বই পরলে আমার মনে অয় আমি বাইচ্যা আছি, কত দিন ধইর‍্যা আমি বাইচ্যা নাই, আমি মইর‍্যা গ্যাছি।

আমি বাইচ্যা থাকুম।

আমি মরুম না।

তয় একটা দাও রাকতে অইব, বাচতে অইলে দাও ছারা অইব [illegible]

ইনেছ এসে দেখে ময়না সুর ক'রে দুলে দুলে কবিতা পড়ছে, চম[illegible] ইনেছ, এবং দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে ময়নাকে।

ইনেছ বলে, বুজি, তুমি কবিতা পরতে আছ?

ময়না বলে, হ, পরতে ভাল লাগতে আছে।

ইনেছ বলে, তোমার গলায় কবিতা হোনতে আমার ভাল লাগে, কত দিন

তোমার গলায় কবিতা হুনি নাই।

ময়না বলে, ময়নানার কতা হুইন্যা বাবায় ত আমার কবিতা পরা বন্ধ কইর‍্যা দিছে, ল্যাকাপরা বন্দ কইর‍্যা দিছে।

ইনেছ বলে, বাবার মাতা খারাপ অইয়া গ্যাছে, বাবার যে কি অইছিল, বাবায় ত এমুন আছিল না।

ময়না বলে, হগলেরই মাতা খারাপ অইয়া গ্যাছে আমাগো দ্যাশে।

ইনেছ বলে, হ, ছারগো মাতাও খারাপ অইয়া গ্যাছে।

ময়না বলে, আমাগো ইস্কুলডা অহন কেমুন আছেরে, ইনেছ?

ইনেছ বলে, তুমি যাও না বইল্যা অহন আমারও ইস্কুলে যাইতে মন চায় না, মনে অয় আমিও যামু না।

ময়না বলে, তর ত যাইতে অইবই।

ইনেছ বলে, বুজি, তুমিও যাইবা।

ময়না বলে, আমি খালি আমাগো ইস্কুলডারে দ্যাকতে পাই, টিনের চাল দ্যাহি, বড়গাচটা দ্যাহি, বেঞ্চি দ্যাহি, ব্যালাক বোড দ্যাহি।

ইনেছ বলে, ইস্কুলডারে অহন আমার আন্দার লাগে, ক্যালাশে বইয়া খালি তোমার কতা মনে অয়।

ময়না বলে, আমি আবর ইস্কুলে যামু, আবর পরুম।

ইনেছ বলে, তাইলে খুব ভাল অইব, বুজি, লও, কাইলই ইস্কুলে লও।

ময়না বলে, বাবায় কি আমারে ইস্কুলে যাইতে দিব?

ইনেছ বলে, তাইলে আমি আইজই বাবারে কমু।

ময়না বলে, তুই কইলে কি বাবায় হোনব? ফরিদ ছারে কতবার বাবারে বুজাইল, তয় বাবায় কি আমারে ইস্কুলে যাইতে দিল?

ইনেছ বলে, অহন দিব।

ময়না বলে, ছাররা আমার কতা জিগায়?

ইনেছ বলে, খালি ফরিদ ছারেই তোমার কতা জিগায়, আমারে জিগায়, অই ময়না [illegible] আছে?

ময়না বলে, তুই কি কছ, ইনেছ?

ইনেছ বলে, আমি মাতা নিচা কইর‍্যা চুপ অইয়া থাকি, আমার কান্দন আহে, কতা কইতে পারি না।

ময়না ইনেছকে জড়িয়ে ধরে, তার গালে আদর করে।

ময়না বলে, অই একটা ছারই ত মানুষ, আমারে কতবার দ্যাকতে আইল, আমারে কত সাহস দিল।

ইনেছ বলে, বুজি, তুমি আরেকটা কবিতা পর।

ময়না বলে, তর হোনতে ইচ্ছা অয়?

ইনেছ বলে, হ, বুজি।

ময়না একটি কবিতা পড়তে শুরু করে, তার বুকে আবার সুর ও ছন্দ জেগে ওঠে, আবার তার রক্তে বনের যতো ফুল ফুটতে থাকে, যতো ঘাস আছে, তারা ঘন সবুজ হয়ে তার মাংসের জমিতে জমিতে শিখা মেলতে থাকে।

ময়না ইনেছকে আদর করতে করতে বলে, কতকাল পর আমি বাইচ্যা উটলাম, আমি মইর‍্যা গ্যাছিলাম।

ইনেছ বলে, বুজি, তুমি মরবা না, তাইলে আমিও মইর‍্যা যামু।

সেদিন সন্ধ্যার পর তারা আসে ময়নাদের বাড়িতে; মাতবররা, তপাজ্জল মাতবর, ফজল মিয়া, এমনকি জুলমত আলি চাকলাদারও আসে, এবং আরো অনেকে। বেশ বড়ো একটা দল, একটা সাড়াই প'ড়ে যায় সারা বাড়ি জুড়ে; তপাজ্জল মাতবর বাড়িতে ঢুকেই জব্বর শেখকে ডাকতে থাকে নাম ধ'রে, তার ডাকের মধ্যেই সাড়া জাগানোর একটা ভাব আছে।

ময়নার বাবা গোয়াল ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের ঘরে নিয়ে বসায়, চেয়ারে টুলে জলচৌকিতে মোড়ায় পিঁড়িতে।

সাড়া পেয়ে পাশের বাড়ির ময়নার মার চাচি শাশুড়িও এসে উপস্থিত হয়। সে এদের সবাইকে চেনে, বয়সে সে এদের সবার থেকে বড়ো, এদের সঙ্গে তার মাঝেমাঝে দেখা ও কথা হয়, সে তাদের সঙ্গেই বসে।

তাদের ঘরের অন্য ভাগে, বেড়ার অন্য ধারে, অস্থিরভাবে ব'সে থাকে ময়নার মা ও ইনেছ; ময়না কোনো অস্থিরতা বোধ করে না, সে চুপ ক'রে ব'সে থাকে, তার ঘেন্না লাগতে থাকে।

তপাজ্জল মাতবর বলে, অ জব্বর, তোমার মাইয়ার এমুন একটা ঘটনা ঘইট্যা গ্যাল, তোমারে কত খবর দিলাম, তুমি একবারও গ্যালা না, হেইর লিগা আমরাই আইলাম, আমাগো ত একটা দায়দায়িত্ব রইছে।

জব্বর শেখ চুপ ক'রে থাকে, স্তব্ধতা তাকে ঘিরে ধরে।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, আমাগো লগে তোমার দ্যাহা করনের উচিত আছিল, দ্যাশে এমুন বেইসলামি কাম অইব, আর তার বিচার অইব না, এইডা ত অইতে পারে না। তোমার আমাগো কেছে যাঅনের উচিত আছিল।

জব্বর শেখ কথা বলে না, কথা বলে চাচি শাশুড়ি।

চাচি শাশুড়ি বলে, যাইয়া কি অইব, কও? জব্বর গ্যালে কি অইত?

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, বিচার অইত, এর বিচার করন লাগব না?

চাচি শাশুড়ি বলে, তোমরা কি এইডার বিচার করতে পারতা? হুনি যে দ্যাশ জুইর‍্যাই হারামিরা এই আকাম করতে আছে, তাগো কি বিচার অয়?

তপাজ্জল মাতবর বলে, দ্যাশের কতা জানি না, তয় আমাগো এই হানে

বিচার অইবই, নাইলে আমরা আছি কিয়ের লিগা?

চাচি শাশুড়ি বলে, কি বিচার করবা তোমরা?

তপাজ্জল মাতবর বলে, আকামডা কে করল হেইডা জানতে ত অইব, তাইলে আমরা তার বিচার করুম।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, তোমার মাইয়ারে জিগাইছ নি, হে চিনতে পারছে নি?

জব্বর শেখ বলে, না, জিগাই নাই।

চাচি শাশুড়ি বলে, বাপে কি এই কতা মাইয়ারে জিগাইতে পারে?

তপাজ্জল মাতবর বলে, হে নিজেও কিছু কয় নাই?

জব্বর শেখ বলে, মাইয়া ত আমার কতাই কয় না।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, তাইলে হে চিনে নাই?

চাচি শাশুড়ি বলে, চিনলে, নাম কইলে তোমরা বিচার করতে পারবা?

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, পারুম না ক্যা? নিচ্চই পারুম, তয় নাম ত আগে জানন দরকার।

চাচি শাশুড়ি বলে, অন্নপূন্যারে আর সীতারে যারা আকাম কইর‍্যা খুন কইর‍্যা হালাইল, তাগো তোমরা বিচার করতে পারছ?

তপাজ্জল মাতবর বলে, হেই দুইডা অইল মালাউনের মাইয়া, মালাউনের মাইয়াগো স্বভাব চরিত্র সব সোমই খারাপ, তাগো লইয়া আমাগো মাতা ঘামানর কি কাম?

চাচি শাশুড়ি বলে, ক্যা? মালাউন কি মানুষ না? তারা কি আমাগো এই হানের মানুষ আছিল না?

তপাজ্জল মাতবর বলে, অই কতা না তোলনই ভাল। মালাউনগো লইয়া আমাগো ভাবনের দরকার নাই, আমাগো ভাবন দরকার আমাগো লইয়া।

চাচি শাশুড়ি বলে, তাগো মাইয়া-বউগো নাশ করছে কারা? ঘরবাড়ি দখল করছে কারা? অহনও তাগো বাইরেতে গিয়া ডর দ্যাহাইয়া আকাম করে কারা? হেইডা কি মাইনষে জানে না? হেই বিচার কি তোমরা করছ?

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, মালাউনরা অইল বান্দির মতন, বান্দিরা আমাগো লিগা জায়েজ, তাগো লগে আকাম করলে দোষ নাই।

তপাজ্জল মাতবর বলে, এই সব কতা না কওনই ভাল। মালাউনগো যেই হানে যাওনের হেই হানে চইল্যা যাওনই ভাল।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, জব্বর মিয়া, তোমার মাইয়ারে জিগাই দ্যাহ, হে চিনতে পারছে কি না?

জব্বর শেখ বলে, মইর‍্যা গ্যালেও আমার ময়নারে আমি এই কতা জিগাইতে

পারুম না।

তপাজ্জল মাতবর বলে, তাইলে তোমার মাইয়ারে এইহানে আইতে কও, আমরাই তারে জিগাই।

চাচি শাশুড়ি বলে, জিগাইয়া কি কাম অইব? দ্যাশে বিচার আছে নি? দ্যাশ অহন খারাদরজালে ভইর‍্যা গ্যাছে।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, অরে আগে জিগাই দ্যাহন লাগব, ও চিনতে পারছে নি, তাইলেই ত বিচার অইব।

তপাজ্জল মাতবর বলে, তোমার মাইয়ারে আইতে কও, তুমি না পার আমরাই জিগাই, আমরা বিচার কইর‍্যা ছারুম।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, দুই পক্কেরই বিচার অইব, তোমার মাইয়াও দোষ করছে, তারও জেনা অইছে, জেনা কবিরা গুনা, জেনা করলে পাতর ছুইর‍্যা মারনের নিয়ম আছে।

জব্বর শেখ বলে, আমার মাইয়া কোন দোষ করে নাই, আপনে এই রকম কতা কইয়েন না।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, আমাগো নিয়ম ত তুমি ভাল কইর‍্যা জান না, এইর লিগা এই কতা কইতে আছ। জোর কইর‍্যা জেনা করলেও যারে জেনা করে তারও জেনা অয়, হেও দোষ করে, তারও কবিরা গুনা অয়।

চাচি শাশুড়ি বলে, জুলমত আলি তুমি কও কি? এই কতা কওনের লিগা তুমি এই হানে আছি নি?

ফজল মিয়া চুপ ক'রে ছিলো, সে এবার কথা বলে।

ফজল মিয়া বলে, অ, জব্বর, কতা বারাইয়া কাম কি? বিচার অইতে অইব, ময়নারে এই হানে আইতে কও, দ্যাহি ও কাউরে চিনছে কি না?

জব্বর শেখের মনে হয় ম'রে গেলেও সে তার ময়নাকে ডাকতে পারবে না, চাচি শাশুড়িও চুপ ক'রে থাকে, ময়নার মা ময়নার দিকে তাকাতে পারে না।

ময়না শুনছিলো, তার ঘেন্না লাগছিলো, লোকগুলোর মুখে থুতু ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে করছিলো তার। ময়না নিজেই ধীরেধীরে তাদের সামনে উপস্থিত হয়।

ময়না বলে, আমি আইছি।

ময়নাকে দেখে তপাজ্জল মাতবর থেকে জুলমত আলি চাকলাদার এবং অন্যরা চমকে ওঠে; তারা ভেবেছিলো একটা ভাঙাচোরা মেয়েকে তারা দেখবে, কিন্তু তাদের সামনে উপস্থিত হয় এক জীবন্ত সুন্দর। তারা সবাই বিব্রত বোধ করে, কোনো প্রশ্ন তাদের মুখে আসে না, মাথা নিচু ক'রে থাকে, শুধু জুলমত আলি চাকলাদার ময়নার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ময়না বলে, আমি আইছি, কি জিগাইবেন, জিগান।

তপাজ্জল মাতবর বলে, তোমারে যে আকাম করছে, তারে তুমি চিনছ নি?

ময়না বলে, একজন না চাইরজন।

ফজল মিয়া চমকে উঠে বলে, চাইরজন?

ময়না বলে, হ।

তপাজ্জল মাতবর বলে, মা, তুমি অইগুনিরে চিনছ নি?

ময়না কোনো কথা বলে না, তাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, আমাগো কও, তুমি অইগুনিরে চিনছ নি?

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ময়না বলে, হ, চিনছি।

ময়নার কথা শুনে তারা ভয় পায়, না চিনলেই ভালো হতো।

ফজল মিয়া বলে, মা, তাইলে তুমি তাগো নাম কও।

ময়না বলে, তাগো নাম আমি কমু না।

তপাজ্জল মাতবর বলে, চিইন্যা থাকলে কইবা না ক্যা, নাম কও, আমরা তাগো বিচার করুম।

ময়না বলে, আপনেরা তাগো বিচার করতে পারবেন না।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, তুমি কি কইর‍্যা বোজলা আমরা তাগো বিচার করতে পারুম না?

ময়না বলে, হেইডা আমি বুজি।

তপাজ্জল মাতবর বলে, আগে তুমি নাম কও, তারপর দ্যাহ বিচার করতে পারি কি না পারি।

ময়না বলে, আমি নাম কমু না।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, নাম ত তোমার কইতে অইব।

ময়না বলে, না, আমি নাম কমু না।

তপাজ্জল মাতবর বলে, ক্যা নাম কইবা না?

ময়না বলে, নাম কইলে কি অইব?

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, আমরা তাগো বিচার করুম।

ময়না বলে, আপনেরা তাগো বিচার করতে পারবেন না।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, তুমি নাম না কইলে এই পাপের লিগা একলা তোমার বিচার অইব, জেনার পাপ।

ময়না বলে, আমি পাপ করি নাই।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, আমাগো নিয়মে তুমিও পাপ করছ, জেনার পাপ করছ, কবিরা গুনা করছ।

ময়না বলে, আমি গুনা করি নাই।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, তোমার মতন ড্যাকরা মাইয়ার অই সাজের বেলা পাটখ্যাতে যাওনের কি কাম আছিল? দোষ ত তোমারই।

ময়না বলে, হ, দোষ আমারই।

তপাজ্জল মাতবর বলে, তুমি আমাগো লগে ব্যায়াদবি কইর‍্যা না।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, তুমি সাজের কালে পাটখ্যাতে গ্যাছিলা বইল্যাই অরা আকাম করছে। তুমিও জেনা করছ।

ময়না ধীরেধীরে তাদের সামনে থেকে চ'লে যায়।

তপাজ্জল মাতবর বলে, জব্বর দ্যাকলা, তোমার মাইয়া আমাগো লগে ব্যায়াদবি করল।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, এই মাইয়া জেনা করছে, তারে সাজা পাইতে অইব, এমন একটা ড্যাকরা মাইয়া পাটখ্যাতে অই সোম পাটখ্যাতে গ্যাল ক্যা?

চাচি শাশুড়ি বলে, জুলমত আলি, তোমার কতাবাত্রা আমার কেছে ভাল লাগতে আছে না।

জব্বর শেখ বলে, আমার মাইয়াডার জীবনডা নষ্ট অইয়া গ্যাল, আবর আপনেরা তারে সাজা দিতে আইছেন।

তারা চ'লে যায়, এবং তারা ময়নার বিচার স্থগিত রাখে; জব্বর শেখের আত্মীয়স্বজনেরাও খুব দুর্বল নয়, মেয়েটার বিচার করতে গেলে নানা গোলমাল দেখা দিতে পারে ভেবে তারা আর বিচারের কথা তোলে না।

তার পরদিনই ময়নার সইরা আসে ময়নার কাছে।

তারা ময়নার জন্যে নানা উপহার নিয়ে আসে। ফুলির গাছে আম পেকেছে, তার অনেকগুলো সে নিয়ে আসে সইয়ের জন্যে; ফজু নিয়ে আসে পাটিসাপটা পিঠে, রহিমা নিয়ে আসে নিজের হাতে শেলাই করা একটা ব্লাউজ। ময়না জড়িয়ে ধরে সইদের, তার হাসি দেখে সুখে ভ'রে ওঠে সইরা।

ফুলি বলে, সই, তুই দ্যাহি হিরোইনগো মতন সোন্দর অইতে আছছ, দেইক্যা ত আমিই পাগল অইয়া যাইতে আছি।

রহিমা বলে, তুই ত ময়নার পেরেমে পইর‍্যা আছছ ফাইভে পরনের সোম থিক্কাই, এইডা আর নতুন কতা কি?

ফজু বলে, তুই বুজি পরচ নাই?

রহিমা বলে, পুরুষপোলা অইলে আমিও পরতাম, ময়নারে বিয়া করতাম, আমার বউ বানাইতাম।

ফুলি বলে, আমি বুজি ছাইর‍্যা দিতাম?

ফজু বলে, আমি হুইয়া থাকতাম নি?

রহিমা বলে, আমাগো মইদ্যে খুনাখুনি অইয়া যাইত।

ময়না বলে, সই, তরা ত খুব মজার কতা কইতে আছছ, হোনতে আমার সুকই লাগতে আছে।

রহিমা বলে, অই শয়তানগুনি না কি কাইল আইছিল?

ময়না বলে, হ, আইছিল।

ফজু বলে, অইগুনি কি কইল?

ময়না বলে, আমি না কি জেনা করছি, আমার বিচার করব।

ওরা সবাই একসঙ্গে আর্তনাদ ক'রে ওঠে।

ফুলি বলে, সই, যেই হারামিরা আকাম করল, তাগো তুই চিনছছ নি?

ময়না বলে, হ, চিনছি।

রহিমা বলে, আমাগো কাছেও তুই অহনও তাগো নাম কইলি না।

ময়না বলে, নাম কইয়া কি অইব?

ফজু বলে, আমি অইলেও নাম কইতাম না।

ময়না বলে, তরা সাবদানে রইছ, হারামিগো তরা চিনছ।

ফুলি বলে, একটার লিগা আমাগো ইস্কুলে যাওন বন্দ অইয়া গ্যালো, আর অহন কুত্তারবাচ্চাগো লিগা আমাগো বাইরে যাওনও বন্দ অইয়া গ্যাছে।

রহিমা বলে, সই, তর কতা আমি হারাদিন ভাবি, কান্দন আহে, রাইতে বিছনায় হুইয়া কান্দি; আমার অইলে আমি গলায় দরি দিমু।

ময়না বলে, দরি দিবি ক্যা? আমি দরি দিছি নি?

ফুলি বলে, হ, সই, ঠিক কতাই কইছে।

ময়না বলে, হুয়রের বাচ্চারা আমাগো মোক চাইপ্পা ধইর্যা ভাইঙ্গাচুইর্যা হালাইব বইল্যাই আমাগো গলায় দরি দিতে অইব নি? আমরা কি দোষ করছি?

ফজু বলে, আমরা মাইয়ালোক হেইডাই আমাগো দোষ।

রহিমা বলে, কুত্তারবাচ্চাগো মা-বইন নাই? খিদা লাগলে মা-বইনের লগে হুইয়া শরিল ঠাণ্ডা করতে পারে না?

ময়না বলে, জাউর্যার পোগো কতা আর কইও না, সই। আমাগো হগলের আতে সব সোম একটা দাও রাকতে অইব।

রহিমা বলে, হ, আমরা সব সোম লগে একটা দাও রাকুম। কুত্তারবাচ্চাগো অইডা গোরায় থিকা কাইট্যা নিমু।

ওরা সবাই একটি ক'রে দা রাখতে শুরু করে, আর দা-ই হয়ে ওঠে ময়নার সবচেয়ে প্রিয় জিনিশ। ময়না সব কিছু স্বাভাবিকভাবে করতে থাকে, সে আরো সুন্দর হয়ে উঠতে থাকে, তার মা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে কাঁদতে থাকে, ময়না সকালে বিকেলে সন্ধ্যায় বই পড়তে থাকে, ইনেছের সঙ্গে গল্প করতে থাকে, পুকুর থেকে পানি আনতে থাকে কলসি ভ'রে, রান্না করতে থাকে মায়ের সঙ্গে, এবং তাদের সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে ধারালো দাটিকে মাঝেমাঝে ধার দিতে থাকে, নিজের বিছানার নিচে যত্ন ক'রে রাখতে থাকে।

তার মা ময়নাকে দা ধার দিতে দেখে চমকে ওঠে, খুব ভয় পায়; তার বাবা স্তব্ধ হয়ে যায় ময়নাকে দা ধার দিতে দেখে। কিন্তু তারা কেউ দা সম্পর্কে ময়নার সঙ্গে কথা বলে না, তাদের বুকে কোনো কথা নেই।

শুধু ইনেছ কথা বলে; সে বলে, বুজি, তুমি দাও ধার দিতে আছ ক্যা?

ময়না বলে, আমার একটা দাও লাগব।

ইনেছ বলে, দাও লাগব ক্যা?

ময়না বলে, দাওডা সব সোম লগে লগে রাকতে অইব।

ইনেছ বলে, দেও, বুজি, আমি দাওডা ধার দিয়া দিই।

ময়না বলে, তুই আমার মতন ধার দিতে পারবি না।

ইনেছ বলে, কও কি, বুজি, আমি কত দাও ধার দিছি।

ময়না বলে, আমারও দাও ধার দ্যাওন হিগতে অইব।

ইনেছ বলে, দাও দিয়া, বুজি, তুমি কি করবা?

ময়না বলে, দ্যাহি কি করি।

ইনেছ বলে, দাওডা খুব ধার অইছে।

ময়না বলে, এই ধারে কাম অইব না, আরও ধার দ্যাওন লাগব।

ইনেছ বলে, ক্যা? তুমি এইডা দিয়া লোয়া কাটবা নি?

ময়না বলে, কাডুম, লোয়ার থিকা শক্ত জিনিশ কাডুম।

ইনেছ বলে, হেইডা আবর কি?

ময়না বলে, হেইডা শয়তান।

ইনেছ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, বুজি, তুমি শয়তান কাটবা?

ময়না বলে, হ।

ইনেছ আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, শয়তান কাডন খুব ভাল অইব। তহন আমারেও ডাইক্ক, আমার দাওডা লইয়া আমিও আহুম, তোমার লগে আমিও শয়তান কাডুম।

ময়না অবশ্য ঠিক জানে না সে ধারালো দা দিয়ে কী করবে। কিন্তু তার ভেতর থেকে দায়ের জন্যে একটা ক্ষুধা জেগে ওঠে, তার সঙ্গে একটি সুন্দর ধারালো দা আছে ভেবে সে সুখ পায়।

আমার লগে যুদি অই সোম এই দাওডা থাকত।

অগো জব কইর্যা হালাইতাম।

কোবাইয়া কাইট্যা হালাইতাম।

অগো অইগুনি টুকরা টুকরা কইর্যা হালাইতাম।

অগো কোবাইয়া কোবাইয়া কাডন লাগব।

পাইলেই কোবাইয়া কাডুম।

হুয়রের বাচ্চারা যুদি আমারে খুন কইর‍্যা হালাইত?

একথাটি মনে হ'লেই তার বুকটা কেঁপে ওঠে, সে একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে প'ড়ে যায়; তার মরতে ইচ্ছে করে না, তার মরার কোনো সাধ নেই, কোনোদিন তার মরতে ইচ্ছে করে নি; যেখানে ইনেছ আছে, মায় আর বাবায় আছে, যেখানে সবুজ হলদে লাল গাছপালা আছে টলটলে পুকুর সুখের মতো নদী আছে কালো মেঘ নীল আকাশ কোমল শিশিরকণা আছে, সেখান থেকে সে হারিয়ে যেতে চায় না। এগুলো তার জীবন, এগুলোর সঙ্গে সে থাকতে চায়, থেকে সুখ পায়, জীবন তার কাছে সুখের। ভোরের রোদ তার রক্তকে সোনা ক'রে তোলে, শ্রাবণের মেঘ অবিরল বৃষ্টিপাতে তার মাংসকে কোমল মাটিতে পরিণত করে, রক্তে সে হঠাৎ ঘাসের গন্ধ পায়।

নিজের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে তার মায়া হয়, এগুলো মাটিতে মিশে গেছে, তার সুন্দর দেহটি মাটিতে মিশে গেছে, সে আর নেই, তার মুখটি মাটিতে মিশে গেছে, মাটির নিচে একটি খুলি প'ড়ে আছে, তার গালের টোল দুটি পৃথিবীর আর কোথাও নেই, এটা ভাবলে তার বুকে কান্না জ'মে ওঠে। সে মাটিতে মিশে যেতে চায় না। মাটির ওপরটা মাটির নিচের থেকে অনেক সুখের, মাটির ওপরটা জীবনের।

আমি মরুম ক্যা?

আমি বুরা অইছি নি?

আমার মরনের বয়স অইছে নি?

বুরা অইয়া লই তহন মরুম।

বিয়ানে ঘোম থিকা উটতে আমার সুক লাগে।

রাইতে হুইতে গ্যালে আমার সুক লাগে।

খুয়া দ্যাকতে সুক লাগে।

ডালেম গাচটায় বুলবুলিডার দিকে চাইয়া থাকতে আমার সুক লাগে।

বরকিগুনিরে আদর করতে সুক লাগে।

বরকিগুনির শরিলের গন্দে আমার সুক লাগে।

বই পরতে আমার সুক লাগে।

ইনেছরে দ্যাকলে সুক লাগে।

আমি মরুম ক্যা?

আমি মরুম না।

ময়নার সুখ লাগে যে শুয়োরগুলো খাইনকারা তাকে ভেঙেচুরে ফেলার পরও সে সুন্দর হয়ে উঠেছে, তার মুখ থেকে মাংস খ'সে পড়ে নি, শুয়োরগুলোর দাঁতের নোংরা কামড়ে তার বুক প'চে যায় নি, তার শরীরের কোনো জায়গা থকথকে হয় নি; এবং তার সুখ লাগে– বেঁচে থাকতে তার সুখ লাগছে, পাখির

ডাক শুনে তার সুখ লাগছে, গাছে পাতা কাঁপতে দেখে তার সুখ লাগছে।

আমার মনে অইছিল শরিলডা আমার পইচ্যা যাইব।

মনে অইছিল আমার গোস্ত খইস্যা পরব।

আমি দ্যাকতে ফকিন্নির মতন অইয়া যামু।

আমার মনে অইছিল আর আমি সুক পামু না।

কোন কিচু দ্যাকতে আমার সুক লাগব না।

ভাত খাইতে সুক লাগব না।

আর আমি কতা কইতে পারুম না।

আমি অহন সুক পাই।

সব কিচুই আমার ভাল লাগে।

তয় দাওডা লগে রাকতে অইব।

কয়েক সপ্তাহ পর এক সকালে ময়নার কেমন যেনো ঘোলা ঘোলা ময়লা ময়লা লাগতে থাকে। তার সকালটাকে ঘোলাটে মনে হয়, সকালটাকে বমিতে পেয়েছে মনে হয়, সকালটার মাথা ঘোরাচ্ছে মনে হয়; আর তার সারাটি দেহ, হাত পা মুখ পেট নাক চোখ, বমি ক'রে ফেলতে চায়, একটা প্রচণ্ড ভারি বমি তার ভেতর থেকে ধাক্কা দিয়ে চোখ মুখ চামড়া মগজের ভেতর দিয়ে চারদিকে ছুটে বেরিয়ে পড়তে চায়। তার মাথা ঘোরাতে থাকে।

ময়না অনেকক্ষণ চেষ্টা করে বমিটাকে আটকে রাখতে, মাথাটিকে স্থির রাখতে– আমি ত পচা কিচু খাই নাই, আমার বমি আহে ক্যা? মাতা ঘুরায় ক্যা, থম থম করে ক্যা?– সে প্রাণপণে চেষ্টা করে ব'সে থাকতে। কিন্তু বমিটা তীব্র হয়ে ওঠে, তার শরীর কাঁপতে থাকে, তার মনে হয় চারদিকের সব কিছুর ওপর সে বমি ক'রে দেবে; এবং সে হঠাৎ বমি করতে করতে চৌকির ওপর থেকে গড়িয়ে নিচে প'ড়ে যায়।

ময়নার মা ও ইনেছ দৌড়ে এসে তাকে ধরে।

ময়নার মা জিজ্ঞেস করে, ময়না, তর কি অইচে?

ময়নার আবার বমি আসে।

ইনেছ ও ময়নার মা ময়নাকে উঠিয়ে চৌকিতে শুইয়ে দেয়।

ময়না বলে, আমার মাতা ঘোরে, বমি আহে।

ময়নার মা ইনেছকে বলে, ইনেছ, যা ত চাচি হরিরে খবর দে।

ইনেছ ভয় পেয়ে দৌড়ে যায় চাচি শাশুড়িকে খবর দেয়ার জন্যে।

ময়নার মা ভয় পায়, সেই ভয়টা, যার কথা সে প্রতিমুহূর্তে ভেবে চলছিলো এই দিনগুলো ধ'রে, সেই ভয়টা তাকে চেপে ধরে। সে সম্পূর্ণ কেদারপুরটাকে অন্ধকার দেখে। তাহলে সে যে-ভয় পাচ্ছিলো, সেটাই কি হয়ে গেছে? তাহলে

কি হবে ময়নার?

ময়নার মা ময়নাকে বুকে চেপে ধ'রে মনে মনে বলতে থাকে, আল্লা, অইডা জানি না অয়, আল্লা, ময়নারে তুমি অই বিপদে হালাইঅ না।

আল্লা, আমার মাইয়াডা কোন দোষ করে নাই, আল্লা, আমার মাইয়াডার যা অইয়া গ্যাছে অইছে, অরে আর বিপদে হালাইঅ না।

আল্লা, আমার মাইয়াডারে আর কষ্ট দিঅ না।

চাচি শাশুড়ি এসে জিজ্ঞেস করে, বউ, কি অইছে ময়নার?

ময়নার মা বলে, ময়না বমি করতে আছে, হরি, ময়না মাতা ঘুরাইয়া পইর‍্যা গ্যাছে।

চাচি শাশুড়িও ভয় পায়, বলে, আল্লায় অরে আবার কোন বিপদ দিল।

ময়নার মা বলে, যেই ডরে আছিলাম, হরি, হেই ডরই বুজি অইল।

চাচি শাশুড়ি বলে, এইডা দ্যাহি বিয়াইন্যা ব্যারামের মতন লাগতে আছে।

ময়নার মা বলে, আমার ত হেই ডরই অইতে আছে।

চাচি শাশুড়ি জিজ্ঞেস করে, অর এই মাসে মাসিক অয় নাই?

ময়নার মা বলে, হেইডা কি আমি জানি?

চাচি শাশুড়ি বলে, ডরাইঅ না, বউ, আল্লায় যা কপালে রাকছে, তা অইবই।

আল্লায় যা কপালে রেখেছে, সেটাই হয় ময়নার; এটা যখন ময়না বুঝতে পারে তখন সে আর কিছু বুঝতে পারে না, সব কিছু তার নিরর্থক মনে হয়। ইনেছকে দেখেও সে আর স্নেহ বোধ করে না, আগে ইনেছকে দেখলেই বুকটা ভ'রে উঠতো, এখন ইনেছকে তার অচেনা মনে হয়, বাবা ও মাকে অচেনা মনে হয়, সব কিছু তার অচেনা।

ঘরের পাশের ডালিমগাছটাকে সে চিনতে পারে না, নিজেকেই সে চিনতে পারে না, নিজের দেহটাকে তার অচেনা মনে হয়। তার বুকে হাহাকার জাগে না, ক্রোধ জাগে না; তার মনে হয় তাকে কবরে নামানো হয়েছে, আর কবরের ওপর পৃথিবীর সব মাটি জমছে।

আমার প্যাডে হারামিগো জাউর‍্যা পয়দা অইছে।

আমার প্যাডে হারামিরা অইছে।

আমার প্যাডে একটা জাউর‍্যা অইতে আছে।

জাউর‍্যাগো জাউর‍্যাডারে আমার প্যাডে ধরতে অইব।

জাউর‍্যাডা আমার রক্ত খাইয়া বর অইব।

দশ মাস ধইর‍্যা জাউর‍্যাগো জাউর‍্যাডারে প্যাডে পালতে অইব।

জাউর‍্যাডা অঅনের পর আমার বুকের দুদ খাওয়াইতে অইব।

আমি জাউর‍্যার মা অমু।

সংবাদটি ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় নেয় না; সারা গ্রামে, হাটেবাজারে, যেখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ে যে জব্বর শেখের মেয়ে ময়নার প্যাট হয়েছে; অনেকে স্তব্ধ হয়ে যায়, অনেকে মেতে ওঠে। এটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো অনেকে, যারা এর প্রতীক্ষায় ছিলো, তারা সংবাদটি শুনে স্বস্তি পায়।

ময়নার মা ও বাবা কয়েক দিন স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকে, মেয়ের মুখের দিকে তাকানোর কথাও তাদের মনে থাকে না। ইনেছ একদিন ইস্কুল থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে, কিন্তু কেউ জানতেও চায় না কেনো সে কাঁদছে। তাদের আর কিছু জানার নেই।

ময়নার মা চাচি শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলে।

সে বলে, অহন কি অইব, হরি?

চাচি শাশুড়ি বলে, ময়নার প্যাড খসাইয়া হালান লাগব।

ময়নার মা বলে, ক্যামনে, হরি?

চাচি শাশুড়ি বলে, কাচা আনারস চাক চাক কইর‍্যা কাইট্যা নুন মাইক্যা খাওয়াইতে অইব, তাইলেই প্যাড খইস্যা যাইব।

ময়নার মা বলে, যাইব ত, হরি?

চাচি শাশুড়ি বলে, না খসলে কালার মার থিকা অইষদ আনতে অইব, কালার মা প্যাড খসানের অইষদ জানে।

ময়নার মা তাড়াতাড়ি মন্নাফকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠায়।

ময়নার মা বলে, অই মনা, কাচা দ্যাইক্কা এক আলি আনারস কিন্যা আনবি, আর দ্যাহিছ তুই যে আনারস কিনছছ হেইডা জ্যান অন্যে না দ্যাহে।

মন্নাফ বলে, কাচা আনারস অহন কই পামু?

ময়নার মা বলে, যেই হানে পাছ হেই হান থনে আনবি, আনারস লাগব, আনারস ছারা খালি আতে আইবি না।

মন্নাফ ধারেকাছের কোনো বাজারে কাঁচা আনারস পায় না। সে এক বাজার থেকে আরেক বাজারে যেতে থাকে, কাঁচা আনারসের কথা শুনলেই দোকানদাররা তার দিকে বড়ো বড়ো চোখ ক'রে তাকায়, আজেবাজে কথা বলে,– 'কার প্যাড বানাইছছ রে ব্যাডা? হেই সোম মনে আছিল না? আগে আনারস বুইন্যা লছ নাই ক্যান?'– সে বিব্রত হয়, শেষে বহু বাজার ও বহু জিজ্ঞাসা পেরিয়ে দিঘলি বাজারে গিয়ে সে এক হালি কাঁচা আনারস কেনে। তার ভালো লাগে যে আনারস কেনার সময় কেউ তাকে দেখে 'নি, কেননা কেউ তাকে চেনে না।

সে আনারসগুলো থলিতে ভ'রে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরে। আনারস আর ইলশে মাছ হাতে ঝুলিয়ে সবাইকে দেখাতে দেখাতে বাড়ি না এলে সুখ লাগে না, মন্নাফও কোনো সুখ পায় না।

সারাদিন আনারসের জন্যে নির্জীব উদগ্রীব হয়ে ব'সে ছিলো ময়নার মা ও

তার চাচি শাশুড়ি; মন্নাফকে দেখে তারা জীবন ফিরে পায়।

মন্নাফ বলে, এই হানের কোন মাইনষে আমারে দ্যাহে নাই, দিগলি বাজার থনে আনারস কিনছি, যেতে না দ্যাহে হেইর লিগা রাইত কইর‍্যা আইছি।

চাচি শাশুড়ি বলে, দে, এইগুনি আমার কেছে দে।

চাচি শাশুড়ি রান্নাঘরে গিয়ে নানা রকম দোয়া পড়তে পড়তে চাক চাক ক'রে আনারস কাটে, লবণ মেখে এক থাল আনারসের টুকরো নিয়ে দোয়া পড়তে পড়তে ময়নার কাছে আসে। ময়নাকে দেখে সে অবাক হয়, দেখে ময়না হারিকেন জ্বালিয়ে ইনেছের সাথে টেবিলে ব'সে বই পড়ছে। এটা তাকে একটা ধাক্কা দেয়, ময়নার জন্যে তার আরো মায়া হয়।

চাচি শাশুড়ি ময়নাকে ডাকে, অ দাদি, কি পরতে আছ তুমি? পরে পইর‍্যা নে, অহন এই দিকে আহ দিহি।

ময়না উঠে এসে বলে, কি কন, দাদি?

চাচি শাশুড়ি বলে, আমার লগে ছোড ঘরে আহ।

ময়নার মা, চাচি শাশুড়ি ও ময়না ছোড ঘরে যায়।

চাচি শাশুড়ি বলে, এই হানে বহ, দাদি।

তারা তিনজন একটি চৌকিতে বসে।

চাচি শাশুড়ি বলে, অহন দাদি, তুমি এই হানে বইয়া বইয়া টুকরাগুনি আস্তে আস্তে খাইয়া হালাও দাহি।

ময়না বলে, এইগুনি কি দাদি?

চাচি শাশুড়ি বলে, এইগুনি আনারসের টুকরা, খাও দাদি।

ময়না বলে, ইনেছরে থুইয়া একলা আমি আনারস খামু ক্যা? ইনেছরেও ডাইক্যা আনি।

চাচি শাশুড়ি বলে, ইনেছ পরে খাইব নে, দাদি, তুমি অহন খাও।

ময়না বলে, আমি অহন আনারস খামু ক্যা?

ময়নার মা বলে, তর ভাল অইব, বইয়া বইয়া খা।

ময়না বলে, এইগুনি কেমুন আনারস? জল্লি কাচা আনারস দ্যাহি।

ময়নার মা বলে, হ, কাচা আনারসই তর খাইতে অইব।

ময়না বলে, কাচা আনারস খামু ক্যা?

ময়নার মা বলে, হ, এই সোম কাচা আনারসই খাইতে অয়।

ময়না বলে, কাচা আনারস মাইনষে খায় নি?

চাচি শাশুড়ি বলে, খাও দাদি, বইয়া বইয়া আস্তে আস্তে খাও।

ময়না বলে, এইগুনি দ্যাইখ্যাই আমার শরিল চুকা অইয়া গ্যাছে, এইগুনি আমি খাইতে পারুম না।

ময়নার মা বলে, ময়না, তর এইগুনি খাইতে অইব, খাইলে তর ভাল অইব।

ময়না বলে, ক্যা? কাচা আনারস খামু ক্যা?

ময়নার মা বলে, এইগুনি খা, তইলে তর প্যাডেরডা খইস্যা পরব।

ময়না শুনে চমকে ওঠে, তারা সারা দেহ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

ময়না বলে, না, আমি খামু না।

চাচি শাশুড়ি বলে, খাও দাদি, তইলে তুমি বাইচ্যা যাইবা।

ময়না বলে, না, আমি খামু না।

ময়নার মা বলে, তরে প্যাডে একটা জাউর‍্যা অইছে তুই জানছ না?

ময়না বলে, হ, জানি।

ময়নার মা বলে, হেই জাউর‍্যাডারে তুই প্যাডে লইয়া রইবি নি? এইগুনি খা, হেইডা খইস্যা পরব।

ময়না চুপ ক'রে থেকে বলে, না, আমি খামু না।

ময়নার মা বলে, প্যাডে একটা জাউর‍্যা অইলে দ্যাশে মোক দ্যাহান যাইব নি? হেইডা খসাইতে অইব না?

ময়না বলে, জাউর‍্যা অইলে কি অইল?

ময়নার মা কেঁদে ফেলে, অরে মোকপুরি, তরে বিয়া দিতে অইব না?

ময়না বলে, আমি বিয়া বহুম না।

ময়নার মা বলে, তাইলে কি তুই জাউর‍্যাডারে লইয়া রইবি? জাউর‍্যাডারে বুকের দুদ খাওয়াবি?

ময়না চুপ ক'রে থাকে, সব কিছু তার অচেনা মনে হয়; তার সামনে তার মা ব'সে আছে, তাকে সে চিনতে পারে না, দাদিকে চিনতে পারে না; এমনকি নিজেকেও সে চিনতে পারে না।

ময়না বলে, আনারস আমি খামু না।

ময়না তাদের সামনে থেকে উঠে গিয়ে ইনেছের সঙ্গে আবার পড়ার টেবিলে বসে; ইনেছ পড়ছিলো না, পড়তে পারছিলো না, ময়না গিয়েও আর বই খোলে না, টেবিলে মাথা রেখে চোখ বুজে থাকে।

ইনেছ বলে, কি অইছে, বুজি?

ময়না বলে, কিচু না।

ইনেছ বলে, তাইলে তুমি চোক বুইজ্যা আছ ক্যা?

ময়না বলে, আমনেই।

ইনেছ বলে, বুজি, তুমি গিয়া হুইয়া থাক।

ময়না বলে, আমার ঘোম আইব না।

ইনেছ বলে, তা অইলেও গিয়া হুইয়া থাক।

ময়না বলে, হোঅন লাগব না।

ইনেছ বলে, বুজি, তোমার কতা আমি সব সোম ভাবি।

ময়না বলে, আমার লিগা তুই কষ্ট পাইচ না, ইনেছ।

শুতে গিয়ে অন্ধকারে ময়না তার শিথানে বিছানার নিচে রাখা দাটি ছোঁয়, দাটির ধারালো গায়ে হাত বুলোয়; দাটি তার চোখের সামনে একটি ক্রুদ্ধ উজ্জ্বল তলোয়ারের মতো ঝকঝক করে।

আমার লগে যদি তহন দাওডা থাকত।

হয়রগুনিরে আমি টুকরা কইরা হালাইতাম।

কম অইলে একটারে ত টুকরা করতে পারতাম।

হয়রগুনিরে আমি টুকরা কইরা হালামু।

আমার প্যাডে একটা জাইরা আইছে।

আমার প্যাডে একটা জাউরা বর অইতে আছে।

এইভাবে আমি খসাইয়া হালামু?

এইভাবে আমি রাকুম?

এইভাবে আমি বুকের দুদ খাওয়ামু?

জানি না কি করুম।

হগলেই জাইন্যা গ্যাছে আমার প্যাডে একটা জাউরা আইছে।

আমার দিকে কেমুন কইরা চায়।

মায় শরমে মইরা যাইতে আছে।

বাবায় শরমে মইরা যাইতে আছে।

আমি কি শরমে মইরা যামু?

ক্যান শরমে মইরা যামু?

আমি নিজে দোষ করছি নি?

আমি নিজে হুইয়া প্যাড বানাইছি নি?

তয় আমার প্যাডে একটা জাউরা আইছে।

আমার ঘিন্না লাগে। আমার ঘিন্না লাগে।

এক দুপুরে তার সইরা আসে; তারা আগের মতো খুশিতে খলখল করতে করতে আসে না, চুপচাপ, অনেকটা পালিয়ে আসার মতো, বিষণ্ণ মুখে আসে সইরা। সইরা ময়নাকে দেখে অবাক হয়; তারা ভেবেছিলো তাদের সই হয়তো মাথায় হাত দিয়ে ডালিমগাছের ছায়ায় বা ঘরে চৌকির ওপর ব'সে থাকবে বা শুয়ে থাকবে, তারা সইকে জড়িয়ে ধ'রে নিঃশব্দে কাঁদবে; কিন্তু দেখে ময়না আরো উজ্জ্বল হয়েছে, এবং তাদের দেখে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে।

ফুলি বলে, সই, তর রূপ দ্যাহি আরও খুইল্যা গ্যাছে।

রহিমা বলে, তুই ভাবছিলি সই ছাইদাড়ার মতন অইয়া গ্যাছে?

ফজু বলে, সই, তুই কেমুন আছছ?

ময়না বলে, ভালই আছি।

রহিমা বলে, সই, সইত্যই তুই ভাল আছছ ত?

ময়না বলে, আহ, সইরা, ঘরে গিয়া বহি।

তারা প্রথম নানা কথা বলতে থাকে। তাদের ভেতরে অস্বস্তি, যা বলতে চায়, পারে না; তারা বলে একা একা ঘরে ব'সে তাদের সময় কাটে না, তাদের ঘুম হয় না, বাপ-মা তাদের বাইরে যেতে দেয় না, সইয়ের কাছেও ঘেষতে দেয় না, তাদের দম বন্ধ হয়ে আসছে; আর বাপ মা চাচা মামারা পাগল হয়ে গেছে তাদের বিয়ে দেয়ার জন্যে, একের পর এক সম্বন্ধ নিয়ে আসছে, কোনোটা সৌদি জামাই, কোনোটা দুবাই জামাই, কোনোটা আবুধাবি; কোনোটা চায় এক লাখ, কোনোটা দেড় লাখ, কোনোটা পঞ্চাশ হাজার। ময়না তাদের কথা শোনে, কোনো কথা বলে না, মাঝেমাঝে মধুরভাবে হাসে, আর ময়নার হাসি দেখে ভয় পায় তার সইরা, ময়না কাঁদলে তারা এতোটা ভয় পেতো না।

শেষে রহিমাই চুপে কথাটি বলে, সই, একটা কতা হোনলাম?

ময়না বলে, কোন কতা?

ফজু বলে, সই, কতাটা জিগাইতে কষ্ট লাগতে আছে।

ময়না বলে, কষ্টের কি আছে?

ফুলি বলে, হুইন্যা আমরা ঘোমাইতে পারি না।

ময়না বলে, আমার লিগা তরা কষ্ট পাছ ক্যা?

রহিমা বলে, কষ্ট পামু না? সইয়ের কষ্ট আমাগো কষ্ট না?

ময়না বলে, কতাডা কি, তা ত কইলি না।

ফজু বলে, কইলে যদি তুই আরও কষ্ট পাছ?

ময়না বলে, আমি কোন কষ্ট পাই না।

ফুলি বলে, কমু, সই?

ময়না বলে, ক।

রহিমা বলে, সই, তর না কি প্যাড অইছে?

ময়না বলে, হ।

তারা একবার সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়, তাদের ঘিরে অন্ধকার নামে, তারা কেউ কাউকে দেখতে পায় না।

রহিমা বলে, হয়রের বাচ্চারা, খাইনকারা।

ফুলি বলে, মা-বইনগো লগে হুতইন্যারা।

ফজু বলে, জাউরার পোলারা।

আরো অজস্র তীব্র ভাষা প্রচণ্ড শব্দ পীড়নে অশ্লীল শব্দগুচ্ছ তাদের বুকের থেকে গলগল ক'রে বেরিয়ে আসে, অসহায় নারীদের মুখ আর বুক থেকে যা হাজার হাজার বছর ধ'রে বেরিয়ে এসেছে।

রহিমা বলে, সই, অহন কি করবি?

ফুলি বলে, প্যাড থিকা অইডা হালাই দিতে অইব।

ফজু বলে, জাউর‍্যাডারে সই প্যাডে রাকব ক্যা?

ময়না কোনো কথা বলে না, সইদের দিকে তাকিয়ে শোনে।

রহিমা বলে, সই, অইডা হালাই দিতে অইব।

ফুলি বলে, হালাই দিতে অইবই, জাউর‍্যারে কে প্যাডে রাকে?

ময়না কোনো কথা বলে না; তার ভেতরে কোনো কথা নেই, তার ভেতরে কোনো ইচ্ছে নেই অনিচ্ছে নেই উদ্বেগ নেই বোধ নেই।

রহিমা বলে, সই, হালান আইজকাল কঠিন কাম না, হুনছি ঢাকায় কত হাসপাতাল খোলছে, তাগো কামই জাউর‍্যা হালান।

ফুলি বলে, হুনছি অইগুনি জাউর‍্যা না হালাইলে এতদিনে দ্যাশ জাউর‍্যায় ভইর‍্যা যাইত।

ফজু বলে, হ, সই, তুই গিয়া অইডা হালাই আয়, দেরি করনের কাম নাই।

ফুলি বলে, দেরি অইলেই বিপদ অইব।

রহিমা বলে, তুই কি কছ সই?

ময়না কথা বলে না, সইদের কথা শোনে, সে কিছু বুঝতে পারে না।

ফুলি বলে, তরাতরি ঢাকায় গিয়া হালাই আয়, সই।

রহিমা বলে, অইডা প্যাডে রাকন যাইব না, ছিঃ।

ফজু বলে, সই, কতা কছ না ক্যা?

ময়না বলে, না, হালামু না।

ওরা সবাই চমকে উঠে বলে, কছ কি, সই?

ময়না বলে, হালামু না।

রহিমা বলে, পাগল অইছছ, সই? জাউর‍্যারে প্যাডে ধরবি তুই?

ফজু বলে, সই, তর মাতা ঠিক নাই।

ফুলি বলে, সই, ভাল কইর‍্যা ভাইব্যা দ্যাক।

ময়না বলে, হালামু ক্যা?

রহিমা বলে, বোজছ না, সই, তর প্যাডেরডা জাউর‍্যা?

ফজু বলে, জাউর‍্যা অইলে মোক দ্যাহাইতে পারবি না, সই।

ময়না বলে, ক্যা পারুম না?

ফুলি বলে, জাউর‍্যার মোকে মাইনষে ছ্যাপ দিব না?

ফুলি বলে, তর আত ধইর‍্যা কইতে আছি, সই, তুই অইডা হালাই আয়, প্যাডে জাউর‍্যা অইতে দিছ না।

ময়না কোনো কথা বলে না; জারজের মুখ কেমন সে দেখতে চেষ্টা করে।

তার সইরা হতাশ হয়ে ফিরে যায়, যাওয়ার সময় ময়না তাদের জড়িয়ে ধ'রে হাসে, বলে, সইরা, মাজেমইদ্দে আহিছ।

ওরা বলে, সই, তর কতা দিনরাইত মনে অয়।

ময়না বলে, আমারও তগো কতা রাইতদিন মনে অয়।

বিকেলে ময়নার মনটা কেমন ক'রে ওঠে, তার বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না, একটা গভীর অন্ধকার গভীরতর যন্ত্রণা তাকে টানতে থাকে; তার মনে হয় পাটখেতের অন্ধকারটিতে শুয়োরগুলো এখনো আছে, সেখানে ওগুলো ঘোৎঘোৎ করছে, সেখানে গেলে সে শুয়োরগুলোকে পাবে, তাদের সে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলতে পারবে। না কি তাকে ডাকে পাটখেতের সবুজ? ইছামতির বাতাস? নীলের ওপরে নীল আকাশ? সুগন্ধি বেলেমাটি? বিকেলের আলো? ময়না তার দাটি হাতে নিয়ে বাড়ির দক্ষিণ দিক দিয়ে বেরোয়।

ইনেছ চিৎকার ক'রে এসে জিজ্ঞেস করে, বুজি, তুমি কই যাও?

ময়না বলে, অ্যাকটু আইট্যা আহি।

ইনেছ জিজ্ঞেস করে, তুমি অই খ্যাতের মইদ্দে যাইবা নি?

ময়না বলে, হ, যামু।

ইনেছ বলে, বুজি, আমিও তোমার লগে যামু।

ময়না জিজ্ঞেস করে, ইনেছ, বরকিগুনি কই গোছর দিছছ?

ইনেছ বলে, তুমি যেই হানে দিতা হেই হানেই দিছি। দ্যাকতে যাইবা বুজি?

ময়না বলে, হ, যামু।

ইনেছ বলে, বুজি, তোমার আতে দাও ক্যা?

ময়না বলে, দাওডা লগে রাকতে অইব।

ইনেছ বলে, তাইলে আমিও আমার দাওডা লইয়া আহি।

তারা দুজনে বেরোয়, অনেক দিন পর ময়না পৃথিবীর আলোতে বা অন্ধকারে বেরিয়েছে; সব কিছু তার অচেনা লাগে, যদিও কিছুই তার অচেনা নয়। হঠাৎ বাতাস এসে তাকে নির্মল ক'রে তোলে, পাটপাতার ছোঁয়ায় সে সজীব হয়ে ওঠে, যেনো পৃথিবীতে কোনো রোগ নেই, বিশ্ব পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছে।

তার মা দেখে চিৎকার করে, অই ময়না, তুই যাছ কই?

ময়না বলে, বরকিগুনি লইয়া আহি।

তার মা কেঁদে ওঠে, অই আভাগী, অহনও তর শিক্ষা অইল না? অহনও তুই বরকি আনতে যাইতে আছছ?

পাটগাছগুলো আর আগের মতো সবুজ নেই কোমল নেই, এরই মধ্যে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে, দু-হাতে সরাতে গেলে সরতে চায় না; কিন্তু ময়নার হাঁটতে ভালো লাগে।

ইনেছ জিজ্ঞেস করে, বুজি, কোন হানে যাইবা?

ময়না বলে, ল, দ্যাহি কোন হানে যাই।

ইনেছ বলে, বরকি দ্যাকতে যাইবা না?

ময়না বলে, হ, যামু।

হাঁটতে হাঁটতে ময়না ও ইনেছ সেই অন্ধকারে গিয়ে পৌঁছে; ময়না দাঁড়ায়, ইনেছও তার পেছনে দাঁড়ায়। ময়নার একবার মনে হয় সে অন্ধকার দেখছে, শুয়োরেরা ছুটে আসছে চারদিক থেকে, আর সে তার ধারালো দা দিয়ে এক একটিকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলছে। কোনো শুয়োর ছুটে আসে না, তার কষ্ট লাগে। অন্ধকার জায়গাটি একটি শূন্য গর্তের মতো হয়ে আছে, ওখানকার পাটগাছগুলো নেই; ময়না ব'সে পড়ে, এবং মাটিতে দা দিয়ে একটা কোপ দেয়। ময়নার দেখাদেখি ইনেছও একটা কোপ দেয়।

ইনেছ বলে, বুজি, তুমি খুব জোরতে কোপ দিছ।

ময়না বলে, আরও জোরতে দ্যাওনের কাম আছিল।

ইনেছ বলে, আরও জোরতে দ্যাওনের কাম কি?

ময়না বলে, শয়তানের শরিল অনেক শক্ত।

ইনেছ বলে, তুমি শয়তান কাডবা?

ময়না বলে, হ।

ইনেছ বলে, তোমার লগে আমিও কাডুম।

ময়না বলে, ল, ইনেছ, বরকিগুনি দ্যাহি।

ইনেছ বলে, লও, বুজি।

ময়নাকে দেখে ছাগলগুলো খুশি হয়ে ওঠে, অনেকদিন ওরা ময়নাকে দেখে নি, ময়নার হাতের ছোঁয়া পায় নি। ময়না একটির পর একটি ছাগলকে আদর করে, কোলে তুলে নেয়, ওগুলো তার কোলে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। ছাগলগুলোর গায়ের মসৃণতা ও সুগন্ধ তাকে শিউরে দেয়।

ময়না বলে, ল, ইনেছ, গাঙডা দ্যাইক্যা আহি।

ইনেছ খুশি হয়ে ওঠে, যাইবা, বুজি, গাঙ দ্যাকতে?

ময়না বলে, হ, যামু।

ইনেছ বলে, গাঙ্গে পানি বাড়ছে।

ময়না বলে, হেইর লিগাই গাঙ দ্যাকতে মন চায়।

এখানে কোনো জমি নেই, গাঙ পর্যন্ত শুধু চর আর ইছামতির বাতাস; সামনে

ডানে বাঁয়ে শুধু চর, কিছু দূর পরেই ইছামতি নদী। বালুর ওপর দিয়ে তারা হাঁটতে থাকে, গাঙ্গের বাতাস এসে ময়নাকে চঞ্চল ক'রে তোলে, তার শরীরে মধুরতা ছড়িয়ে পড়ে। দূর থেকেই ময়না দেখে নদীতে পানি বেড়েছে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে উল্লাস ছড়িয়ে পড়েছে, তার রক্তেও সেই উল্লাস জেগে উঠছে। তাদের মরা নদীটি আবার বেঁচে উঠছে।

ময়না বলে, ইনেছ, গাঙ্গে আমার সাতর দিতে ইচ্ছা করছে।

ইনেছ বলে, বুজি, সাতর দিবা নি?

ময়না বলে, হ, দিমু।

ইনেছ বলে, আমি কলম লাফাইয়া পরুম।

ময়না বলে, আমিও লাফাইয়া পরুম।

ইনেছ বলে, তুমি লাফাইয়া পরতে পারবা নি?

ময়না বলে, পারুম না ক্যা?

ইনেছ বলে, কাপোর পইর‍্যা লাফাইয়া পরন যায় নি?

ময়না বলে, দ্যাহিছ তুই।

তারা দুজনেই নদীর পারে গিয়ে পানিতে লাফিয়ে পড়ে, অবশ্য ইছামতির পার উঁচু নয় ব'লে তাদের লাফিয়ে পড়তে হয় না, তারা দৌড়ি গিয়ে পানিতে পড়ে। ময়না আর ইনেছ সাঁতার কাটতে থাকে, ঢেউ এসে ময়নাকে আদর করতে থাকে, ময়নার ইচ্ছে করে পানির সঙ্গে মিশে পানি হয়ে যেতে জলের সঙ্গে মিশে জল হয়ে যেতে ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে ঢেউ হয়ে যেতে; তার একেকবার মনে হয় শাড়িটা খুলে নদীতে ভাসিয়ে দিতে, ব্লাউজটি খুলে ভাসিয়ে দিতে, সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ইছামতির ঢেউয়ের মতো ভেসে যেতে।

সাতর কাডতে আমার সুক লাগতে আছে।

ডুবাইতে আমার সুক লাগতে আছে।

পানি আমার দ্যাহডারে ধুইয়া দিতে আছে।

শরিলে কাপোরডা না থাকলে আরও ভাল অইত।

পানির লগে আমার শরিলডা বেশি কইর‍্যা মিশতে পারত।

আমার শরিলের ময়লা ধুইয়া যাইত।

ময়লা আবার ভাল লাগে না।

ডুব দিয়া আমার গাঙডার তলে যাইতে ইচ্ছা করতাছে।

আমি যুদি ইছামতির ইলশা মাছ অইতাম।

ইনেছ চিৎকার ক'রে জিজ্ঞেস করে, বুজি, সাতর কাডতে তোমার কেমুন লাগতে আছে?

ময়না বলে, আমার ডুইব্যা যাইতে ইচ্ছা করতাছে।

ইনেছ বলে, না, বুজি, ডুইব্যা যাইঅ না।

ময়না বলে, ডুইব্যা গ্যালে তুই আমার লিগা কানবি নি?

ইনেছ বলে, তাইলে আমিও ডুইব্যা যামু।

ময়না বলে, না রে, ডুবুম না, ডুবুম ক্যা?

জল ময়নাকে অদ্ভুত আনন্দ আর সুখ দেয়, তার নদী থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না, নদী তাকে জড়িয়ে রাখতে চায়।

ইনেছ বলে, বুজি, এইবার বাইরতে লও।

ময়না বলে, এত তরাতরি যামু নি?

ইনেছ বলে, এইডা তরাতরি অইল? হেই কোন সোম থিকা সাতর দিতে আছি, চোক রাঙ্গা অইয়া গ্যাছে।

ময়না বলে, গাঙ্গের পানি আমারে ধইর‍্যা রাকতে চায়।

ইনেছ বলে, তাইলে তোমারে আমি টাইন্যা উডাই।

ময়না বলে, উডা, নাইলে আমি ওটতে পারুম না।

ইনেছ এসে হাত ধ'রে টানে ময়নাকে, ময়না ইনেছের সঙ্গে নদীর পারে ওঠে, বালুর ওপর তার পায়ের ছাপ পড়তে থাকে।

ইনেছ বলে, বুজি, দাওডা তোমার আতে মানায় না; আমার আতে দ্যাও।

ময়না বলে, না, আমার লগেই থাকুক।

ময়না আর ইনেছ ছাগলগুলো নিয়ে বাড়িতে ফেরে।

ময়নার মা চিৎকার ক'রে বলে, অরে ময়না, তুই আবর বরকি আনতে গেছিলি? তর লজ্জাশরম নাই?

ময়না বলে, গাঙ্গে সাতর কাইট্যা আইলাম।

ময়নার মা বলে, কি কইলি?

ইনেছ বলে, বুজি আর আমি গাঙ্গে সাতর কাইট্যা আইলাম।

ময়নার মা বলে, এইডারে লইয়া আমার যে কি অইব।

ময়না বলে, আবর একদিন সাতর কাটতে যামু, মা।

ময়নার মা বলে, হ, যাইছ, গাঙ্গে ডুইব্যা মরিছ।

ময়না বলে, মরুম ক্যাঁ?

জব্বর শেখের স্তব্ধতা আরো বেড়ে গেছে, আরো ভারি হয়ে উঠেছে; তার সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বিশ্বের সঙ্গে; গরুগুলো, খেতগুলো, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, চাকর, সমাজ, গোয়ালঘর কোনো কিছুর সঙ্গেই তার আগের সম্পর্ক নেই, সে ওগুলোর সঙ্গে আছে, কিন্তু ওগুলোর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

ময়নার সাথে তার কথা হয় না, মেয়েটিকে সে দূর থেকে কখনো কখনো দেখে, তার যে-কষ্ট বোধ করার কথা, সে-কষ্টটাও সে বোধ করতে পারে না,

বরং আরো স্তব্ধ হয়ে ওঠে। তার কাজের পরিমাণ বেড়ে গেছে, অজস্র কাজ তার, কাজ ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই, কাজই হয়ে উঠেছে তার স্তব্ধতা ও সম্পর্কহীনতার প্রকাশ। ময়নার মায়ের সঙ্গেও তার সম্পর্ক নিঃশব্দ হয়ে উঠেছে, ময়নার মা যে আছে তা সে বুঝতেই পারে না।

সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না, ভাবতে পারছে না; মেয়েটি যে বেঁচে আছে, এতে সে শান্তি পায়, এবং মেয়েটির ভবিষ্যৎ ভেবে সে গভীর অন্ধকারে পড়ে, কিছু ভাবতে পারে না। ময়নার জন্যে তার গভীর মায়া জন্ম থেকেই, এখন তা আরো বেড়ে গেছে, কিন্তু তা সে প্রকাশ করতে না পেরে দূরে স'রে যাচ্ছে ময়নার থেকে। তাকে দেখলে সবাই যেভাবে তাকায়, কথা বলে, তাতে সে চায় যেনো তার কারো সঙ্গে দেখা না হয়, পাশের লোকটির থেকেও সে তাই ভিন্ন জগতে বাস করে। এমন ভিন্ন জগতের মানুষ হয়ে উঠবে সে, তা তার কখনো আগে মনে হয় নি।

জব্বর শেখ স্তব্ধ, নিঃসঙ্গ, সম্পর্কহীন, সুদূর।

তবে শুক্রবার মসজিদে গিয়ে সে বিপন্ন বোধ করে।

নামাজের পর ইমাম সাহেব খোতবা শুরু করলে জব্বর শেখ ও আরো কেউ কেউ চমকে ওঠে। ইমাম সাহেবের পাশেই বসেছে জুলমত আলি চাকলাদার।

ইমাম সাহেব খোতবায় বলেন, হে মমিন মোসলমানগণ, আপনারা জেনা সম্পর্কে সাবধান থাকিবেন, ইহা কবিরা গুনা, একবার জেনার জন্যে ৭০ লক্ষ বৎসর দোজগের আগুনে পুড়িতে হইবে, নাউজুবিল্লা।

ইমাম সাহেব বলেন, দ্যাশে এখন নারীরা বেপর্দা হইয়া গিয়াছে, তাহারা ইস্কুলে কলেজে গিয়া বেদ্বিন হইয়া যাইতেছে, আর ইহাতে জেনা বাড়িয়া যাইতেছে, নাউজুবিল্লা। যাহারা জেনা করে, তাহারা গুনাগার, তাহাদের পাথর ছুড়িয়ে মারিয়া ফেলিবার নিয়ম রহিয়াছে। জেনার পেছনে আছে নারীরা, তাহারা যদি বেপর্দা না হইত, তাহা হইলে জেনা হইতে পারিত না। মাইয়ালোকরাই জেনার জন্য দায়ী।

তাঁর কথায় অনেকেই অস্বস্তি বোধ করতে থাকে, জব্বর শেখ চোখে কিছু দেখতে পায় না।

ইমাম সাহেব বলেন, এইখানে একটি জেনা ঘটিয়াছে, কোন পুরুষেরা জেনা করিয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই; কিন্তু যে-যুবতীটি জেনা করিয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহার বেপর্দার জন্যেই এই জেনা ঘটিয়াছে, পর্দায় থাকিলে এই জেনা হইত না।

ইমাম সাহেব বলেন, তাহাকেও জেনার শাস্তি পাইতে হইবে, জেনার গুনার কোন মাফ নাই।

ইমাম সাহেব বলেন, আমরা সকলেই জানিতে পারিয়াছি অই যুবতীর গর্ভ

হইয়াছে, তাহার গর্ভে জারজ সন্তান আসিয়াছে, নাউজুবিল্লা, অই যুবতীকে তাহার গুনার শাস্তি পাইতে হইবে।

অনেকেই খুবই উত্তেজিত বোধ করে, এবং অনেকে খুবই শান্তি পায়।

ইমাম সাহেব বলেন, আজকাল শহরের অলিতে গলিতে ইহুদি নাছারাদিগের ডলারে অনেক হসপিটাল হইয়াছে, সেইখানে জারজ সন্তান শুরুতেই অপারেশন করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলা হয়, নাউজুবিল্লা, দেশ গুনায় ভাসিয়া যাইতেছে।

ইমাম সাহেব বলেন, মমিন মোসলমান ভাইগণ, আপনারা লক্ষ রাখিবেন অই যুবতী যাহাতে তাহার সন্তান নষ্ট করিতে না পারে। তাহার গর্ভে যে-সন্তান আসিয়াছে, সে কোন গুনা করে নাই, আল্লাতাআলা তাহাকে পাঠাইয়াছে, তাহাকে নষ্ট করা গুনা, কিন্তু যাহার গর্ভে জেনার সন্তান আসিয়াছে, তাহাকে সন্তান খালাসের পর শাস্তি পাইতে হইবে।

এক যুবক দাঁড়িয়ে বলে, ইমাম সাব, এই সমন্দে আপনের কতা না কঅনই ভাল, এইতে গণ্ডগোল অইতে পারে।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, ইমাম সাবকে কইতে দেও।

আরেক যুবক দাঁড়িয়ে বলে, যার কতা কইতে আছেন, হে কোন দোষ করে নাই, হে ভাল মাইয়া, যারা দোষ করছে তাগো আপনেরা ধরেন না ক্যা, তাগো আপনেরা সাজা দ্যান না ক্যা?

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, তোমরা বেয়াদবি করতে আছ।

ওই যুবক বলে, আমরা বেয়াদবি করতে চাই না, তয় গণ্ডগোল বান্দানের কতা না কঅনই ভাল। মছিদে আইছি আমরা নমজ পরতে, গণ্ডগোল বান্দানের কতা হোনতে আহি নাই।

জুলমত আলি চাকলাদার বলে, জব্বর শেকের মাইয়া ত তাগো নাম কয় না, তাগো আমরা সাজা দিমু ক্যামনে?

ওই যুবক বলে, নাম কইব কি খুন অইবার লিগা? তয় আমরা তাগো চিনি, হেরা গোয়ালবরিতেও মাইয়া নাশ করছে, চরে লইয়া মারছে, হেরা আপনাগো লগেই চলাফিরা করে।

তীব্র গোলমাল শুরু হয়ে যায় মসজিদে, কথা কাটাকাটির পর মারামারি শুরু হয়। ইমাম সাহেব পালানোর চেষ্টা করেন, জুলমত আলি চাকলাদার তার লোকজন নিয়ে আক্রমণ শুরু করে, এবং প্রতিপক্ষ রাঙ্গা মসজিদের দরোজা জানালা ঝাড়বাতি ভাঙতে থাকে, অনেকেই আহত হয়, জেহাদ চলতে থাকে।

দুই পক্ষই গর্জন করতে থাকে, আল্লাহু আকবর।

জব্বর শেখ চিৎকার করতে থাকে, ভাই-চাচারা আপনেরা হোনেন, আমার কতা হোনেন, আপনেরা মারামারি কইরেন না, আপনেরা হোনেন।

উত্তেজিত মমিন মুসলমানেরা আরো কিছুক্ষণ জেহাদ চালানোর পর জব্বর শেখের চিৎকার শুনে জেহাদ বন্ধ করে, কিন্তু উত্তেজনা থামে না।

প্রতিবাদীরা বলে, পরের শুক্কুরবার থিকা আমরা আবর পচ্চিমের টিনের মছিদেই যামু, অইডাই আমাগো আসল মছিদ, ইস্মাগলারের দালানের মছিদে নমজ পরনের আমাগো কাম নাই।

জব্বর শেখ আজ একা বাড়ি ফিরতে পারে না, অনেকেই তার সঙ্গে আসে।

জব্বর শেখ বলে, এমুন অইব আমি চিন্তাও করতে পারি নাই।

এক যুবক বলে, চাচা, জুলমত চাকলাদার আমাগো মইদ্যে অশান্তি লইয়া আইছে, আপনে ডাইব্যেন না, আমরা আছি।

আরেক যুবক বলে, চাচা, আপনে ময়নারে ঢাকা লইয়া যান, ডাক্তর দেহাইয়া আনেন, অহন এইডা কোন ব্যাপার না।

জব্বর শেখ বলে, দ্যাহি, বাবারা।

দেড় মাসেরও বেশি সময় পর জব্বর শেখ কথা বলে ময়নার মার সঙ্গে; কথা শুরু করতে তার সময় লাগে।

জব্বর শেখ বলে, ময়নার মা, তোমার লগে একটা কতা আছে।

চমকে উঠে ময়নার মা বলে, কন, কি কতা?

জব্বর শেখ বলে, ময়নারে ঢাকা লইয়া যাইতে অইব।

ময়নার মা বলে, ক্যা?

জব্বর শেখ বলে, হাসপাতালে গিয়া ময়নারে খালাস করাইয়া আনতে অইব। এই রকম রাকন যাইব না।

ময়নার মা কথা বলতে পারে না, তার বুকের ভেতর থেকে একটা চিৎকার উঠে আসতে চায়।

জব্বর শেখ বলে, কতা কও না ক্যা?

ময়নার মা বলে, আমি কি কমু?

জব্বর শেখ বলে, অইডা হালাইতে অইব না?

ময়নার মা বলে, ময়না কি রাজি অইব?

জব্বর শেখ বলে, কও কি? রাজি অইব না ক্যা? ময়না কি বোজে না?

ময়নার মা বলে, না, ময়না বোজে না।

জব্বর শেখ বলে, কও কি?

ময়নার মা বলে, ময়নারে কাচা আনারস খাওয়াইতে চাইছিলাম, চাচি হরি কইছিল অইতেই খইস্যা যাইত, হেইডাই হে খাইতে রাজি অয় নাই।

জব্বর শেখ বলে, কও কি?

ময়নার মা বলে, হ।

জব্বর শেখ বলে, তুমি ময়নারে কইয়া দ্যাহ।

ময়নার মা বলে, আমার কতা হোনব নি?

জব্বর শেখ বলে, ময়না ত কতা না হোননের মাইয়া না।

ময়নার মা বলে, তয় আপনেই কইয়া দ্যাহেন।

জব্বর শেখ বলে, বাপ অইয়া আমি এই কতাডা মাইয়ারে ক্যামনে কই?

ময়নার মা বলে, আমার কতা হোনব না।

জব্বর শেখ বলে, ময়না কতা না হোননের মাইয়া না।

ময়নার মা বলে, আপনেই কন।

জব্বর শেখ বলে, আমি কমু?

জব্বর শেখকেই বলতে হবে ঢাকা যাওয়ার কথা, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পারে না কীভাবে ময়নাকে বলবে। সে তো ময়নার সঙ্গে কথা বলতেই ভুলে গেছে, আর এমন কথা সে কীভাবে বলবে? দূর থেকে সে ময়নাকে দেখে, কখনো কখনো কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়, ময়না তার দিকে মুখ তুলে তাকায়, ময়নাও কিছু বলতে পারে না, সেও কিছু বলতে পারে না।

সে যখন স্তব্ধ ছিলো তখন বেশ ভালো ছিলো, কিন্তু এখন সে অস্থির হয়ে উঠেছে, সারাক্ষণ তার শরীর কাঁপছে। খেতে কাজ করার সময় তার মনে হয় এখনই গিয়ে সে ময়নাকে কথাটি বলবে, সে কাজ বন্ধ ক'রে হাঁটতে শুরু করে, আবার ফিরে এসে কাজ শুরু করে; গরু দোয়ানোর সময়, খড় দেয়ার সময় তার মনে হয় এখনই গিয়ে সে ময়নাকে বলবে ঢাকা যাওয়ার কথা, কিন্তু গিয়ে বলতে পারে না। সে ঢাকার রাস্তাঘাটের কথা ভাবতে থাকে, হাসপাতালের কথা ভাবতে থাকে, কোন হাসপাতালে নেবে, তার কথা ভাবতে থাকে। সে এ-রকম হাসপাতাল চেনে না, তবে বের ক'রে নিতে পারবে, যাওয়ার আগে ওই ছেলেদের সঙ্গে আলাপ ক'রে নেবে; এগুলো সে পারবে, কিন্তু ময়নার সঙ্গে কথাটিই বলতে পারছে না।

দু-তিন দিন কেটে যায়, জব্বর শেখ আরো অস্থির হয়ে ওঠে।

আমার মাইয়াডা এত লক্ষ্মী মাইয়া, আল্লায় অর কপালে এইডা ল্যাকছিল? এইডা আল্লার কাম অইল?

মাইয়াডার লিগা আমার দিনরাইত পরাণ কান্দে।

অর কপালে এইডা ল্যাকছিল আল্লায়? এইডা আল্লার কাম অইল?

অহন আমার মাইয়াডার কি অইব?

মাইয়াডারে কলেজে ইনভার্চিডিতে পরাইতে চাইছিলাম, আমার মাইয়াডা পারত, আমার মাইয়াডা বই ছারা কিচু বুজত না।

আমি কত সপন দ্যাকছি ময়না পাশ কইরা চাকরি করছে, আমার সপন আল্লায় এমুন কইর‍্যা ভাইঙ্গা দিল?

মাইয়াডারে খালাস করতে অইব।

আমার মাইয়াডারে বাচাইতে অইব।

অরে আমি পরামু, আমার মাইয়া ইনভার্চিডিতে পরব।

ময়নারে খালাস করতে অইব।

তয় আমি ময়নারে এই কতা ক্যামনে কমু?

আমারে কইতে অইবই।

এক দুপুরে জব্বর শেখ ময়নার ঘরে গিয়ে দেখে ময়না শুয়ে শুয়ে একটা দা নিয়ে খেলছে, দাটির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে।

জব্বর শেখ ডাকে, ময়না।

ময়না শোয়া থেকে দ্রুত উঠে ব'সে বলে, কি বাবা?

জব্বর শেখ বলে, ময়না, মা তুই কেমুন আছছ?

ময়না বলে, ভাল আছি, বাবা।

জব্বর শেখ বলে, দাও দিয়া তুই কি করছ?

ময়না বলে, দাওডা আমি লগে লগে রাকি।

জব্বর শেখ বলে, এইডা দিয়া কি করবি?

ময়না চুপ ক'রে থাকে। ময়নার দিকে তাকিয়ে, তার এতো সুন্দর মেয়েটির জন্যে, হাহাকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে করে জব্বর শেখের।

জব্বর শেখ বলে, ময়না, একটা কতা কইতে আইলাম।

ময়না বলে, কি কতা, বাবা?

জব্বর শেখের গলা থেকে কোনো কথা বেরোতে চায় না, সে ময়নার দিকে তাকাতে পারে না।

ময়না আবার বলে, কি কতা, বাবা?

জব্বর শেখ বলে, তরে লইয়া ঢাকা যামু।

ময়না বলে, ঢাকা যাইয়া কি করুম?

জব্বর শেখ আবার নির্বাক হয়ে পড়ে, তার বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে; জব্বর শেখ হু হু ক'রে কেঁদে ওঠে।

ময়না বলে, বাবা, আপনে কান্দেন ক্যা?

জব্বর শেখ বলে, তর লিগা, মা।

ময়না বলে, আমার লিগা কাইন্দেন না।

জব্বর শেখ বলে, আমার রাইত দিন কান্দন আহে, মা রে।

ময়না বলে, কাইন্দেন না।

জব্বর শেখ বলে, ময়না, তরে লইয়া ঢাকা যাইতে অইব।

ময়না বলে, কিয়ের লিগা, বাবা?

জব্বর শেখ উত্তর দিতে পারে না, সে মাথা নিচু ক'রে ব'সে থাকে; ময়না তার বাবার দিকে চেয়ে থাকে।

ময়না আবার বলে, কিয়ের লিগা, বাবা?

জব্বর শেখ বলে, তরে লইয়া হাসপাতালে যাইতে অইব, তরে খালাস কইর‍্যা আনতে অইব।

ময়না কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, না, বাবা।

চমকে ওঠে জব্বর শেখ, বলে, অইডা খালাইতে অইব, মা।

ময়না বলে, না।

জব্বর শেখ বলে, নাইলে আমরা মোক দ্যাহাইতে পারুম না, তুই মোক দ্যাহাইতে পারবি না।

ময়না বলে, না, বাবা।

ময়নার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে জব্বর শেখ, তার মেয়েটি যে এমন স্পষ্টভাবে না করতে পারে, সে আগে ভাবে নি, ময়নার কণ্ঠস্বরের কাছে সে অসহায় বোধ করে। ইছামতিতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রচণ্ড ঝড়ে, বিলে জাতসাপের মুখোমুখি প'ড়ে আর বজ্রবিদ্যুতের মধ্যেও সে এতোটা অসহায় বোধ করে নি।

সে আর কোনো কথা বলতে পারে না।

জব্বর শেখ টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

ময়না শোয়া থেকে উঠে বিছানায় হেলান দিয়ে বসে, চোখ বন্ধ ক'রে সে নিজেকে দেখতে চায়, চোখ বন্ধ করতেই সে পাটখেতের অন্ধকার গর্তটি দেখতে পায়, সবুজের ভেতরে গভীর অন্ধকার গর্ত দেখে সে শক্ত হয়ে ওঠে; দেখে হাতে দাটি নিয়ে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, পাটপাতার সবুজে সে সবুজ হয়ে গেছে, বিকেলের রোদের সোনায় সে সোনা হয়ে গেছে, তার দাটি ঝকঝক করছে সবুজে সোনায়; সে দেখে চারদিক থেকে দাঁত উঁচিয়ে আসছে শুয়োরগুলো, সে তাদের দেখে ভয় পাচ্ছে না, সে একেকটিকে কোপাচ্ছে দা দিয়ে, কোনোটির মাথা দু-ভাগ হয়ে যাচ্ছে, কোনোটির হাত খ'সে পড়ছে, কোনোটির বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে, পচা রক্তের গন্ধে দেশ ভ'রে যাচ্ছে, শুয়োরগুলো গোঙাচ্ছে, কিন্তু সে দা দিয়ে কুপিয়ে চলছে, ওদের টুকরো টুকরো ক'রে ফেলছে, ওদের গোস্ত টুকরো টুকরো ক'রে কুত্তার মুখে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

সব কিছু আমার আগে ভাল লাগত।

অহন সব টুকরা টুকরা কইর‍্যা ফালাইতে ইচ্ছা অয়।

টুকরা টুকরা কইর‍্যা ফালামু।

ফালা ফালা কইর‍্যা ফালামু।

হুয়রগুলিরে টুকরা টুকরা কইর‍্যা ফালামু।

হুয়রগুলির লউয়ে খাল ভাসাইয়া ফালামু, দ্যাশ ভাসাইয়া ফালামু, গাঙ

ভাসাইয়া ফালামু।

হুয়রে দ্যাশ ভইর‍্যা গ্যাছে।

রাস্তায় রাস্তায় হুয়র।

এই হানে অই হানে হুয়র।

আমার প্যাডে একটা হুয়র অইছে।

আমি কি মইর‍্যা যামু?

মরুম ক্যা?

ম্যাগ দ্যাকতে আমার সুক লাগে।

পাটখেত দ্যাকতে আমার সুক লাগে।

পিয়াজ ভর্তা দিয়া পান্তাভাত খাইতে আমার সুক লাগে।

বই পরতে আমার সুক লাগে।

আমি মরুম ক্যা?

আমি মরুম না।

আমি কি পাগল অইয়া যামু?

ক্যা পাগল হমু?

আমি পাগল অমু না।

আমার শরম লাগনের কতা?

কিয়ের শরম?

আমি শরমের কাম করছি নি?

আমার অসুক অইছে?

না।

আমার কিছু অয় নাই।

আমি আবর ইস্কুলে যামু।

আমি আবর পরুম।

পরন আমার ভাল লাগে, পরতে সুক লাগে।

আমি ঘরে বইয়া রমু না।

সন্ধ্যায় ময়না পড়তে বসে, মন দিয়ে পড়ে, বই খুললেই তার মন বইয়ের পাতায় জড়িয়ে যায়; একটির পর একটি বই পড়ে, যেনো আগামী কাল ক্লাসে স্যারেরা অনেক পড়া ধরবে, তাকে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে সম্পাদ্য বোঝাতে হবে। ময়নার মুখটি নির্মল স্নিগ্ধ সুন্দর হয়ে ওঠে। তার মুখোমুখি টেবিলে ব'সে পড়ছে হনেছ, তার পড়তে ইচ্ছে করছে না, পড়তে ভালো লাগছে না, বই তার চোখে খটখটে মনে হচ্ছে; ময়নার পড়া দেখে সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ময়নার দিকে।

ইনেছ জিজ্ঞেস করে, বুজি, তুমি ত ইস্কুলে যাও না, তইলে তুমি পর ক্যা?

ময়না বলে, পরতে আমার সুক লাগে।

ইনেছ বলে, কও কি বুজি? পরতে আবর সুক লাগে নি?

ময়না বলে, কছ কি তুই, ইনেছ? তর সুক লাগে না?

ইনেছ বলে, পরতে কষ্ট লাগে।

ময়না চমকে উঠে বলে, ক্যা?

ইনেছ বলে, দোস্তে কইছে বেশি পইর‍্যা কাম নাই, অহন আমাগো দ্যাশে পরনের কাম কি?

ময়না বলে, কছ কি তুই, ইনেছ?

ইনেছ বলে, হ।

ময়না বলে, তাইলে তুই কি করবি? আউল্যাগিরি করবি?

ইনেছ বলে, না।

ময়না বলে, তাইলে কি করবি?

ইনেছ বলে, দোস্তে কইছে সৈদিতে গিয়া কাম করলেই বহুত ট্যাকা অইব। অত পইর‍্যা কষ্ট কইর‍্যা লাব কি?

ময়না উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কছ কি তুই, ইনেছ, তুই কছ কি? তুই আর তর দোস্তের লগে মিশবি না।

ইনেছ বলে, ক্যা?

ময়না বলে, তুই সৈদিতে গিয়া ম্যাতর অবি নি? তুই হেই হানে গিয়া কামলা খাডবি নি?

ইনেছ বলে, সৈদিতে গিয়া ম্যাতর অইতে অয়?

ময়না বলে, হ।

ইনেছ বলে, বুজি, তয় আমাগো গ্যারামের হেরা সৈদিতে গিয়া ম্যাতর অয়? কামলা খাডে?

ময়না বলে, হ, তারা কামলা খাডে, ম্যাতর হয়, চাকর থাকে, আর দ্যাশে আইয়া দোতালা ঘর বানাইয়া ফুডানি করে।

ইনেছ বলে, হাচা কতা নি, বুজি?

ময়না বলে, হ।

ইনেছ বলে, বুজি, তুমি জানলা ক্যামনে?

ময়না বলে, হেইডা আমি জানি, পত্তিকায় পরছি। তুই সৈদি গিয়া কামলা খাডবি? অইদেশের মাইনষের বাইরতে চাকর থাকবি? হ্যারা তরে মেচকিন কইর‍্যা দিনরাইত গাইল দিব।

ইনেছ বলে, আমি কামলা খাডতে পারুম না, চাকর থাকতে পারুম না।

ময়না বলে, তুই তর দোস্তরে ছাইর‍্যা দে, অইডার লগে মিশলে তর ল্যাকাপরা অইব না। ইনেছ, তুই মন দিয়া পর।

ইনেছ বলে, পরতে যে কষ্ট লাগে।

ময়না বলে, ধুর বোকা, পরতে আবর কষ্ট কি? পরলে ত সুক লাগে, কত কিচু জানন যায়, কত কিচু বোজন যায়; বর বর চাকরি করন যায়। ক, ইনেছ, আমার আত ছুইয়া ক, তর অই দোস্তের লগে আর যাবি না, তারে ছাইর‍্যা দিবি?

ইনেছ বলে, আইচ্ছা, ছাইর‍্যা দিমু, বুজি। তাইলে তুমি অহন আমারে ব্যাকারনের পরাডা বুজাই দেও।

ময়না বলে, অই ইনেছ, বাইরতে আমরা গ্যারামের কত্য কই, তয় পরনের সোম গ্যারামের কতা কওন যাইব না, শুদ্দু কতা কইতে অইব, শুদ্দু কতা ল্যাকতে অইব। অইডা 'ব্যাকারন' না, অইডা 'ব্যাকরণ'।

ইনেছ বলে, কি কইলা, বুজি?

ময়না বলে, কইলাম ব্যাকরণ।

ইনেছ বলে, বাবারে! ব্যাকারন।

ময়না বলে, আবর ব্যাকারন! এইডা অইল ব্যাকরণ।

ইনেছ বলে, আমাগো শুদ্দু কতা হিগতে অইব?

ময়না বলে, হ।

ইনেছ বলে, শুদ্দু কতা হিগুম কোন হানে? আমাগো ছাররাও দিহি খালি গ্যারামের কতা কয়, একটাও শুদ্দু কতা কয় না।

ময়না বলে, ফরিদ ছারের কেছে হিগতে অইব, বই পইর‍্যা হিগতে অইব, বই পইর‍্যা সব হিগন যায়। আমি তরে হিগাই দিমু।

ইনেছ অবাক হয়ে বলে, বুজি, তুমি শুদ্দু কতা কইতে পার নি?

ময়না বলে, পারবো না কেন? তবে শুনলে তোর হাসি পাবে। গ্রামে তো আমরা শুদ্ধ কথা বলি না, গ্রামের কথা বলি।

ইনেছ বলে, বুজি, আমার আসি পাইতে আছে না, তোমার কতা হুইন্যা আমার ভাল লাগতে আছে।

ময়না ইনেছকে জড়িয়ে ধ'রে বলে, ইনেছ, ও আমার ছোট্ট মিষ্টি ভাই, তুই খুব ভালো, তোকে আমি ভালোবাসি, তুই পড়বি, ভালো পাশ করবি, বড়ো চাকুরি করবি, আর অনেক বই পড়বি, অনেক বই।

ইনেছ বলে, বুজি, আরো কও, হুইন্যা আমার সুক লাগতে আছে।

ময়না বলে, ইনেছ, তোকেও এভাবে কথা বলতে হবে, তোকে অনেক লেখাপড়া শিখতে হবে, অনেক বই পড়তে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে, আমিও অনেক বই পড়বো, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবো।

ইনেছ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ময়নার দিকে।

ময়না বলে, আমাদের গ্রাম সবুজ, আমাদের নদী সুন্দর, আমাদের আকাশ নীল, কিন্তু এখানে শুয়োরেরা এসেছে, আমাদের যেতে হবে সুন্দর গ্রামে, সুন্দর নদীর পারে, আরো নীল আকাশের নিচে, যেখানে শুয়োর নেই।

ইনেছ বলে, বুজি, আমারে তুমি শুদ্দু কতা কওন হিগাইয়া দিও।

ময়না ইনেছকে জড়িয়ে ধ'রে বলে, শেখাবো।

ইনেছ বলে, বুজি, তুমি ল্যাকাপরা বন্দ কইর না, তুমি আমার লগে ইস্কুলে লইও, তুমি অনেক পাশ করবা।

ময়না বলে, যাবো, কালই যাবো।

ইনেছ খুশি হয়ে বলে, আমরা এক লগে যামু, বুজি, এক লগে যামু।

পরদিন সকালে উঠে ময়না সেই আগের মতো বইপত্র গোছায়, গোসল করে, একটু পড়ে, ভাত খায়, দশটার দিকে ইস্কুলের পোশাক প'রে ইনেছকে নিয়ে ইস্কুলে যাওয়ার জন্যে ঘর থেকে বেরোয়।

ময়নার মা দৌড়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করে, অই ময়না, তুই কই যাইতে আছছ?

ময়না বলে, মা, আমি ইস্কুলে যাইতে আছি।

ময়নার মা বলে, ইচকুলে যাইতে আছছ? কে তরে ইচকুলে যাইতে কইছে?

ময়না বলে, কেও কয় নাই।

ময়নার মা বলে, তাইলে তুই ইচকুলে যাইতে আছছ ক্যা?

ময়না বলে, আমি আবর পরুম।

ময়নার মার মাথায় বজ্রপাত হয়, অনেকক্ষণ সে কথা বলতে পারে না।

শেষে ময়নার মা বলে, ইচকুলে তর নাম আছে নি? তর বাপে না তর ল্যাকাপরা বন্দ কইর্যা দিছে? তর নাম কাইট্যা দিছে না?

ময়না বলে, আমি আবর ভর্তি অমু।

ময়নার মা বলে, তুই কছ কি?

ময়না বলে, হ।

ময়নার মা বলে, তরে হ্যারা পরাইব নি?

ময়না বলে, দ্যাহি, আমি পরুম।

ময়নার মা বলে, ময়না, তর পরনের কাম নাই, মাইয়া মাইনষের অত পইর্যা কি অইব?

ময়না বলে, মা, আমি পরুম।

ময়না আর ইনেছ একটু একটু ক'রে হাঁটতে থাকে।

ইনেছ বলে, বুজি, তোমারে আবর সোন্দর দ্যাহাইতে আছে।

ময়না বলে, ক্যা?

ইনেছ বলে, ইস্কুলে যাওনের সোম তোমারে সোন্দর দ্যাহায়।

ময়না বলে, সত্য কইছছ, ইনেছ?

ইনেছ বলে, হ, বুজি।

ময়না বলে, তুই আমার বুকের ভাই।

ময়নার মা চিৎকার ক'রে বলে, অই ময়না, তরে মাস্টররা পরাইব নি? অই ময়না, তই ইচকুলে যাইচ না, মাইয়াগো আর ইচকুলে পরাইব না।

ময়না বলে, আমি পরুম।

ময়নার মা বলে, অ রে ময়নারে, তর লিগা আমি মাইনষের কাছে মোক দ্যাহাইতে পারুম না রে।

ইনেছ বলে, মা, বুজি পরব, তাইলে আমি পরুম।

ময়না বলে, মা, তুমি কাইন্দ না, আমি ইস্কুলে যাইতে আছি।

ময়নার মা কেঁদে ওঠে, অ রে ময়না, আল্লায় যে তর কপালে কি ল্যাকছে।

ময়না বলে, অই ল্যাকন আমি মানি না।

ময়না ও ইনেছ ইস্কুলের দিকে হাঁটতে থাকে। পথে পা দিয়ে তার ভালো লাগে সুখ লাগে আনন্দ লাগে; এই পথে সে কতো দিন গেছে, এই পথে সে কতো দিন যায় নি, এই সোনালি রোদে সে কতো দিন হেঁটেছে, এই রোদে সে কতো দিন হাঁটে নি। গাছপালাগুলোর দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে গাছগুলোর সঙ্গে কথা বলে, পথের মাটির সঙ্গে কথা বলে, দু-পাশের খেতের ঘাসের সঙ্গে কথা বলে, রোদের সঙ্গে কথা বলে, কয়েকটি শালিখের সঙ্গে কথা বলে।

বই বুকের কাছে চেপে ধ'রে ইস্কুলের পোশাক প'রে ময়নাকে যেতে দেখে অনেকে চমকে ওঠে; রাস্তার পাশে খেতে কাজ করছিলো বুড়ো রেজ্জাক ঢালি, সে কাজ রেখে দৌড়ে এসে দাঁড়ায় ময়নার সামনে।

ময়না সালাম দিয়ে বলে, দাদা, আপনে কেমুন আছেন?

রেজ্জাক ঢালি বলে, ভাল নাই, দাদি।

ময়না বলে, ক্যা, দাদা?

রেজ্জাক ঢালি বলে, তোমারে দাদি কয় মাস দ্যাহি নাই বইল্যা, তুমি ইচকুলে যাইতে আছ দ্যাকলে আমার সুক লাগত।

ময়না বলে, এই কতা হইন্যা কি যে সুক পাইলাম।

রেজ্জাক ঢালি বলে, দাদি, তুমি আবর ইস্কুলে যাইতে আছ নি?

ময়না বলে, হ, দাদা।

রেজ্জাক ঢালি বলে, দাদি, তোমারে দেইক্যা আমার মনডা ভাল অইয়া গ্যাল, তোমার কতা আমার সব সোম মনে অয়।

ময়না বলে, ক্যা, দাদা?

হেকমত ঢালি বলে, তোমারে মনে না কইরা পারে?

ময়না জিজ্ঞেস করে, কিসের দিলা, দাদা?

হেকমত ঢালি বলে, তুমি ইস্কুলে যাইতে আছ, দ্যাখলেই আমার সুখ লাগে, কত মন খইয়া দুখ পাই না।

ময়না বলে, আমি আবার ইস্কুলে যামু।

হেকমত ঢালি বলে, যাইও দাদি, তোমারে আমি দোয়া করি, তুমি পাশ কইরা বড় চাকরি করবা, আমি তোমার বাইরতে কাম করুম।

ময়না বলে, আইচ্ছা, দাদা, আমারে দোয়া কইরেন।

ময়নার বুক সুখে ভ'রে ওঠে; তাহলে তাকে সবাই খারাপ চোখে দেখে না? না তার জন্যে মায়া আছে অনেকের? এই মাটি কি তাকে খারাপ চোখে দেখে? কি তার জন্যে মায়া আছে এ-মাটির? এই রোদ কি তাকে খারাপ চোখে দেখে? তাকে মায়া করে? ওই আকাশ? ওই দিন? ওই ধান? ময়নার মনে হয় আকাশ তাকে মায়া করে, রোদ তাকে মায়া করে, ধান তাকে মায়া করে; আর সব মানুষ খারাপ নয়, বুড়া নয়, শেয়াল নয়, হারামজাদা নয়; অনেক হেকমত ঢালি আছে, যারা তার কথা ভাবে, তাকে মায়া করে। কিন্তু তার ভয় হয়, ইস্কুলে গেলে কি হবে? হেডমাস্টার কি তাকে ঢুকতে দেবেন? মওলানা স্যার? মফিজ স্যার খুশি হবেন, কিন্তু তাঁর কি ক্ষমতা আছে? তিনিই তো বিপদে আছেন সব সময়।

ইতেম বলে, বুজি, আইজ আমার ইস্কুলে যাইতে মজা লাগতেছে।

ময়না বলে, ক্যা?

ইতেম বলে, বুজি, তুমি শুদ্ধ কথা কও, আমি শিখুম।

ময়না বলে, কেনো মজা লাগছে?

ইতেম বলে, তুমি যে যাইতে আছ আমার লগে।

ময়না বলে, তুমি যে যাচ্ছো আমার সাথে।

ইতেম খিলখিল ক'রে হেসে বলে, বাবারে! কি কঠিন! তুমি যে যা-চ্-ছো আমার সাথে।

ময়না বলে, ইতেম, তুই পারলি।

ইতেম বলে, পারলাম, বুজি?

ময়না বলে, পারলো, বুজি?

ইতেম বলে, বুজি কও? শুদ্ধ কথায় না আপা কয়?

ময়না বলে, থাক, তোর আপা বলতে হবে না, বুজিই ভালো।

ইতেম বলে, আপা কইতে ত সোন্দর লাগে।

ময়না বলে, বুজিই আমার ভালো লাগে।

ময়না ও ইতেম যখন ইস্কুলে গিয়ে পৌঁছে, তখন ক্লাশ শুরু হতে দেরি আছে, নানা রকমের খেলায় মেতে আছে ছেলেরা, এই খেলা না থাকলে তারা ইস্কুলে আসতো না। ময়না দেখে একটিও মেয়ে নেই, আগে তো অনেক মেয়ে থাকতো। তাকে দেখে ছেলেদের খেলা বন্ধ হয়ে যায়, ইস্কুল বাড়িটি নীরব হয়ে ওঠে, যেনো হঠাৎ বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে ইস্কুলে। ময়না সকলের দিকে চোখ তুলে তাকায়, তার কাছে কেউ কেউ ছুটে আসে, ময়না গিয়ে নবম শ্রেণীতে তার জায়গাটিতে বসে।

তার সঙ্গে এই শ্রেণীতে আরো পাঁচটি মেয়ে পড়তো, তারা নেই। তাদের বেঞ্চে এখন ছেলেরা বসে; তার জায়গায় যে-ছেলেটি বই রেখেছে তার বইগুলো একটু সরিয়ে দিয়ে সে তার বইগুলো রাখে, ছেলেটি বসে, তার পাশে কেউ বসতে আসে না, ময়না এক গভীর শূন্যতা বোধ করে। সে ভাবতে চায় তার পাশে সখিরা আছে, কিন্তু তারা নেই, ময়না চুপ ক'রে তার জায়গাটিতে ব'সে থাকে।

তখনও ক্লাশ শুরু হওয়ার অনেক দেরি।

নবম শ্রেণী আগে কখনো এতোটা নিস্তব্ধ থাকে নি।

ক্লাশটিকে ময়নার অচেনা লাগে, ব্ল্যাকবোর্ড ভেঙে খেলবার জায়গাটাকে তার ক্লাশের এক কোণায় যে-চতুষ্কোণটি বানানো হয়েছে, সেটিকেও তার অচেনা লাগে, আর ক্লাশটিও অচেনা লাগে ময়নাকে। যদি পুরোপুরি অচেনা হতো, তাহলে এমন লাগতো না; চেনা জিনিস অচেনা হয়ে গেলে, এবং তাদের মধ্যে আগন্তুক হয়ে ব'সে থাকতে হ'লে যে-শূন্যতার ভার বইতে হয়, তা ময়নাকে পিষ্ট করতে থাকে। ছেলেরা যে এতোটা চুপ ক'রে থাকতে পারে ছেলেরাও কখনো জানে নি।

নিস্তব্ধতা বেশিক্ষণ টেকে না; হেডমাস্টার, অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার, মওলানা স্যার, মফিজ স্যার, ও আরো অনেক স্যার একত্রে বেগে চারদিকে সাড়া জাগিয়ে এসে ক্লাশে ঢোকেন। একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে দিলে, তারা বিপদকে বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করার জন্যে ছুটে এসেছেন। সবাই দাঁড়িয়ে যায়, ময়না দাঁড়ায় সবার আগে। হেডমাস্টার বসতে বলেন, ছেলেরা বসে, ময়না দাঁড়িয়ে থাকে।

মওলানা স্যার ঢুকেই বলেন, নাউজুবিল্লা, এই মাইয়াডা আবার আইছে, ইস্কুলডারে নাপাক কইরা ফালাইছে।

হেডমাস্টার বলেন, এই ফাতেমা (ময়নার আসল নাম মোসাম্মৎ ফাতেমা বেগম), তুই ইস্কুলে আইছস ক্যা? তরে আইতে কে কইছে?

ময়না চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, তার মাথা সে তুলতে পারে না; তার মাথার ওপর শূন্যতার ভার চেপে আছে।

হেডমাস্টার আবার বলেন, তুই ইস্কুলে আইছস ক্যা?

ময়না এবার মুখ তুলে তাকায়, বলে, আমি পড়বো, স্যার।

তার স্যাররা একবার চমকে ওঠে।

শুধু তার কথা শুনে নয়, তার মুখটি দেখেও। তাঁদের মনে হয়েছিলো তাঁদের যে-মেয়েটি পাটখেতে ধর্ষিত হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, যাকে তারা ঘৃণায় দেখতেও যায় নি, যার পেটে একটা অবৈধ সন্তান এসেছে, সে-মেয়েটি প'চে গ'লে নষ্ট হয়ে গেছে, তার মুখের দিকে তাকানো যাবে না, কিন্তু তাঁরা দেখেন সেই মেয়েটি আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে, তার মুখ থেকে একটা আলো বেরোচ্ছে, এবং তার কণ্ঠস্বর একটা সুরের মতো বেজে উঠেছে, যে-সুর তারা এতো দিন শোনেন নি।

এই সৌন্দর্য আর এই সুর এলো কোথা থেকে? ময়নার সৌন্দর্য আর কণ্ঠস্বরের সুর তাঁদের কিছু সময়ের জন্যে বিবশ ক'রে দেয়। হেডমাস্টার ময়নার কথা শুনে একবার অসার হয়ে পড়েন, তিনি কিছুক্ষণ চেষ্টা করেন নিজের ভূমিকা ফিরে পাওয়ার জন্যে, তারপর নিজের ভূমিকা ফিরে পান।

তিনি বলেন, তর ত খাতায় নাম নাই, আমাগো ইচকুলে আমরা আর মাইয়াগো পরাই না, তুই জানচ না?

ময়না বলে, স্যার, আমি পড়তে চাই।

মওলানা সাব বলেন, মাইয়া মাইনষের আবর পরন কি রে ছেমরি, বহুত পরন অইছে, নাউজুবিল্লা। হে প্যাডে একটা জাউর‍্যা লইয়া ইচকুলে আইছে।

ফরিদ স্যার বলেন, মওলানা সাহেব, আপনি অভদ্র কথা বলবেন না; ও পড়তে চাইলে আমরা ওকে পড়াবো।

মওলানা সাব বলেন, জেনা করা মাইয়ারে আবর কি কমু? অহনও যে এইভাবে পাতর ছুইর‍্যা মাইর‍্যা হালান অয় নাই এইতে আল্লার গজব পরব।

হেডমাস্টার বলেন, ফাতেমা, তরে আমরা পরাইতে পারুম না, তুই ক্যালাশ থিকা বাইর অইয়া যা।

ময়না বলে, স্যার, পড়তে আমার ভালো লাগে।

মওলানা সাব বলেন, প্যাডে একটা জাউর‍্যা লইয়া আবর পরতে ভাল লাগে, নাউজুবিল্লা, অহনও বাইচ্যা আছছ এই বেশি।

ময়না বলে, স্যার, আমি পড়তে চাই, নইলে আমি বাঁচবো না।

হেডমাস্টার বলেন, তরে আমরা পরাইতে পারুম না। মাইয়াগোই আমরা পরামু না, তার উপর তর প্যাডে একটা জাউর‍্যা আইছে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার বলেন, ও আইছে পোলাগুনিরে নাশ করনের লিগা, ও আইলে পোলাগুনি নাশ অইয়া যাইব। অই ছেমরি, তর লজ্জাশরম নাই? প্যাডে একটা জাউর‍্যা লইয়া বাইর অইতে তর শরম লাগল না?

ময়না বলে, না।

আবার সবাই চমকে ওঠে, মেয়েটির মুখ থেকে যেনো বজ্রপাত হচ্ছে।

ফরিদ স্যার বলেন, ওকে এভাবে গালি দেয়া ঠিক হচ্ছে না, ওকে আমাদের পড়ানো উচিত, অন্য মেয়েদেরও পড়ানো উচিত।

মওলানা সাব বলেন, আপনের মতন মুরতাদগো লিগাই মাইয়া মাইনষেরা বেদ্দিন ব্যালাহাজ অইয়া যাইতে আছে, এইর লিগাই জেনা বাইর‍্যা যাইতে আছে, আস্তাগফেরুল্লা।

ফরিদ স্যার বলেন, আপনি অভদ্রতা করবেন না।

হেডমাস্টার বলেন, তুই অহনই বাইর অইয়া যা, নাইলে তরে দপ্তরি দিয়া টাইন্যা বাইর কইর‍্যা দিমু।

ময়না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলো।

কাঁপতে কাঁপতে সে বলে, স্যার, আমি পড়বো।

বলতে বলতে তার চোখ অন্ধকার হয়ে আসে, সে কিছু দেখতে পায় না; জ্ঞান হারিয়ে সে বেঞ্চের ওপর, এবং বেঞ্চ থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ময়নার যখন ঘুম ভাঙে তখন বিকেল হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে আঁধার কেটে গিয়ে যখন তার চোখে বিকেলের আলো ঢোকে, প্রথম তার মনে হয় সে এক অচেনা জায়গায় আছে, যেখানে সে কখনো ছিলো না, তার মাথার ভেতর কুয়াশা উড়ছে, নদী বয়ে যাচ্ছে, কাশফুল কাঁপছে; শেষে দেখে সে তার বিছানায় শুয়ে আছে। তার মা ব'সে আছে, ইনেছ ব'সে আছে, এবং ব'সে আছে সইরা।

ঘুমটা তার খুব ভালো হয়েছে; সে বলে, মা, বিয়ান অইছে?

রহিমা বলে, সই, অহন বিয়ান না, অহন বিয়ালবেলা।

ময়না বলে, বিয়ালবেলা? আমার মনে অইছে বিয়ান অইল।

রহিমা বলে, তাইলে সই তর ভাল ঘোম অইছে।

ময়না চারদিকে তাকায়, সইদের দেখে সে খুশি হয়ে ওঠে।

ময়না বলে, সই, তরা কুখন আইছছ?

ফুলি বলে, দুইফরে আইছি, আইয়া দ্যাহি তুই ঘুমাই আছছ।

ময়না বলে, হ, কহন যে ঘুমাই পরলাম মনে নাই। আমি ঘোমাইতে চাই নাই, অ্যামনেই ঘোম আইয়া গ্যাল।

ফজু বলে, সই, তুই আইজ ইস্কুলে গ্যাছিলি; হেই কতা হুইন্যা আমরা তরে দ্যাকতে আইলাম।

ময়না বলে, আমি ইস্কুলে গ্যাছিলাম?

ফজু বলে, সই, তর মনে নাই?

ময়না বলে, মনে ত পরতে আছে না।

ফুলি বলে, সই, তুই ইস্কুলে গ্যাছিলি, হেইডা লইয়া কত গণ্ডগোল অইয়া গ্যাছে ইস্কুলে, হেই কতা হুইন্যাই ত আমরা আইলাম।

ময়না বলে, তাইলে আমি আবর ইস্কুলে যামু।

রহিমা বলে, সই, আমারও ইস্কুলে যাইতে মন চায়, সকাল অইলে আর

বাইরতে মন টিকতে চায় না; তয় ইস্কুলে আমাগো আর পরাইব না; আমাগো ত ন্যাকপরা বন্দ অইয়া গ্যাছে, আমাগো পরাইব না।

ময়না বলে, পরাইব না ক্যা? আমরা পাশ করি নাই?

রহিমা বলে, আমাগো পাশের আবর দাম কি?

ফুলি বলে, হেই কতা তর মনে নাই?

ফজু বলে, আমরা অইলাম মাইয়ালোক, আমাগো আবর পরন কি? সব পরন পাট ভইরা পুরুষপোলারা পরব।

রহিমা বলে, হ, অই ছ্যামরাগুনি অহন পরে নি? অরা ইস্কুলে আহে বিরি খাওনের লিগা, খালনের লিগা। অরা অহন দুবাই সৈদিতে গিয়া চাকর ম্যাতর খাতনের লিগা পাগল অইয়া আছে।

ফুলি বলে, তয় আমাগো কপালে পরন নাই।

ফজু বলে, আমাগো কপালে আছে দুবাই সৈদি চাকরম্যাতরগো বউ অওন। হেরা লাক টাকা লইয়া আমাগো বিয়া কইরা দ্যাশে থুইয়া যাইব, পাচ বচ্ছর পর দুই তিন জুলি বোরকা আর ইজার কিইন্যা দ্যাশে আইব, শাদা টিনের বারি বানাইব, হেই বারিতে আমরা সুকে থাকুম।

ময়না হেসে বলে, আমি বাইচ্যা গ্যাছি, আমার কপালে অইডা নাই।

রহিমা বলে, আমারও বাইচ্যা যাওনের ইচ্ছা অয়, বিয়ার কতা হোনলে আমার সবরে খুন কইরা হালাইতে মন চায়।

ফুলি বলে, সই, একটা কতা কই?

ময়না বলে, ক।

ফুলি বলে, সই, তরে আতে ধইরা কই তুই প্যাডেরডা হালাই আয়, অইডা তুই প্যাডে রাকিস না।

ময়না চুপ ক'রে থাকে।

রহিমা বলে, সই, তুই আমাগো কতা রাক, আমরা তর সই, আমাগো বুক তর লিগা কষ্টে ভইরা থাকে।

ময়না বলে, আমার লিগা কষ্ট পাইস না, সইরা।

ফজু বলে, হয়রগুনির জাইরাডারে তুই প্যাডে ধরবি ক্যা? সই, তুই ঢাকায় গিয়া অইডা হালাই আয়।

ফুলি বলে, সই, ক, তুই হালাবি?

ময়না কোনো কথা বলে না, সইদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রহিমা বলে, সই, তুই কতা দে।

ময়না বলে, না।

ওরা আর কথা বলতে পারে না; চুপ ক'রে থাকে।

ময়না বলে, সইরা, চুপ কইর‍্যা আছচ ক্যা? কতা ক।

রহিমা বলে, কি কতা কমু, সই?

ময়না বলে, কতার কি অবাব আছে?

ফজু বলে, সই, তুই ইস্কুলে গ্যাছচ হেই কতা হুইন্যা আমি মাতা ঘুরাইয়া পইর‍্যা গ্যাছিলাম, তর মতন সাওস যুদি আমার অইত।

রহিমা বলে, আমারও খালি যাইতে মন চায়, তয় ডরে যাইতে পারি না, দশটা বাজলেই তেতইল গাছের নিচে আতাআতি করি।

ময়না বলে, সই, অনেক দিন পর আইজ সুক পাইছি, রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে খ্যাত দ্যাইক্যা ঘাস দ্যাইক্যা মানুষ দ্যাইক্যা গরু দ্যাইক্যা সুকে মন ভইর‍্যা যাইতে আছিল, ক্যালাশে ঢুইক্যা সুক লাগতে আছিল, ব্ল্যাকবোর্ড দেইক্যা কি যে সুক লাগল।

ফুলি বলে, আমাগো লিগা আর সুক নাই।

ফজু বলে, মাইয়া মাইনষের আবর সুক কি? আল্লায় হেইডা ল্যাকে নাই, মাইয়া মাইনষের কতা আল্লার মনে আছিল না।

রহিমা বলে, থাকব ক্যামনে কইর‍্যা, পুরুষগো কতা হোনতে হোনতে হের মাইয়াগো কতা মনে আহে নাই।

ফজু বলে, হেও ত নিজে পুরুষ, পুরুষগো কতাই ত কইব।

ময়না বলে, তয় আমি পরুম।

রহিমা বলে, কোন হানে পরবি, সই?

ময়না বলে, বাইরতে বইয়াই পরুম।

ফুলি বলে, আমাগো বাইরতেও পরতে দ্যায় না।

রহিমা বলে, বাবায় বইগুনিই টান মাইর‍্যা লইয়া গ্যাছে, কইছে আর আতে বই দ্যাকলে জান থাকব না।

ফুলি বলে, অহন আরিপাতিল মাজনই আমাগো কাম। বাবায় কইছে বই পরলে মাইয়ামানুষ ব্যাশ্যা অইয়া যায়, মওলানা সাব কইছে।

ফজু বলে, আমি অহন উডান ল্যাপি, রান্দিবারি, মার উকুন বাছি। মার প্যাডে আরেকটা আইছে, কয়দিন পর হেইডা পালতে অইব। মার প্যাডডা নাকলে আমার বমি আহে। বাবার কামই ত মার প্যাড বাজাইয়া রাকন।

রহিমা বলে, মায় আমারে দিয়া অহন কাতা হিলাই করায়, কয়, এইডা হিগগা রাক, কত কাতা হিলাই করন লাগব।

ফুলি বলে, আজার আজার বচ্ছর ধইর‍্যা কাতা হিলাই করনই ত আমাগো কাম, গুমুত মোচতে মোচতে আমরা মরুম।

ময়না বলে, এই হগল কাম আমি করুম না।

রহিমা বলে, তর কি করবি?

ময়না বলে, পরুম।

ফজু বলে, বাইরতে বইয়া বইয়া পইর‍্যা কি অইব?

ময়না বলে, হেইডা জানি না, তয় আমি পরুম।

রহিমা বলে, তুই পারবি সই, চাচায় আর চাচি মানুষ ভাল; আমাগো বাপ চাচারা ডাকাইতের লাহান।

ওরা চ'লে গেলে ময়না একা ব'সে থাকে, একবার তার শিথানে বিছানার নিচে দাটা ছুঁয়ে দেখে; দাটার ভেতর থেকে তীব্রভাবে একটা ধারালো স্রোত ঢোকে তার রক্তমাংসের ভেতরে।

ময়না বুঝতে পারছে দিন দিন তার ভেতরে জঘন্য কিছু একটা ঘ'টে চলছে। কুৎসিত কিছু নোংরা কিছু পংকিল কিছু ঘ'টে চলছে, তার ভেতরটা ভারি হয়ে উঠছে, পেটটি ফুলে উঠছে; আগের মতো সে লাফিয়ে নামতে উঠতে পারছে না, ঠিক মতো বসতে পারছে না; তার স্তন দুটি বড়ো হচ্ছে, ঢিলে হয়ে যাচ্ছে, টনটন করতে শুরু করেছে।

তার মনে হয় সে তাদের পশ্চিম ধারের পায়খানার ভেতরে প'ড়ে গেছে, থকথকে গুয়ের ভেতরে; তার দেহটিকে যেনো দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হচ্ছে, সে ঠিক মতো শুতে পারছে না, ঘুমোতে পারছে না, তার কিছু খেতে ভালো লাগছে না। সে তার পেটের দিকে একবারও তাকিয়ে দেখে নি, দেখতে তার ইচ্ছে করে না; তার মনে হয় নিজের পেটের ভেতরে সে শুয়োরের গুমুত বয়ে বেরাচ্ছে।

তার ঘৃণা লাগতে থাকে, তার দেহটি ঘৃণায় বমি ক'রে ফেলতে চায়।

তার ভেতরে শুয়োরের গুমুত।

তখন তার চার মাস হয়ে গেছে; একদিন সে তার পেটটি দেখে চমকে ওঠে।

এইডা আমার প্যাড?

আমার প্যাড এমুন আছিল?

আমার প্যাডডা কি সোন্দর আছিল।

অহন এইভারে দ্যাকতে কুমরার মতন লাগতে আছে।

আমার প্যাডডা আরও বর অইব, পচা কুমরার মতন দ্যাহাইব।

প্যাডঅলা মাইয়ালোক দ্যাকলে আমার বমি আইত, অহন আমারে দ্যাইক্যা আমার বমি আইব, আমার প্যাড দ্যাইক্যা পোলাপানরা হাসব।

আমার প্যাডে একটা জাউরা কুমরা অইছে।

এইডা আমারে নাশ কইর‍্যা দিছে।

আমার দ্যাহডা পইচ্যা যাইতে আছে।

আমার প্যাডে হুয়রগুনির গুমুত বারতে আছে।

আমি এইভারে একটা কিল দিয়া মাইর‍্যা হালামু নি?

তইলে যুদি আমি মইর‍্যা যাই?

আমি মরুম না।

চাইরপাশের সব কিছু আমার সোন্দর লাগে।

গাছের পাতা সোন্দর লাগে।

রইদ সোন্দর লাগে।

ফরাইঙ্গ সোন্দর লাগে।

চাইরদিকের সোন্দর থুইয়া আমি মরুম ক্যা?

আমি দোষ করছি নি?

ময়নার বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না, ব'সে থাকতে ইচ্ছে করে না; সে ঘর থেকে বেরিয়ে লাউকুমড়োর জাংলার নিচে গিয়ে দাঁড়ায়; এখানে দাঁড়ালে তার সুখ লাগে। কুমড়োগাছগুলো সে-ই বুনেছিলো, মাটি কুপিয়ে সে আর ইলেছ বিচি বুনেছিলো, এখন গাছগুলো সবুজ হয়ে জাংলা ভ'রে ফেলেছে, ঢলঢল করছে, হলদে ফুল দুলছে ফাঁকে ফাঁকে, সবুজ হয়ে ঝুলে আছে কুমড়ো।

কুমড়োগুলোর আঁকাবাঁকা সবুজ হলদে রেখার দিকে সে তাকিয়ে থাকে, সবুজ হলদে রঙ এসে তার চোখ দুটিকে সবুজে হলুদে ভ'রে দিচ্ছে; হলদে ফুলগুলো কোমল হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

তার মা ডাকে, ময়না, অই হানে কি করছ?

ময়না বলে, খারই রইছি, কুমরা দ্যাকতে আছি।

তার মা বলে, তর কুমরা খাইতে ইচ্ছা অয় নি?

ময়না বলে, না।

মা বলে, তর কিচু খাইতে মন চায় নি?

ময়না বলে, না।

মা বলে, কিচু খাইতে মন চাইলে ক।

ময়না বলে, না, মা; গাচপালা দ্যাকতে ভাল লাগতে আছে।

ময়নার মা দূর থেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে তার মেয়েকে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে তার মেয়েটিকে। তার মেয়েটি এতো ভালো, এতো সুন্দর, এতো মিষ্টি, এতো কোমল; এতো কিছুর পরও তার মেয়েটিকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়; তার এমন লক্ষ্মী মেয়েটির কপালে এই লেখা ছিলো? একটা বুকভাঙা কান্না উঠতে আসতে চায় তার ভেতর থেকে।

কতো স্বপ্ন, কতো সাধ ছিলো, কতো সুখ ছিলো তার ময়নাকে নিয়ে। তার মেয়েটি লেখাপড়ায় ভালো, ভালো পাশ করেছে সব সময়, বই পেলে আর কিছু চায় না, আর সে সুন্দর; একদিন তো ওর বিয়ে হতোই, কতো ভালো ভালো

প্রস্তাব এখনই আসতে শুরু করেছিলো, তারা কান দেয় নি, ময়না হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, বলেছে সে অনেক লেখাপড়া শিখবে, চাকুরি করবে, তারপর ইচ্ছে হ'লে বিয়ে করতেও পারে, বিয়ে তো ময়না একদিন করতোই, তারপর একদিন তো ওর পেটে ছেলেমেয়ে আসতোই, তখন কতো আনন্দ হতো আহ্লাদ হতো সুখ হতো; কিন্তু আজ?

মনে মনে সারক্ষণ কাঁদে ময়নার মা। কাউকে সে মুখ দেখাতে পারছে না, কিন্তু তার মেয়ের কি দোষ? এই মরার দেশে এখন শুয়োরেরা খাবলা দিচ্ছে। মেয়েটির জন্যে যন্ত্রণায় সে ঘুমোতে পারে না, বারবার ঘুম ভেঙে যায়, রাতে উঠে গিয়ে মেয়েটির বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে সে দেখে, কি সুন্দর ঘুমিয়ে আছে ময়না। ময়নার মা নিঃশব্দে কাঁদে।

পাশের বাড়ির দাদি একদিন দাওয়াত দেয় ময়নাকে।

দাদি এসে বলে, অ ময়না দাদি, আইজ দুইফরে তুমি আমার লগে খাইবা।

ময়না বলে, দাঅত খামু, দাদি?

দাদি বলে, হ, তোমারে খাওয়াইতে মন চাইল।

ময়না জিজ্ঞেস করে, ক্যা, দাদি?

দাদি বলে, কত দিন আমি ভালমন্দ খাই না, মনে অইল আইজ তোমারে লইয়া ভালমন্দ খাই।

ময়না হেসে বলে, আপনের রান্দনের ত খুব স্বাদ অয়, আইজ প্যাট ভইর‍্যা খামু, দ্যাইকোন আপনের পাইলা ফুরাই হালামু।

দাদি বলে, তাইলে আমি খুশি অমু।

ময়না তার মাকে বলে, দাদি আইজ আমারে দুইফরে খাঅনের দাঅত দিছে।

ময়নার মা বলে, হ, যাইয়া খাইচ।

ময়না বলে, হ, দাদির রান্দনের খুব স্বাদ অয়।

ময়নার মা বলে, প্যাট ভইর‍্যা খাইয়া আহিছ।

ময়না বলে, আইচ্ছা।

ময়নার খুব আনন্দ লাগে, আনন্দ সাধারণত তার নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মতো। কিসে সে আনন্দ পায় নি? আজো সে সহজেই আনন্দ পায়, যদিও মাঝেমাঝে গভীরতম দুঃখ তাকে অন্ধকারের ভেতরে উল্টেপাল্টে দম বন্ধ ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ময়না দুপুরে তার সুন্দর সালোয়ার কামিজ প'রে একটু সাজে, আয়নার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয় নিজেকে দেখে, তার মুখটি দেখে তার জাংলার কুমড়ো ফুলগুলোর কথা মনে পড়ে। এতো হলদে হয়েছে ফুলগুলো!

ইনেছ বলে, বুজি, তোমারে রাজকন্যা মনে হইচ্ছে।

ময়না বলে, রাজকন্যারা বুঝি সুন্দর হয়?

ইনেছ বলে, বইতে তাইতো পড়ছি।

ময়না বলে, বইতে তাইতো পড়েছি।

ইনেছ বলে, বুজি, আমার কথা অখনও শুদ্ধ হলো না।

ময়না বলে, হবে, তোর কথা আগের থেকে অনেক শুদ্ধ। তবে রাজকন্যারা সুন্দর হয় না, অনেক রাজকন্যার চোখ ট্যারা নাক বোঁচা।

ইনেছ বলে, বুজি, তুমি এত সাইজ্যা কোথায় যাইচ্ছ?

ময়না বলে, দাদির ঘরে দাওয়াত খেতে।

ইনেছ হেসে বলে, দাদি আমারে দাঅত দিলো না?

ময়না বলে, ল, তুইঅ ল।

ইনেছ হেসে বলে, নিমন্ত্রণ্ন ছারা আমি যাই না।

ময়না বলে, তুই তাইলে ইন্দুগো বাম্মন অইচছ।

ময়নাকে দেখে দাদি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, ময়নার মুখের সৌন্দর্য তার বুড়ো বুকে একটা দীর্ঘশ্বাস সৃষ্টি করে, সেটা সে বুকে চেপে রাখে।

দাদি বলে, সব রান্দন অইয়া গ্যাছে, লও দাদি, অহন আমরা খাইতে বহি।

ময়না বলে, রানতে আপনের অনেক কষ্ট অইছে।

দাদি বলে, অনেক বচ্ছর পর আইজই আমার রানতে সুক লাগছে, পারলে তোমার লিগা আরও কত কিচু রানতাম।

তারা খেতে বসে; দাদি একটি পিঁড়িতে, ময়না আরেকটি পিঁড়িতে।

ময়না হেসে হেসে বলে, দাদি, কি কি পোলাও কোর্মা রানছেন?

দাদি বলে, দ্যাহ, কি রানছি।

দাদি দুটি পাতিল থেকে দু-রকমের ভাত বের করে, আর ময়নার সামনে দশ বারোটি বাটিতে রাখে মাছ, শাক, ডাল, আর কালিজিরা, শুঁটকি, সরষে, চিংড়ি, মরিচ, ধনেপাতা, টাকিমাছ, বেগুন, তেঁতুল ও আরো অনেক রকম ভর্তা।

ময়না বলে, অই থালের ভাতে এত গন্দ ক্যা?

দাদি বলে, দাদি, তোমার লিগা কাজির ভাত রানছি।

ময়না বলে, ক্যা?

দাদি বলে, হ, তোমার খাইতে মন চাইব বইল্যা রানছি।

ময়না বলে, কাজির ভাতের গন্দে আমার উটকি আহে।

দাদি বলে, তইলে তুমি অন্য ভাত খাইঅ।

ময়না বলে, দাদি, এত ভর্তা ক্যা?

দাদি বলে, দাদি, অহন তোমার ছয় মাস পরছে, অহন এইগুনি খাইতে মন চাইব, হেইর লিগা বানাইছি।

ময়না স্তব্ধ হয়ে যায়, বলে, কিয়ের ছয়মাস?

দাদি বলে, দাদি, তোমার প্যাডে ছয় মাসের পোলা, আমাগো ছয় মাসের সোম আমরা এইগুনি খাইছি, তুমিও খাইবা।

ময়না চুপ ক'রে থাকে, সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, তার কোনো ক্ষুধা নেই।

দাদি বলে, খাও দাদি, এইগুনি খাইতে তোমার অহন রুশ লাগব।

ময়না বলে, দাদি, আমি এইগুনি খামু না।

দাদি বলে, খাও, দাদি।

ময়না বলে, না।

দাদি বলে, তইলে দাদি মাচ দিয়া অই ভাত খাও।

ময়না বলে, আমার খিদা নাই।

ময়না পিঁড়ি থেকে উঠে দাঁড়ায়, সে ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে।

দাদি এসে তার হাত ধ'রে কাঁদে, দাদি, তুমি ভাত-মাচ খাইয়া যাও।

ময়না তার হাত ছাড়িয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে; তার কোনো ক্ষুধা নেই, কোনো কিছু খাওয়ার সাধ নেই।

ময়নার মা ময়নাকে দেখে ডেকে বলে, অই ময়না, এত তরাতরি তর দাঅত খাঅন অইয়া গ্যাল নি?

ময়না বলে, হ।

ময়নার মা জিজ্ঞেস করে, কয় পদ করছে তর লিগা?

ময়না বলে, বহুত পদ।

ময়নার মা বলে, তা ত করবই, তর লিগা হরির জান যায়।

ময়না ঘরে ঢুকে তার পড়ার টেবিলের চেয়ারটিতে ব'সে চুপ ক'রে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে; সে কিছু দেখতে পায় না।

দাদি দৌড়ে ছুটে আসে ময়নার মার কাছে।

সে বলে, অ বউ, ময়না কিচু খাইল না; আমার দোষ অইয়া গ্যাছে।

ময়নার মা বলে, কি অইছে হরি?

সে বলে, ময়না না খাইয়া চইল্যা আইছে।

ময়নার মা বলে, কন কি? কিয়ের লিগা?

সে বলে, আমি পোয়াতিগো খাঅন রানছিলাম, মনে অইছিল ময়নার ছয় মাস পরছে, অহন অর পোয়াতিগো খাঅন খাইতে মন চাইব।

ময়নার মা তার চাচি শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে, কথা বলতে পারে না।

ময়নাদের শাদা চুপচাপ বউবউ গরুটি ভরেছে কয়েক মাস আগে। আগে যখন তাদের কোনো গরু ভরতো, তারা সবাই খুশি হতো; ময়নাও খুব খুশি হতো, একটি ছোট্ট মিষ্টি বাছুর আসবে ভেবে তার ভালো লাগতো; গরুটির পেট

যতো ফুলে উঠতে থাকতো, ততো বেশি ময়নার মায়া লাগতো গরুটির জন্যে, অনেক সময় সে ক্লান্ত নিঝুম গরুটির পেটে হাত বুলিয়ে দিতো, গরুটির মুখের সামনে খড় এগিয়ে দিতো, মুখ ছুঁয়ে আদর করতো।

মাসের পর মাস অপেক্ষা করতো কখন গরুটি বিয়োবে। গরুটি বিয়োনোর সময় সেও গিয়ে বিয়োনো দেখতো, তার বিস্ময় লাগতো; গরুটি ডাকাডাকি করছে, তার বাবা গরুটির পেছন দিয়ে হাত ঢুকিয়ে একটি বাছুর বের ক'রে আনছে, বাছুরটির শরীর লালায় রক্তে পিছল হয়ে আছে, বাছুরটি দাঁড়াতে পারছে না, বাবায় ঝিনুক দিয়ে বাছুরটির খুর চেছে দিচ্ছে, দেখতে তার ভালো লাগতো।

তার ভালো লাগতো? তার শরীরটা পিছল পিছল শিরশির ক'রে উঠতো না? উঠতো। কিন্তু ছোট্ট মিষ্টি বাছুরটি দেখে সুখের কম্পন লাগতো। বাছুরটি জন্মেই দাঁড়াতে চেষ্টা করতো, পড়তে পড়তে দাঁড়াতো, দাড়াতে পড়তো; তারপর এক সময় দাঁড়িয়ে দৌড়ে গিয়ে গরুটির ওলানে মুখ দিতো।

মায়া লাগতো বাছুরটির জন্যে।

এবার সে গরুটির পেটের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে, গরুটির পেট দেখে তার ঘেন্না লেগেছে। তার পেটটিও গরুটির পেটের মতো ফুলে উঠছে, তার পেটেও একটি বাছুর হচ্ছে, বাছুরটা শুয়োরের। গরুটাকে চারপাঁচটা ষাঁড় পাটখেতে ফেলে ধ্বংস করে নি, কটি শুয়োর তাকে ধ্বংস করেছে।

সকালবেলা গরুটা গোঙানো শুরু করেছে, মন্নাফ হৈচৈ শুরু করেছে, সে চিৎকার করছে 'গরু বিয়াইব, গরু বিয়াইব', চিৎকার শুনে তার বাবা ছুটে গেছে গোয়ালের দিকে। ময়নার ঘুম ভেঙে গেছে অনেক আগেই। অন্য বছর হ'লে সেও উঠে দৌড়ে যেতো গোয়ালের দিকে, দুধ দোয়ানোর পেতলের বালতিটা সেই নিয়ে যেতো; বিয়োনো দেখতো বিস্ময়ভরা চোখে।

ময়না গরুটার ডাক শুনতে পাচ্ছে, খুব ব্যথা পাচ্ছে গরুটা।

শুয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ ক'রে ময়না দেখতে পাচ্ছে তার বাবা হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে গরুটির পেছন দিয়ে, টেনে বের করছে একটা বাছুর। ময়নার ঘেন্না লাগতো থাকে, লালায় তার সারা দেহ ভ'রে উঠতে থাকে। সে খুব জোরে চোখ বন্ধ ক'রে রাখার চেষ্টা করে যাতে চোখ বুজেও সে কিছু দেখতে না পায়। কিন্তু গরুটার বিয়োনোর দৃশ্য বারবার ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে।

আমিও অই গরুডার মতন বিয়ামু।

তয় আমার বাছুর অইব জাউর‍্যা।

গরুডার বাছুর জাউর‍্যা না।

আমার বাছুর অইব হুয়রের বাছুর।

গরুডার প্যাডে হুয়রের বাছুর অইব না।

গরুডার প্যাডের মতনই আমার প্যাড ফুইল্যা ওডছে।

আমার কয়ডা বাছুর অইব?

চাইরডা হুয়রের বাছুর অইব?

আমার ভিতর আত ঢুকাইয়া টাইন্যা টাইন্যা বাছুর বাইর করব?

হুয়রগুনির বাছুর লইয়া আমি কি করুম?

বাছুরের গন্দে আমার বমি আইব।

আমার অহনই বমি আইতে আছে।

ময়না তার হাত নাড়তে থাকে, তার ডান হাতটি গিয়ে পড়ে শিথানের নিচে দাটির ওপর; দাটির ভেতর থেকে একটি তীব্র স্রোত ঢোকে ময়নার রক্তে।

বাছুরটি বিয়োনোর পর ময়নার বাবা চারদিকে তাকায়।

সে বলে, ময়না কই? ময়না আইল না?

ময়নার মা বলে, ময়না হুইয়া রইছে।

সে ডাকে, ময়না।

ময়নার মা বলে, ময়নারে ডাকনের কাম নাই, ও হুইয়া থাকুক।

সে বলে, ময়না বাছুর দ্যাকব না?

ময়নার মা বলে, অর বাছুর দ্যাহনের কাম নাই।

সে বলে, অ।

ময়নার বাবা চমকে ওঠে, ময়নার কথা মনে হ'তেই তার বুকটা অন্ধকার হয়ে যায়; সে বাছুরটি দেখে খুশি হয়েছিলো, একটু পরেই নতুন দুধ দোয়ানোর কথা ভাবছিলো, এখন আর তার গরুটি দোয়াতে ইচ্ছে করে না। সে গোয়াল ঘর থেকে বেরিয়ে বেশ দূরে বসে।

মন্নাফ ডাকে, চাচা, গাই দোআইব্যান না?

ময়নার বাবা বলে, দোআনের কাম নাই।

মন্নাফ বলে, নতুন দুদ খামু না?

ময়নার বাবা বলে, না, বাছুরডারেই খাইতে দে।

একটা প্রচণ্ড ঘৃণা ময়নাকে গোখরু সাপের মতো ঘিরে ধরে; তার পেটটি তার ঘৃণার বস্তু। আর কিছু নয়, তার মুখ, হাত, নখ, চুল, ঠোঁট, পা, আঙুল কোনো কিছুর দিকে তাকালে তার ঘৃণা লাগে না, বমি আসে না, বরং ভালো লাগে; কিন্তু পেটটির কথা মনে হ'লে, পেটটির দিকে তাকালে ঘৃণার স্রোত তার সারা দেহ জুড়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। তার পেটটি যেনো ঘৃণা জ'মে জ'মে কুৎসিতভাবে ফুলে ফেঁপে উঠছে।

তার পেটটি ভারি হয়ে উঠছে, একটা কুমড়ো পচছে ভেতরে; সে মনে মনে বলতে থাকে, পেটটাকে সে ভারি হ'তে দেবে না, পচা কুমড়ো হ'তে দেবে না, সে আগে যেমন লঘু তন্বী ছিলো তেমনিই থাকবে, তার পেটটিও থাকবে আগের

মতোই সুন্দর। সে পেটঅলা বউ অনেক দেখেছে, এ-পাড়ায় ও-পাড়ায়, দেখে তার কখনো ভালো লাগে নি; দেখেছে বউগুলো উঁচু পেট নিয়ে হাঁটতে পারছে না, কিন্তু পেট নিয়ে তারা গৌরব বোধ করছে। পেটই তাদের গৌরব, পেটই তাদের সোনার খনি, তারা একটা পেট খুব উঁচু ক'রে ঢ্যাপশা ক'রে তৈরি করতে পেরেছে ব'লে ধন্য বোধ করেছে, এবং সব কিছুর ওপর তাদের ভরাট পেটকে চাপিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু সে তো বউ নয়, তার পেটে তো তার ছেলে বা মেয়ে বেড়ে উঠছে না, তার পেটে বেড়ে উঠছে চারটি শুয়োরের বাচ্চা, তার পেটে জ'মে উঠছে ঘৃণা।

ময়না চেষ্টা করে তার পেটটি যাতে নতুন বউদের পেটের মতো মতো ফুলে না ওঠে ঢ্যাপশা না হয়ে ওঠে। তাহলে তার পেটটিকে পানিতে ভাসা একটা মরা গরুর মতো দেখাবে। গাভিন বউদের একটা বড়ো কাজ, সে দেখেছে, যেখানে সেখানে শুয়ে পড়া; কিন্তু সে শুয়ে পড়বে না। সে তো নতুন বউ নয়। সে হাঁটবে, চেয়ারে ব'সে পড়বে, এমনকি লাফ দেবে।

লাফ দিলে কি ভেতরের শুয়োরের বাচ্চাটা দুই রানের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে আসবে? তাহলে তো বেশ হয়। তাতে সে নিজে কি ম'রে যাবে? না, সে মরতে চায় না। সে বেঁচে থাকতে চায়, এতো সুন্দর আলোবাতাস থেকে সে মাটির নিচে হারিয়ে যেতে চায় না। তার মনে কখনো ঘৃণা ছিলো না, কিন্তু এখন ঘৃণা তার রক্তের মতো সত্য হয়ে উঠেছে। সে নিজেও বুঝতে পারে না এতো ঘৃণা তার ভেতরে জন্ম নিলো কিভাবে, কিভাবে জ'মে উঠলো এতো বিষ?

ময়নার বাবা এক দুপুরে আমগাছটির নিচে ব'সে তামাক খাচ্ছে। জানালা দিয়ে ময়না তার বাবাকে দেখে, তার মনে হয় বাবা অনেক বুড়ো হয়ে গেছে, একলা হয়ে গেছে, বাবার মুখে একটা কালো মেঘ লেগে আছে। মেঘটা তার জন্যে, বাবার মুখে সে মেঘ হয়ে জ'মে আছে।

ময়না গিয়ে বলে, বাবা, আপনে আর আমারে আগের মতন ডাকেন না।

ময়নার বাবা চমকে ওঠে, বলে, হ, অহন কত কাম।

ময়না বলে, আগেঅ ত কাম আছিল, তহন ত ডাকতেন।

ময়নার বাবা বলে, আইচ্ছা, আইজ থিকা ডাকুম।

ময়না বলে, আগে আপনে আমারে তামুক সাইজ্জা দিতে কইতেন।

ময়নার বাবা বলে, অহন তর শরিল খারাপ। তুই পারবি নি?

ময়না বলে, আমার শরিল খারাপ না, আমি পারুম।

ময়নার বাবা অবাক হয়ে তার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে, যে-লক্ষ্মীটির দিকে তাকালে তার বুক ভ'রে যেতো, তার বুকে ইছামতির জলের মতো ধারা বইতো, যার দিকে সে অনেক মাস তাকাতে পারে না।

ময়নার বাবা বলে, তর শরিল ভাল?

ময়না বলে, হ।

ময়নার বাবা বলে, মা, তর কষ্ট অয় না?

ময়না বলে, না।

ময়নার বাবা বলে, তইলে এই তামুকটা হালাই দ্যাই, এইডা ভাল অয় নাই। তুই আমার লিগা তামুক সাইজ্যা আন।

ময়না বলে, ওক্কাডা দ্যান, বাবা। আমি অহনই সাইজ্যা আনি।

ময়না রান্নাঘরের পেছনে গিয়ে কল্কেটার ঘ্রাণ নেয়, ঘ্রাণ নিতে হয় না, ময়না রান্নাঘরের পেছনে গিয়ে কল্কেটার ঘ্রাণ নেয়, ঘ্রাণ নিতে হয় না, খুলতেই ওটা থেকে একটা বিকট গন্ধ এসে লাগে তার নাকে। তার নাকটা জ্বালা করে। মনে হয় কয়েক দিন কল্কেটা সাফ করা হয় নি, তামাকটা ভালো ক'রে সাজা হয় নি, আগে বাবার কল্কেয় একটা মৃদু ঘ্রাণ পেতো সে। হুঁকোর পানি ফেলতে গিয়ে দেখে পানি পচা লাল হয়ে গেছে, দুর্গন্ধ উঠছে, হয়তো কয়েক দিন পানি বদলানো হয় নি। ময়না পানিটা ফেলে দেয়, হুঁকোটা পরিষ্কার ক'রে নতুন পানি ভরে; সাফ ক'রে কল্কেতে নতুন ক'রে তামাক সাজে। এবার একটা মৃদু গন্ধ ওঠে, গন্ধটা তার ভালো লাগে।

ময়না হুঁকোটা বাবাকে দিয়ে বলে, খাইয়া দ্যাহেন ত, বাবা।

ময়নার বাবা হাত বাড়িয়ে হুঁকোটি নেয়, যেনো সে এক দেবীর কাছে থেকে একটি বর গ্রহণ করছে।

ময়নার বাবা একবার টান দিয়ে বলে, এইবার মিডা লাগতে আছে, মা। আগে পানিডা পইচ্যা গ্যাছিল।

ময়না বলে, তামুক খাওনের সোম আমারে কইয়েন, বাবা।

বাবা বলে, হ, কমু। তয় তামুক খাওন ছাইর‍্যা দিমু।

ময়না বলে, ছারবেন ক্যা?

বাবা বলে, হুনছি অসুক হয়।

ময়না বলে, তয় ছাইর‍্যা কি আপনে সুক পাইবেন?

বাবা বলে, ত হেইডা পামু না; হেই কোন পোলাপান কাল থিকা তামুক খাই। বাবায় খাইতে হিগাইছিল।

ময়না বলে, বাবা, আমারে ডাইক্যেন।

বাবা বলে, তরে ত সব সোমাই ডাকতে মন চায় রে, মা।

ময়না বলে, তাইলে ডাকেন না ক্যা?

বাবা বলে, ডাকি না ক্যা? হেই কতা তরে কইতে পারুম না রে, মা।

ময়নার বাবা কেঁদে ফেলে।

ময়না বলে, বাবা, কাইন্দেন না।

ময়নার বাবা বলে, তর লিগা আমার রাইতদিন কান্দন আহে।

ময়না বলে, আমার লিগা কাইন্দেন না।

ময়নার বাবা বলে, ময়না, তর ল্যাকাপরা করনের ইচ্ছা অয়?

ময়না বলে, হ।

ময়নার বাবা বলে, তুই অহন বাইরতে পর, তারপর দ্যাহি কি করন যায়।

বাবার সঙ্গে কথা বলতে পেরে ময়নার সুখ লাগে, ময়নার সঙ্গে কথা বলতে পেরে ময়নার বাবার সুখ লাগে; বাবার মুখটি এতো কাছে থেকে দেখে ময়নার সুখ লাগে, ময়নার মুখটি পুরোপুরি দেখে ময়নার বাবার সুখ লাগে। কয়েক মাস ধ'রে তারা দূরে স'রে গিয়েছিলো, কিন্তু মনে মনে দূরে স'রে যায় নি; দুজনের বুকে দুজন সব সময়ই থেকেছে। কিন্তু বুকে থাকলেই কি হয়? বুক খুব ছোটো এক সুন্দর স্পর্শকাতর বাগান, প্রিয় ফুলটিকে বুকে রাখতে রাখতে বুক ভারি হয়ে ওঠে, যদি ফুলটিকে সে দেখতে না পায় জড়িয়ে ধরতে না পারে; বুক বেশি শক্ত নয়, যাকে মানুষ বুকে রাখে তাকে মুখোমুখি না পেলে তাকে বুকে রাখতে রাখতে রাখতে রাখতে বুক ভেঙেচুরে যায়। ফুলটি তখন হয়ে ওঠে এক বিকট ভারি পাথর, যাকে বইতে বইতে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে হয়। ময়নার বুক ভেঙেচুরে যাচ্ছিলো, ময়নার বাবার বুক ভেঙেচুরে যাচ্ছিলো; এই দুপুরে দুটি বুক আবার সুস্থ হয়ে ওঠে, বুকে আবার ফুল ফুটতে থাকে।

ময়নার বাবা বলে, মা ময়না, একটা কতা হোনছছ নি?

ময়না বলে, কি কতা, বাবা?

ময়নার বাবা বলে, ইন্দুরা এইবার পুজা করে নাই। ইন্দুরা এইবার আনন্দ করতে পারে নাই, পলাই রইছে।

ময়না বলে, হুনছি।

বাবা বলে, কই হুনলি?

ময়না বলে, ইনেছ কইছে ইন্দুগো দুর্গারে না কি রাইতে গুণ্ডারা গিয়া ভাইঙ্গা হালাইছে। কইয়া গ্যাছে আবর মূর্তি বানাইলে দ্যাশছারা করব।

বাবা বলে, হ।

ময়না বলে, দ্যাশছারা ত করতেই আছে।

ময়নার বাবা বলে, আমাগো গ্যারামে এমুন কাম আগে আর অয় নাই। পুজায় যাইয়া এক সোম আমরা কত আনন্দ করতাম। আমাগো ছোডব্যালায় কত নাচগান অইত, যাত্রা অইত, ছারকাছ অইত।

ময়না বলে, দ্যাশে আর নাচগান অইব না, বাবা। অহন থিকা দুর্গারে কালিরে ভাইঙ্গা হালান অইব, বাবা; দ্যাশে আর আনন্দ থাকব না।

ময়নার বাবা বলে, তুই কি কইর‍্যা বুজলি?

ময়না বলে, জুলমত আলি চাকলাদার দ্যাশে আহনের পর থিকা কত কিছু অইতে আছে।

ময়নার বাবা বলে, হ, অই শয়তানডা দ্যাশটারে ছারখার কইর‍্যা ফালাইব। খালি শয়তানি অইতার পারে।

ময়না বলে, আপনে অহন কোন মছিদে যান, বাবা?

ময়নার বাবা বলে, আমাগো আগের মছিদেই যাই, জুলমইত্যার মছিদে আর পরান থাকতে যামু না।

ময়না বলে, বাবা, আপনেরে ত আমি আগেই কইছিলাম।

ময়নার বাবা বলে, তর কথাই হোনলাম, তয় দেরিতে।

ময়না বলে, হ, অইডায় আর যাইয়েন না, বাবা।

ময়নার বাবা বলে, আমাগো ছোডবালায় ত দ্যাশে এত ধর্ম আছিল না, আমরা কি ছোডবালায় নমাজ পরছি নি? অহন চাইরদিকে টুপি দ্যাইখ্যা আমারই মাথা খারাপ অইয়া যায়।

ময়না বলে, দ্যাশটারই মাথা খারাপ অইয়া গ্যাছে।

ময়নার চলাফেরা দেখে অবাক হয়ে যায় ময়নার মা, আর তার চাচি শাশুড়ি, এবং আরো অনেকে। ময়না এখন সাত মাসে পড়েছে; ময়নার মার মনে পড়ে সে যখন সাত মাসে পড়েছিলো, ময়না যখন তার পেটে সাত মাসের, তখন সে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারতো না। হাঁটতে তার কষ্ট হতো, তার একটি পা একদিকে যেতো আরেকটি পা অন্য দিকে যেতো, এঁকেবেঁকে সে হাঁটতো, একটু হাঁটার পরই উঁচু পিঁড়িটিতে বসতো দুই পা ছড়িয়ে; আর তার কতো কিছু খেতে ইচ্ছে করতো।

কতো বাজে জিনিশ খেতে সাধ হতো, লুকিয়ে সে খেয়েও ফেলতো। পুরোনো শুকনো তেঁতুল খাওয়ার জন্যে সে পাগল থাকতো, রসগোল্লা খাওয়ার জন্যে পাগল থাকতো; তবে এগুলো খেতে তার কষ্ট হতো না, খেতেও তার লজ্জা লাগতো না। তেঁতুল ঘরেই ছিলো, আর বললেই ময়নার বাপ পাতিল ভ'রে রসগোল্লা নিয়ে আসতো। আর কয়েকটি জিনিশ সে খেতো গোপনে, যাতে কেউ দেখতে না পায়।

তার একটি প্রিয় খাদ্য ছিলো চুলোর পোড়ামাটি। রান্নাঘরে যখন চুলো নিভে ঠাণ্ডা হয়ে যেতো, সে চুপচাপ রান্নাঘরে গিয়ে চুলোর ভেতরে দা দিয়ে কুপিয়ে দু-এক টুকরো মাটি তুলে আনতো, এবং চুপ ক'রে মুখে নিয়ে চিবোতে থাকতো। মাটিটা তার কাছে গুড়ের মতো মিষ্টি লাগতো, তবে মাটিটার গন্ধই তার বেশি ভালো লাগতো। মাটিটার মধুর গন্ধে তার শরীর ভ'রে উঠতো, মন ভ'রে উঠতো। চাউল চিবোতে তার ভালো লাগতো, দিনের বেলা সে আমগাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে চাউল চিবোতো, মনে হতো মধু খাচ্ছে; রাতে শোয়ার সময় সে কোঁচড়ে চাউল নিয়ে শুতে যেতো, ময়নার বাবাকে ছুঁতে দিতো না, আর চিবোতে চিবোতে ঘুমিয়ে পড়তো।

ময়না তো সাত মাসে পড়েছে, কিন্তু ময়না সে একেবারে অন্য রকম। তার হাঁটতে কষ্ট হয় না, পিঁড়ির ওপর সে ব'সে থাকে না, তেঁতুল বা রসগোল্লা খেতে চায় না। ময়না কি গোপনে গিয়ে চুলোর মাটি খায়? চাউল চিবোয়? না, তেমন কিছু তার মনে হয় না। ময়নার পেটটি উঁচু হয়েছে ঠিকই, তবে বেশি হয় নি। তাহলে কি ময়নার পেটেরটি ভেতরে ম'রে গেছে? ময়নার মার মনে হয় ওটা যদি পেটের ভেতরেই ম'রে যায় তাহলেই ময়না রক্ষা পাবে।

ময়নার মা বিস্মিত হয়, দূর থেকে ময়নাকে দেখে; ময়নাকে কিছু জিজ্ঞেস করার তার সাহস হয় না।

ময়না এখন টের পেয়ে চলছে তার পেটে একটা শুয়োরের বাচ্চা নানা কাণ্ড ক'রে চলছে। ময়না সকালে পড়তে বসেছে, ইংরেজি ব্যাকরণটি খুলে প্যাসিভ ভয়েস শেখার চেষ্টা করছে, হঠাৎ সে চমকে ওঠে।

তার পেটের ভেতরে একটা লাথি; প্রথম সে ভেবেছিলো ওপর থেকে কিছু একটা পড়েছে তার পেটের ওপর, কিন্তু দেখে ওপর থেকে কিছুই পড়ে নি, একটু পরেই সে টের পায় কিছু পড়ে নি, একটা কিছু ভেতর থেকে তার তলপেটে আস্তে ঢুঁ দিচ্ছে। একটা কিছু ভেতরে নড়ছে। ময়না বইটা রেখে চুপ ক'রে ব'সে থাকে।

শুয়রের বাচ্চাডা আমারে লাথি দিতে আছে।

চাইরডা শুয়রের বাচ্চা।

শুয়রগুলির বাচ্চাডা শুয়রগুলির মতনই অইব।

খালি লাথি দ্যায়, খালি ঘোৎঘোৎ করে।

শুয়রের বাচ্চা শুয়র।

দ্যাশে আরেকটা শুয়র বাড়ব।

শুয়রের দ্যাশে আরেকটা শুয়র অইব।

হেইডা বাইর অইব আমার প্যাট থিকা।

এইডার মোকটা কি শুয়রের মোকের মতন অইব?

শুয়রের মোকের মতই অ্যান অয়।

এইডা কি অইয়াই গু খাইতে চাইব?

তাইলে অইডারে গু খাওয়ামু।

বুকের দুধ খাওয়ামু?

না, গু খাওয়ামু।

শুয়রের বাচ্চা শুয়র।

আমি এই শুয়রবাচ্চাডার মা অমু?

না, আমি এই শুয়রবাচ্চার মা না।

আমি কোনো দিন মা অমু না।

তার শরীরটার জন্যে খুব মায়া হয় ময়নার।

কী সুন্দর ছিমছাম ছিলো তার দেহটি; হাত পা মুখ বুক সব কিছু কি সুন্দর টানটান ছিলো, নিজেকে তার একটি টিয়েপাখি মনে হতো শাদা কবুতর মনে হতো, আর এখন ওগুলো কেমন খুলে খুলে যাচ্ছে। সে চলতো পাখির মতো উড়ে উড়ে, তার পা দুটি ছিলো তার ডানা, মাটির ওপর সে উড়তো। এখন তার ডানা দুটি ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, তারা আগের মতো উড়তে পারে না।

তার মুখটি একটু বড়ো হয়ে গেছে, বুক দুটি বড়ো হয়ে ঝুলে পড়তে চাচ্ছে, পেটটা ফুলে উঠতে চেষ্টা করছে পচা কুমড়োর মতো। তবে না, সে এগুলোকে বেশি নড়োবড়ো হ'তে দেবে না, বেশি খুলে যেতে দেবে না; তার শরীরটিকে সে রাখবে তার শরীরের মতোই। সে তো সৈদি জামাইর গদগদ বউ না, সে বউ হ'তে চায় না; তার শরীরটিকে সে পচা কুমড়ো হ'তে দেবে না।

তয় এই হুয়রের বাছুরডা লইয়া আমি কি করুম?

এইডারে আমার বুকের দুদ খাওয়াইতে অইব?

ছি।

আমি দুদ খাওয়ামু চাইরডা হুয়রের বাচ্চারে?

ছি।

এইডার গুমুত মোছাই দিতে অইব?

ছি।

আমি গুমুত মুছুম হুয়রের বাচ্চার?

ছি।

এইডারে ঘোম পারাইতে অইব?

ছি।

এইডা আমারে মা কইব?

ছি।

আমি হুয়রের বাচ্চার মা অমু?

ছি।

আমি হুয়রনি?

ছি। ছি। ছি। ছি। ছি।

ময়না চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে যায়, বলে, না।

সে আবার চেয়ারে ব'সে বলে, না।

সইদের কথা মনে পড়ে ময়নার, তারা অনেক দিন আসছে না। আসবে কি ক'রে? তাদের হয়তো বাড়ি থেকে বেরোতে দিচ্ছে না। সইরা বারবার একটি

কথা বলেছিলো, ঢাকা গিয়ে এটা ফেলে আসতে। পেটটি ধুয়ে আসতে। সে কেনো ফেলে আসতে গেলো না? তার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো? খুব রাগ হয়েছিলো, খুব ঘৃণা হয়েছিলো ব'লে সে ফেলতে রাজি হয় নি? তার কি রাগ হয়েছিলো সারা দেশটির ওপর? ঘৃণা হয়েছিলো সারা পৃথিবীটার ওপর? সব মানুষের ওপর? তাই সে ফেলতে রাজি হয় নি?

রাগ তার হয়েছিলো, ঘৃণা তার হয়েছিলো; এখনো কি তার রাগ নেই, ঘৃণা নেই? এখন কি ফেলা যায়? এখন হয়তো এটা ফেলা যায় না। শুয়োরের বাচ্চাটা এখন হয়তো একটা আস্ত শুয়োর হয়ে উঠেছে, শুয়োরটা এখন তার ভেতরে শুয়োরের মতো লাথিগুঁতো মেরে চলছে, তার ভেতরে গু খেতে শুরু করেছে; এটাকে এখন হয়তো ফেলা যায় না।

সে কি বাবাকে বলবে? কি ক'রে বলবে? তার না কি বিচার হবে এটা বিয়োনোর পর? এটার না কি কোন দোষ নেই? সব দোষ তার? সে কি দোষ করেছে? কিন্তু এই শুয়োরের বাচ্চাটা তাকে শুষে খাচ্ছে, তাকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছে।

সে তো শুয়োরের বাচ্চার মা হ'তে চায় না। সে ফেললো না কেনো? তার সইরা জানে, সেও কি জানে না ঢাকায় এখন শুরুতেই জারজ ফেলার জন্যে অনেক হাসপাতাল রয়েছে? সে কি জানে না গার্মেন্টসের মেয়েরা মাসে মাসে দলে দলে সেখানে গিয়ে তাদের ময়লা পেট ধুয়েমুছে পরিষ্কার ক'রে আসে?

তার ঘরে ব'সে থাকতে ইচ্ছে করে না; ঘরটাকে তার সেই পাটখেতের অন্ধকার গর্তের মতো মনে হয়। কিন্তু সে কোথায় যাবে? নদীর পারে যেতে তার ইচ্ছে করে, এখন সেখানে কাশফুল ফুটেছে। সে কি গিয়ে একবার দেখবে কিভাবে বয়ে চলছে ইছামতি, কাশফুলে কিভাবে শাদা হয়ে গেছে তার প্রিয় নদীটির তীর? নদীর জলে সে পা ডুবিয়ে ব'সে থাকবে? সে কি ইস্কুলে গিয়ে ঢুকবে? তাহলে হৈচৈ হয়ে যাবে না? হয়তো হেডমাস্টার আর মওলানা সাব তাকে বেত দিয়েই পিটোবে, তার ছাল তুলে ফেলবে; না, সে তার গায়ের এই নরম সুন্দর ছাল কাউকে তুলতে দেবে না।

কিন্তু তার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে, ঘরে ব'সে থাকতে ভালো লাগছে না, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। নিজের ভেতর থেকে একটা দুর্গন্ধ উঠে তাকে পাগল ক'রে তুলছে। সে শুয়োরের বাচ্চার দুর্গন্ধ পাচ্ছে। তাকে বেরোতেই হবে। যাবে রহিমাদের বাড়ি? ফজুদের বাড়ি? ফুলিদের বাড়ি? রহিমাদের বাড়িটাই কাছে, সেখানে কি যাবে একবার? ময়না তার বাইরে বেরোনোর সালোয়ার কামিজ প'রে তৈরি হয়, আয়নায় নিজেকে দেখে তার ভালো লাগে। না, সে কুৎসিত হয়ে যায় নি, প'চে যায় নি।

ময়নার মা চিৎকার ক'রে ওঠে, অই ময়না, তুই কই যাইতে আছছ?

ময়না বলে, একটু রহিমাগো বারি থিকা ঘুইর্যা আহি।

ময়নার মা বলে, বাইরে তুই মোক দ্যাহাবি ক্যামনে?

ময়না বলে, ক্যা, মা? আমার মোকটা কি পইচ্যা গ্যাছে?

ময়নার মা বলে, হ্যাইডাঅ তুই বোজচ না?

ময়না বলে, কি বুজুম?

ময়নার মা বলে, অহন তর সাত মাস পরছে, অহন কেও অত দূর আইট্যা যাইতে পারে?

ময়না বলে, আমি পারুম।

ময়নার মা বলে, পারলে কি অইব? তর প্যাডে একটা জাউর‍্যা হেই কতা তুই জানচ না? তরে কি বাইরতে ওটতে দিব নি?

ময়না বলে, গিয়া দ্যাহি।

ময়নার মা বলে, অই ময়না, তুই আমার মাতা খাচ, তুই যাইচ না।

ময়না বলে, ঘরে বইয়া রইলে আমি মইর‍্যা যামু।

ময়নার মা বলে, তর মইর‍্যা যাঅনও ভাল।

ময়না বলে, আমি মরুম ক্যা?

ময়না আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়, ময়নার মা তার দিকে তাকিয়ে থাকে; মেয়েটির জন্যে তার বুক ফেটে কান্না আসে।

বাইরে বেরিয়েই ময়নার ভালো লাগে। পথের দু-পাশের গাছগুলো আরো সবুজ হয়ে উঠেছে, ঝকঝক করছে, গাছের পাতা থেকে হাল্কা কুয়াশা এখনো কেটে যায় নি, ওই দিকে কয়েকটি ধানখেতে ধান পেকেছে, রোদটা আদরের মতো লাগছে। পথে তাকে যে-ই দেখছে, একবার চমকে উঠছে; উঠুক।

সে কি রহিমাদের বাড়ি যাবে, না কি আরো একটু দূরে ফুলি আর ফজুদের বাড়ি যাবে? তিন সইকে এক সঙ্গে পেলেই তার বেশি সুখ লাগতো। রহিমাদের বাড়িটা কাছে, সেখানেই সে আগে যাবে। রহিমা এখন কি করছে? তাকে দেখলে রহিমা কি ভয় পাবে? রহিমাদের বাড়ির সবাই? তাকে কি ঘরে ঢুকতে দেবে না? তাতে তার কিছু আসে যায় না; পথ দিয়ে যেতেই তার ভালো লাগছে, পথটাই তার কাছে রহিমাদের বাড়ি।

উত্তর দিক দিয়ে রহিমাদের বাড়ি ঢুকে সে ডাকে, সই, রহিমা।

রহিমা কলপাড়ে থালাবাসন মাজছিলো, ডাকটা সে প্রথম শুনতে পায় নি।

ময়না আবার ডাকে, অ সই, অই রহিমা।

এবার ডাক শুনে দৌড়ে ছুটে আসে রহিমা, ময়নাকে জড়িয়ে ধরে।

রহিমা বলে, সই, তুই আইবি, আমি মনেঅ করি নাই; কি যে সুক লাগছে।

ময়না বলে, ক্যা আহুম না?

রহিমা বলে, আমাগোই অহন বাইর অইতে দ্যায় না। বাইরতে আটকাইয়া রাইক্যা থালবাসন মাজায়।

ময়নাকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে রহিমা, অমন সময় নানা দিক থেকে ছুটে আসে রহিমার মা ও চাচীরা, রহিমার বাবা, বাড়ির ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা, পাশের বাড়ির মেয়েলোকেরা।

ময়না রহিমার মা-বাবাকে সালাম করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

রহিমার মা বলে, অই ছ্যামরি, তর লজ্জাশরম বইল্যা কিচু নাই? একটা জাউর‍্যা প্যাডে লইয়া পারা বেরাইতে তর শরম লাগল না?

ময়না স্বাভাবিকভাবে তাকিয়ে থাকে রহিমার মায়ের মুখের দিকে, গালি শুনে যেনো তার খারাপ লাগে নি, যেনো আর গালি শুনলে তার ভালো লাগবে।

রহিমা বলে, মা, তুমি কি কও? ময়না আমার সই।

রহিমার মা বলে, আবর সই মারাইতে আইছে। কয় দিন পর একটা জাউর‍্যা বিয়াইব, হে আইছে আমার মাইয়াডারে নষ্ট করতে।

ময়না তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে; মানুষের মুখ এমনভাবে বদলে বিকৃত হয়ে যেতে পারে দেখে সে বিস্মিত হয়।

রহিমার চাচী বলে, ছিলানগো আবর শরম অয় নি? প্যাডে জাউর‍্যা লইয়া পারায় পারায় যাইব, অহন কতজনের লগে হুইব।

রহিমা চিৎকার ক'রে কাঁদতে থাকে, অ মা, অ চাচী, তোমরা কি কইতে আছ? তোমাগো লিগা আমি অহন গলায় দরি দিমু।

রহিমার মা বলে, অই ছিলান ছ্যামরি, তুই অহনই আমাগো বারি থনে বাইর অইয়া যা, ঘরে পাও দিবি না।

ময়না তাকিয়ে থাকে, তার খারাপ লাগে না।

রহিমার চাচী বলে, জাউর‍্যা প্যাডে লইয়া আবর ঢং দ্যাহাইতে আইছে। এই হানে আইছছ ক্যা? পাটখ্যাতে যা।

রহিমা মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদতে থাকে, তোমরা সইরে এমুন কতা কইঅ না; তাইলে আমি গলায় দরি দিমু। অ মা, অ চাচী তোমরা মানুষ না, তোমাগো লিগা আমি গলায় দরি দিমু।

রহিমার মা বলে, কমু না ত ছিলাননিরে রসগোল্লা খাঅয়ামু নি?

রহিমা মাটিতে প'ড়ে কাঁদতে থাকে, আমি গলায় দড়ি দিমু, আমি গলায় দরি দিমু।

ময়না বলে, সই, আমি যাই।

রহিমার মা বলে, অই ছ্যামরি, আর এই মোকে পাও দিবি না; মাইয়াডার বিয়ার কতা অইতে আছে, আর অহন ছিলাননি আইছে অরে নষ্ট করতে।

ময়না রহিমাদের বাড়ি থেকে ধীরেধীরে বেরিয়ে আসে; রহিমা মাটিতে প'ড়ে চিৎকার করতে থাকে, আমি বিয়া বহুম না, আমি গলায় দরি দিমু, আমার মোক তোমরা আর দ্যাকবা না।

পর দিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙে ময়নার। সারা রাতই সে ঘুমোতে পারে নি, এপাশ ওপাশ করেছে, তারপর চুপ ক'রে প'ড়ে থেকেছে, মনে হয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ পিঁপড়ের সারি হাঁটছে তার চোখের পাতায়, রাতের শেষ দিকে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এসেছিলো, কিন্তু তা ঘুম নয়, জ্বালা।

ভোরেই সে জেগে ওঠে, একটা জ্বালা লেগে থাকে চোখে মুখে শরীরে; অভ্যাসবশত সে একবার ছোঁয় তার শিথানের নিচের ধারালো দাটি, অনেকক্ষণ চেপে ধ'রে রাখে হাতের ভেতরে; দায়ের ভেতর থেকে একটা তীক্ষ্ণ ধারের স্রোত ঢোকে তার শরীরে। এই স্রোতটা, এই ধারটা তার ভালো লাগে। সে কিছুটা সুস্থ বোধ করে, তার মনে হয় তার ভেতরে একটি ধারালো ইস্পাত ধীরেধীরে প্রবেশ করছে। সে উঠে ভোরের কুয়াশার দিকে তাকিয়ে থাকে, সূর্যের নতুন আলো দেখে, সে মনে মনে বলে– এ সূর্যকে অরুণ বলে; ময়না মুখহাত ধোয়, টেবিলে বই নিয়ে বসে, পড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু বেশিক্ষণ ব'সে থাকতে পারে না, বসতে ভালো লাগে না, সে তাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে গিয়ে দাঁড়ায়। এর মাঝে তার মা উঠে কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে, তার কাজের শেষ নেই।

সূর্যটা পুবের আকাশে অনেকখানি উঠে গেছে; তখন ময়না দেখে পাশের বাড়ির দাদি ছুটে আসছে তার মার দিকে। সেও তাদের দিকে এগিয়ে যায়, তার কথা বলতে ইচ্ছে করে।

ময়না বলে, দাদি, আপনে এমুন ছুইট্যা আইলেন ক্যা?

দাদি বলে, হ, আইলাম তোমার মারে একটা কতা কইতে।

ময়না জিজ্ঞেস করে, কি কতা, দাদি?

দাদি বলে, তোমার হোনন লাগব না, দাদি।

ময়না বলে, আমি হোনলে কি অইব? গোপন কতা কইবেন নি, দাদি?

ময়নার মা বলে, কি কতা, হরি?

দাদি বলে, গোপন কতা না, এই কতা কি আর গোপন থাকে? অহন দশ গ্যারামের হগলে জাইন্যা গ্যাছে।

ময়নার মা বলে, কি কতা, হরি?

দাদি বলে, ময়নার সই রহিমা রাইতে গলায় দরি দিছে।

ময়না বলে, কি কইলেন, দাদি?

দাদি বলে, রহিমা গলায় দরি দিছে, কতাডা হুইন্যা নিজে গিয়া দ্যাইক্যা আইলাম। মাইয়াডা মইর‍্যা গ্যাছে। আহা, কি ভাল মাইয়া আছিল রহিমা।

ময়না চিৎকার ক'রে ওঠে, সই।

ময়না মাটিতে ব'সে পড়ে, জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ময়নার মা চিৎকার ক'রে ওঠে, অ রে আমার ময়নারে।

ময়নার মা আর দাদি ময়নাকে উঠিয়ে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। ময়নার

বাবায়ও জমিতে কাজ করতে গিয়ে শোনে যে ময়নার সই রহিমা গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে, শুনেই সে কাজ ফেলে বাড়িতে ছুটে আসে।

এসেই ডাকে, ময়না, ময়না মা রে।

ময়নার মা বেরিয়ে বলে, ময়নারে ডাইকোন না।

বাবা বলে, ক্যা?

মা বলে, রহিমার গলায় দড়ি দেঅনের কতা হুইন্যা ময়না মাতা ঘুইর‍্যা পইর‍্যা গ্যাছে।

বাবা বলে, অত ভাল মাইয়াডা গলায় দড়ি দিল ক্যা?

সারাটি দিন ময়না বিছানায় প'ড়ে থাকে, বিকেলের দিকে ময়না চোখ খোলে; তার চোখের সামনে অন্ধকার ছড়ানো।

ময়নার মা জিজ্ঞেস করে, ময়না, তুই কেমুন আছছ?

ময়না বলে, মা, সই কি বাইচ্যা ওটছে?

ময়নার মা বলে, এই কতা কঅনের অহন কাম নাই।

ইনেছ বলে, বুজি, তুমি হারাদিন কিচু খাও নাই। তোমার লিগা আমি বইয়া রইছি, লও, তুমি আর আমি ভাত খাই।

ময়না বলে, ইনেছ, তুই খাছ নাই?

ইনেছ বলে, তুমি খাও নাই বইল্যা আমার খিদা লাগে নাই।

ময়না বলে, ইনেছ, তুই ভাত লইয়া আইয়া আমার পাশে বইয়া খা; আমি অহন খাইতে পারুম না।

ময়না চোখ বুজে প'ড়ে থাকে, তার চোখ থেকে জল উপচে পড়তে থাকে।

সই, তুই আমার লিগাই মইর‍্যা গ্যালি।

সই, মরনের কতা আছিল আমার, আর মরলি তুই।

সই, তুই মরতে গ্যালি ক্যা?

সই, আমি তর কেছে মাপ চাই।

সই, তুই এত রাগ করতে গ্যালি ক্যা?

সই, তর মনে এত কষ্ট আছিল?

সই, অহন আমারও মরতে মন চাইতে আছে।

সউ, তুই মইর‍্যা গ্যাছছ, অহন ময়না মইর‍্যা যাইব, ফুলি মইর‍্যা যাইব, ফজু মইর‍্যা যাইব।

সই, আমাগো লিগা বাচন নাই।

সই, তর কাছে আমি মাপ চাই।

সই, তর কয়বরে ত আমি যাইতে পারুম না, তয় কয়বরের ভিতর তর লগে আমি হুইয়া থাকুম।

সই, তুই মরলি ক্যা?

সই, আমরা ত এইভাবেই মইর‍্যা আছি, তুই আবর মরতে গ্যালি ক্যা?

ময়না চোখ বুজে রহিমাকে দেখতে থাকে। তার উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণটি কাঁপতে থাকে ময়নার চোখের তারায়। সেই এক সঙ্গে তারা প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেছে, গিয়েই তাদের ভাব হয়েছে, এক দিন না দেখলে বুক ব্যথা করেছে; এক সঙ্গে খেলেছে, বসেছে, তার জন্যে কতো কি নিয়ে এসেছে রহিমা। রহিমা তার জন্যে কড়িফুল নিয়ে আসতো, হিজলের মালা নিয়ে আসতো, পিঠা নিয়ে আসতো। সেই রহিমা সই আর নেই। রহিমা স্পষ্ট কথা বলতে পছন্দ করতো, দরকার হ'লে ঠাশঠাশ কথা ব'লে দিতো; যে-কথা ময়নার মুখে এসে আটকে যেতো, তা ঠাশ ক'রে ব'লে ফেলতো রহিমা।

এমনকি স্যাররা লিখতে পড়াতে ভুল করলেও ঠাশ ক'রে ভুল ধরিয়ে দিতো রহিমা। একজন্যে ফরিদ স্যার ওকে খুব পছন্দ করতো, আর অন্য স্যাররা ওকে দু-চোখে দেখতে পারতো না। কিন্তু রহিমা যে কতো ভালো ছিলো, তা জানে ময়না, জানে ফজু আর ফুলি, জানে অন্যেরা।

গত বছরই বিজ্ঞানের স্যার একদিন পড়াতে এসে বোর্ডে লিখলেন 'বিদুৎ'। স্যার সেদিন তাদের বিদ্যুৎ সম্পর্কে পড়াবেন।

স্যারের বানান দেখে মুখ টিপে হাসছিলো ময়না আর রহিমা।

স্যার রেগে উঠে বলেন, অই, মাইয়ারা তরা আসতে আছছ ক্যা? ক্যালাশ কি ফাইজলামির জাগা নি?

ময়না মাথা নিচে ক'রে থাকে।

রহিমা দাঁড়িয়ে বলে, ছার, আপনের 'বিদ্যুৎ' বানান দ্যাইক্যা হাসন আইল।

স্যার রেগে ওঠেন, ক্যা? বানামে আবর কি অইছে?

রহিমা বলে, ছার, য-ফলা দ্যান নাই।

স্যার আরো রেগে ওঠেন, য-ফলা? য-ফলা আবর কোন হানে দিতে অইব?

রহিমা বলে, ছার, 'দ্যু' অইব।

স্যার উত্তেজিত হয়ে কাঁপতে থাকেন, তাড়াতাড়ি য-ফলা দিতে গিয়ে ব-র পরে য-ফলা বসান।

সবাই আবার হেসে ওঠে ক্লাশে, স্যার আরো রেগে উঠে বলেন, অই বান্দররা, তরা অহন আবর আসস ক্যা?

রহিমা বলে, য-ফলাডা ভুল জাগায় দিছেন, ছার।

স্যার রেগে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যান।

রহিমা ঠাশ ক'রে যেমন কথা বলতো তেমনি কথার জন্যে কষ্টও পেতো।

স্যার চ'লে যাওয়ার পরই রহিমা ময়নাকে বলে, আমার ভুল অইয়া গ্যাছে।

ময়না বলে, কি ভুল?

রহিমা বলে, ছারের ভুল ধরনের কাম কি আছিল।

ময়না বলে, ছারে ত মাঝেমইধ্যেই ভুল করে।

রহিমা বলে, আমি অহন গিয়া ছারের কাছে মাপ চাইয়া আহি।

স্যারের কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে আবার স্যারকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলো রহিমা। ও যেমন ঠাশ ক'রে মারতে পারতো, আবার আদরও করতে পারতো; কিন্তু সেই রহিমা আর নেই।

আমার লিগাই সই তুই মইর‍্যা গ্যালি।

আমি না গ্যালে সই তুই মরতি না।

আমার অপমান সই তুই সইজ্য করতে পারছ নাই।

মরনের কতা আছিল আমার, আর সই মরলি তুই।

তর কাছে আমি মাপ চাই সই।

আমি অহনও মরি নাই, তয় মরনের বেশি মইর‍্যা আছি।

ময়নার ভেতরটা, বাইরটা, আরো ভারি হয়ে উঠেছে, আট মাস কেটে গিয়ে নয় মাসে পড়েছে ময়না; তার পক্ষে চলাফেরা করা বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে, কিন্তু ময়না ঠিক করেছে সে বিছানায় প'ড়ে যাবে না, সে শক্ত থাকবে, থাকে অবশ্যই শক্ত থাকতে হবে। তার মাথাটা ঘুরোয় মাঝেমাঝে, পেটের দিকে তাকালে তার ঘৃণা লাগে, সে মনে মনে সারাক্ষণ বলে– আমার প্যাডের মইদ্যে একটা হুয়রের বাচ্চা অইছে।

তার মা আর পাশের বাড়ির দাদি ময়নার দিকে সব সময় চোখ রাখছে, যে-কোনো সময় ময়নার বেদনা উঠতে পারে। ময়নাও মনে মনে ভেবে চলছে, দেরি নাই, অইডার প্যাড থিকা বাইর অওনের দেরি নাই, একদিন আমার ব্যাদনা ওটব, ব্যাদনায় আমি ছটফট করুম, আমার ভিতরে আত ঢুকাইয়া মায় আর দাদি হুয়রের বাচ্চাডারে টাইন্যা বাইর করব। আমি অইডার দিকে চামু কেমুন কইর‍্যা?

আমার প্যাডে চাইরডা হুয়রের বাচ্চা অইব, হেইডারে আমার বুকের দুদ খাওয়াইতে অইব।

ঘৃণায় বিষাক্ত হয়ে যেতে থাকে ময়নার মন ও শরীর, কোনো কিছুই আর তার আগের মতো ভালো লাগে না। আকাশের দিকে তাকালে তার ঘৃণা লাগে, আকাশে সে একটা শুয়োরের বাচ্চাকে শুয়ে থাকতে দেখতে পায়; মাঠের দিকে তাকালে তার ঘৃণা লাগে, তার মনে হয় মাঠে ঘোৎঘোৎ করছে পালে পালে শুয়োরের বাচ্চা। শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা; ময়না যে-দিকেই তাকায় সেদিকেই শুয়োরের বাচ্চা দেখতে পায়।

অনেক বছরের বাঙালি আছে তার পেটের ভেতরে, যেটা থেকে উঠছে তাকে খেতে খেতে, যেটা তার ভেতরে ঢুকছে তাকে ভেঙেচুরে, আর ধীরেধীরে তাকে ছিঁড়ে ব'রে ফুলছে। আমি এইভাবে ঢাকা শিখা হলামই আইলাম না কাত-মাথাতেই নিজেকে জিজ্ঞেস করে সে, এবং উত্তর দেয়- আমার রাগ ধরছিল, প্রেমিক দিলা হলামই নাই; যখন আমার শিশু থাকে, শিশুর আমার পায়ে জইরা থাকিতে আছে।

এইভাবে পইরা আমি কি করমু?- এইভাবে আমি বুকের দুধ খাওয়ামু?- এইভাবে আমি কি আমার মাকে না করব। মানার চাইতেও তারা আমাকে না করছে, আর এই হাতবাওয়া আমাকে না করল। মানার ভেতর দিয়ে দিন ছাড়া আর কিছু প্রবাহিত হয় না। মানা দেখতে পায় তার ভেতরে চারটি প্রাণ যোগাযোগ করছে।

মানার মা আজকাল একটু বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। ঘুরে ফিরে সে মানার কাছে আসে, তাকিয়ে থাকে, তার শরীরের কথা জিজ্ঞেস করে।

মানার মা জিজ্ঞেস করে, মানা, তর শরিলডা কেমুন আছে?

মানা বলে, ভাল।

মানার মা বলে, এইডে কিসের গন্ধ আয়?

মানা বলে, না।

মানার মা বলে, মিছা কথা কইস না।

মানা বলে, মিছা কথা কমু ক্যান? আমার দিশা তুমি এক ভাইবো না।

মানার মা বলে, তাকুন না? তুই মনে মনে মনে পাইবি।

মানা বলে, আমার যা অইবার অইব, তুমি ভাইবো না।

মানার মা কেঁদে ওঠে, মানা, তুই যে কেমুন কথা কস; ভাবনা কি এমনে আসে, নিজেরইতো ভাবনা আসে।

মানা কথা বলে না; কিন্তু তারও কি নিজের, প্রতিটি মুহূর্তে, ভাবনা আসে না? তার যে তার শরীরের কথা ভাবে না, তার শরীরটা ঠিকই আছে, সে যা ভাবে তা হচ্ছে ভুল। তার শরীরটা কি আগেরই ঠিক আছে? এটা কি আগের সেই শাদা বকুলের মতো, সবুজ চিকন মতো আছে? এটা কি পচা হয়ে যায় নি? মানার মনে হয় তার দেহটি পচে গেছে, তার দেহ থেকে গন্ধ উঠছে।

আগে কি তার মুখ থেকে এমন গন্ধ বেরোতো? আগে কি তার নিশ্বাসের এমন গন্ধ ছিলো? সব কিছু পচে গেছে বলেই সে পচা গন্ধ পাচ্ছে। তার দেহ থেকে কি মাংসের গন্ধ উঠছে, সে-গন্ধ ওই কয়েকের দেহ থেকে? সে নিজের হাত বারবার শুঁকে দেখে, তখন সে গন্ধ পায় না; কিন্তু তার মনে হয় একটা গন্ধ অবিরাম উঠছে তার ভেতর থেকে। তার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

সে একবার ইলেককে ডাকে, ইলেক, এই দিকে আয় ত।

ইলেক বলে, কোন দিকে, বুবি?

মানা বলে, আমার দিকে।

ইলেক তার কাছে এসে বলে, আইলাম, অহন কি করমু কও।

মানা বলে, তুই আমার আঙুলটা শুইকা দ্যাখ ত পচা গন্ধ পাস নি? মনে অয় আমার আঙুলটা পইচা গ্যাছে।

ইলেক তার হাতটি শুঁকে বলে, না, বুবি।

মানা বলে, আমার মোখটা শুইকা দ্যাখ ত পচা গন্ধ পাস নি? মনে অয় আমার মোখটা পইচা গ্যাছে।

ইলেক মানার মুখটি শুঁকে বলে, না, বুবি।

মানা বলে, আমার মাথাডা শুইকা দ্যাখ ত পচা গন্ধ পাস নি? মনে অয় আমার মাথাডা পইচা গ্যাছে।

ইলেক তার মাথাটি শুঁকে বলে, না, বুবি।

মানা বলে, সত্যই গন্ধ পাস না?

ইলেক বলে, না, বুবি।

মানা বলে, তাইলে আমি এমুন পচা গন্ধ পাই ক্যান?

মানার বাবা মঙ্গলবার বিকেলে হাটে গিয়েছিলো মসুরকে নিয়ে; অনেক কিছু কেনাকাটা ক'রে সে হঠাৎ ঘোষের মিষ্টির দোকানের পাশ দিয়ে ফিরছিলো, তার চোখ পড়ে রসগোল্লার ওপর। অনেক দিন সে রসগোল্লা কেনে নি, আজ হঠাৎ তার রসগোল্লা কিনতে ইচ্ছে হয়, এবং দু-কুড়ি রসগোল্লা কেনে।

মানার মা জিজ্ঞেস করে, এইডা আনছ কি?

বাবা বলে, দুই কুড়ি রসগোল্লা আনলাম। মানার তুমি খাইতে দিও ত।

মানার মা বলে, আপনে কেমুন কথা, মানা রসগোল্লা খাইব নি?

বাবা বলে, খাইব না? তুমি ত খাইবা।

মানার মা বলে, আমার খাওন আর মানার খাওন কি এক অইল?

মানার বাবা একটা আঘাত পায়, তবু বলে, দিয়া দ্যাখ, অর খাইতে মন চাইতে পারে।

মানার মা বলে, আমি দিতে পারুম না।

বাবা বলে, ক্যা পারবা না?

মানার মা বলে, আপনেই দিয়া আসেন, দ্যাখেন খায় নি।

মানার বাবা একটু বিব্রত বোধ করে, সে কি মানাকে ডাকবে? না কি নিজেই রসগোল্লা নিয়ে যাবে মানার কাছে? তার মেয়েটি কি রসগোল্লা খাবে না? মানা তো রসগোল্লা খেতে খুব পছন্দ করতো। এমন হয় না? সে একবার মানাকে ডাকার চেষ্টা করে, তার গলা থেকে কোনো শব্দ বেরোয় না।

মানার বাবা একটি বাটিতে পেয়ালায় কয়েকটি রসগোল্লা নিয়ে মানার ঘরে

ঢুকে ডাকে, ময়না।

ময়না বলে, কি, বাবা?

বাবা বলে, ময়না, তর লিগা রসগোল্লা আনতে মন চাইল, হেইর লিগা আনলাম।

ময়না বাবার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বলে, আমি খামু না, বাবা।

বাবা বলে, তর খাইতে মন চায় না?

ময়না বলে, না।

বাবা বলে, একটা রসগোল্লা খাইয়া ন্যাক।

ময়না বলে, না, বাবা।

তার মেয়েটি আজকাল এতো শান্ত শক্তভাবে 'না' বলে যে সে আর কোনো কথা বলতে পারে না। মেয়েটি কি এখন তার চেয়ে বড়ো হয়ে গেছে? তার মেয়েটি তো আগে কখনো 'না' বলতো না; এখন তার ভেতর থেকে এই শব্দটি এমন পাহাড়ের মতো ভারি হয়ে কিভাবে বেরোয়?

ময়নার মা রান্নাঘরে কুমড়ো কুটছিলো, ময়না হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে ঢোকে।

ময়না বলে, মা, দ্যাও আমি কুইট্যা দ্যাই।

ময়নার মা বলে, থাউক, তর কোটতে অইব না।

ময়না বলে, দ্যাও, আমি কুডি।

ময়নার মা বলে, তর কোডনের কাম নাই।

ময়না বলে, ক্যা?

ময়নার মা বলে, জানছ না এই সোম কোডাকুডি করন ভাল না?

ময়না বলে, কোন সোম?

ময়নার মা বলে, জানছ না প্যাডে পোলা লইয়া কোডাকুডি করলে আত কাডা নাক কাডা পোলা অয়?

ময়না বলে, আমি কুডুম, আমারে দ্যাও।

ময়না তার মায়ের হাত থেকে কুমড়োর ফালিটা নিয়ে বটির সামনে বসে; সে চাক চাক ক'রে কুমড়ো কুটতে থাকে।

এই সোম কোডাকুডি করলে আত কাডা অয়? পাও কাডা অয়?

হুয়রের বাচ্চাডা জানি এইগুনির মতন চাক চাক অইয়া যায়।

হুয়রের বাচ্চাডার জানি দুইডা আত কাডা অয়।

হুয়রের বাচ্চাডার জানি পাও কাডা হয়।

হুয়রের বাচ্চাডার জানি গলাডা দুই ভাগ কইর‍্যা কাডা হয়।

ময়নার মা জিজ্ঞেস করে, তর কোডা অইল?

ময়না বলে, হ, অইছে।

ময়নার মা বলে, তাইলে অহন দে।

ময়না বলে, আর কুমরা আছে নি, মা?

ন-মাস কেটে গিয়ে দশ মাসে পড়েছে ময়না। সে বুঝতে পারে সময় ঘনিয়ে এসেছে, শুয়োরের বাচ্চাটার বেশি দিন বাকি নেই।

ময়না মাঝেমাঝে মাকে ফিসফিস ক'রে কথা বলতে শোনে পাশের বাড়ির দাদির সঙ্গে; বুঝতে পারে কথা হচ্ছে তারই সম্পর্কে, তার পেটের শুয়োরের বাচ্চুরটা সম্পর্কে। শুয়োরের বাচ্চাটা হবে, সে জানে, সেটা চাক চাক খান খান ভাগ ভাগ হয়ে যায় নি, বরং সেটা শুয়োরের মতো ঘোৎঘোৎ করছে তার পেটের ভেতরে। হাত পা ছুঁড়ছে, সে টের পাচ্ছে, শুয়োরটা শুয়োরগুলোর মতোই হবে। তার পেটটি কি পাটখেত যে শুয়োরটা সেখানেই ঘোৎঘোৎ শুরু করেছে?

ময়না তার পেটটি চেপে রাখার চেষ্টা করে, যাতে ভেতরের শুয়োরটা শুয়োরকি করতে না পারে।

এক ফাল্গুনের রাতের ভোরের দিকে, যখন ইছামতি থেকে মধুর বাতাস বইতে শুরু করেছে, ময়না তীব্র যন্ত্রণা বোধ করতে শুরু করে। তার তলপেট থেকে উরু পর্যন্ত ভেঙেচুরে যেতে চায়, থরথর করে কাঁপতে থাকে সারা দেহ; তার চিৎকার করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু সে দাঁত চেপে চুপ ক'রে প'ড়ে থাকার চেষ্টা করে, তবে অদম্য গোঙানিকে সে রোধ করতে পারে না। সে যন্ত্রণাকে নিষ্ক্রিয় করেছে, কিন্তু গোঙানিকে নিঃশব্দ করতে পারে নি। গোঙানি শুনে ময়নার মা ছুটে আসে, সে বুঝতে পারে ময়নার বেদনা উঠেছে; সে দৌড়ে গিয়ে পাশের বাড়ি থেকে চাচি শাশুড়িকে নিয়ে আসে।

চাচি শাশুড়ি ধরণী হিশেবে সুদক্ষ, এ-গ্রামের অনেকেরই জন্ম হয়েছে, এবং তারাও জন্ম দিয়েছে তার হাতে। তারা দুজন বুঝতে পারে ময়না প্রচণ্ড ব্যথাবেদনায় ভেঙেচুরে যাচ্ছে, তারাও যেমন ভেঙেচুরে গিয়েছিলো অনেক আগে, কিন্তু তারা চুপ ক'রে থাকে নি, গোঙিয়ে গোঙিয়ে সারা গ্রামকে জানিয়ে দিয়েছিলো তারা বিয়োচ্ছে, কিন্তু ময়না গোঙাচ্ছে চাপাস্বরে, সে কাউকে তার যন্ত্রণা বুঝতে দেবে না, তার কোনো যন্ত্রণা নেই; তবে তার দেহ সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে, দেহটা কাতরাচ্ছে, ময়না চোখ বন্ধ ক'রে প'ড়ে আছে, অস্ফুট গোঙানি শোনা যাচ্ছে, তার তলপেট আর উরু থরথর ক'রে কাঁপছে। ময়না তার বালিশটাকে খামচে ধ'রে ছিঁড়ে ফেলেছে, তার ডান হাতটি গিয়ে ঢুকেছে শিথানের নিচে, শিথানের নিচের দাটি সে শক্ত ক'রে ধ'রে আছে। ময়না সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে গেছে, তার গোঙানিও শোনা যাচ্ছে না।

হরি বলে, বউ, ধর, ময়নারে খাডালে নামাই, খাডালে খালাস করতে অইব।

ময়নার মা বলে, হ, ধরছি।

ময়নাকে ধ'রে তারা ঘরের খাটালে নামায়, খাটের ওপর বিছানায় বাচ্চা

প্রসবের রীতি নেই, বিছোতে হয় মাটির ওপর, খাটালে।

ময়না দাঁতে দাঁত কামড় দিয়ে চিৎ হয়ে প'ড়ে আছে, তার অধর কামড় লেগে কেটে গেছে, রক্ত বেরোচ্ছে; সে গোঙাতে শুরু করেছে। তার দু-পা ফাঁক ক'রে ধ'রে আছে তার মা, আর হরি ডান হাতটি ঢুকিয়ে দিয়েছে ময়নার ভেতরে। ময়না একবার চাপা চিৎকার ক'রে ওঠে, তারপর স্তব্ধ হয়ে যায়, এবং কিছুক্ষণ পর একটি শিশুধর্ষী বাচ্চা জন্ম নিয়ে পৃথিবীর সাথে প্রথম সংঘর্ষে আর্ত চিৎকার ক'রে ওঠে। তখন ভোর হয়েছে।

হরি বলে, বউ, ময়নার পোলা অইছে।

ময়নার মা বলে, এইডার পিগা আবর আজান দিতে অইবি নি, হরি?

হরি বলে, পোলা অইছে, আজান দিতে অইব না?

ময়নার মা বলে, ময়নার বাপেরে দিয়া কই।

ময়নার বাবা আজান দিয়ে জানিয়ে দেয় পৃথিবীতে একটি পুরুষ এসেছে, যদিও আজানের সময় বারবার তার গলা স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিলো।

ময়না অচেতন হয়ে রয়েছে, শুধু নিশ্বাস নিচ্ছে, আর কোনো চেতনা তার নেই। ময়নার মা ও হরি তাকে বিছানায় তুলে শুইয়ে দেয়, এবং ময়নার পাশে একটি কাঁথায় শুইয়ে দেয় ময়নার ছেলেকে।

দাদি বলে, অ ময়না দাদি, দ্যাহ তোমার কি সোন্দর পোলা অইছে।

ময়না কোনো সাড়া দেয় না।

দাদি বলে, অ ময়না দাদি, পোলারে বুকের দুধ দাও।

ময়না কোনো সাড়া দেয় না, সে গভীর ঘুমে ডুবে আছে; সে বেঁচে আছে, কিন্তু জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

ময়না যখন চেতনা ফিরে পেয়ে চোখ খোলে তখন বিকেল হয়েছে, তার কিছু মনে নেই, মনে হয় তার এই মাত্র জন্ম হলো।

দাদি বলে, অ ময়না দাদি, দ্যাহ কি সোন্দর চান্দের মতন পোলা অইছে তোমার, একবার চাইয়া দ্যাহ।

ময়না স্থির তাকিয়ে থাকে ওপরের দিকে, সে কিছু বুঝতে পারছে না।

দাদি বলে, পোলারে বুকের দুধ দাও, দাদি, পোলাডা অহনও মার বুকের দুধ পায় নাই।

ময়না কোনো সাড়া দেয় না; তার হাত দুটি শুধু কেঁপে কেঁপে ওঠে, এবং তার ডান হাতটি গিয়ে পড়ে তার শিথানের নিচে মাটির ওপর, একটা ইস্পাতের ছোরা শীতলভাবে ছোঁকে তার শরীরে।

দাদি বলে, অ ময়না দাদি, পোলারে দ্যাহ, তুলে নাও।

ময়না অন্য দিকে ঘুরে চোখ বন্ধ ক'রে শুয়ে থাকে; সে কবরে শুয়ে থাকতে

চায়, জীবনের, মানুষের, পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

ময়নার মা বলে, অ ময়না, দুইডা ভাত খা।

ইসেহ বলে, বুজি, ভাত খাও।

ময়না ঘুমিয়ে পড়ে; তার কোনো ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই; ভাত মাছ পানি দুধ এগুলোর জন্যে তার কোনো কামনা নেই। তাকে ঘিরে ধরেছে ঘুম, সে-ঘুম কবরের, মৃত্যুর, অজীবনের, অন্ধকারের।

সারারাত ঘুমের ভেতরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে ময়না; ভোরের আগে তার ঘুম ভাঙে, এবং তার ডান হাতটি গিয়ে পড়ে তার শিথানে বিছানার নিচে মাটির ওপর। মাটি থেকে একটা ইস্পাতের ধার, তীক্ষ্ণ ছোরা, সেই দিয়ে ঢোকে তার ভেতরে।

ময়না দায়ের বাঁটটি শক্ত ক'রে ধ'রে বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে; এবং কোপাতে থাকে তার পাশে ঘুমিয়ে থাকা শিশুটিকে। এক কোপে সে প্রথম দুভাগ ক'রে ফেলে শিশুটিকে, তারপর দুভাগ করে মাথাটি, কোপাতে কোপাতে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে শিশুটিকে।

রক্ত ছুটতে থাকে, রক্তে বিছানা ভেসে যায়।

ময়না চিৎকার করতে থাকে, আমি একটা হুয়রের বাচ্চা হুয়ররে টুকরা টুকরা করলাম, দুনিয়ার সব হুয়ররে আমি টুকরা টুকরা কইরা হালামু, সব হুয়রের বাচ্চারে আমি টুকরা টুকরা কইরা হালামু।

ময়না কোপাতে থাকে, কোপাতে থাকে, কোপাতে থাকে।

ময়নার চিৎকার শুনে পাশের কামরা থেকে ছুটে আসে তার মা আর বাবা; দেখে ময়না কুপিয়ে চলছে শিশুটিকে। সেটি এখন অসংখ্য মাংসের টুকরো।

ময়নার বাবা ময়নাকে জড়িয়ে ধ'রে থামায়; এবং ময়না চিৎকার করে, আমি সব হুয়রের বাচ্চারে টুকরা টুকরা কইরা হালামু, আমি দুনিয়ায় হুয়র রাখুম না।

বাবার কোলে ঘুমিয়ে পড়ে ময়না।

এ-সংবাদ সারা গ্রামে, এবং দূর দূরান্তরে, ছড়িয়ে পড়তে সময় নেয় না; শুনে অনেকে কেঁপে ওঠে, অনেকে স্তব্ধ হয়, অনেকে উল্লাস বোধ করে। ময়নাদের বাড়ি মানুষে ভ'রে ওঠে, তাকে একবার দেখে তারা তাদের জীবনের পরম সাধ চরিতার্থ করতে চায়, অনেকে পাপের পরিণতি দেখে শান্তি পেতে চায়।

দুপুরের পর পুলিশেরা এসে পৌঁছে; একটা খুন হয়ে গেছে, মা খুন করেছে তার নবজাতক পুত্রকে, সমাজ ও রাষ্ট্র ও সভ্যতাকে সুস্থ রাখার জন্যে তৎপর কিন্তু ক্লান্ত ও অতিশয় ব্যস্ত পুলিশবাহিনী মহাসমারোহে আসতে একটু দেরি করে, তবে বেশি দেরি করে না।

তারা খুনের দায়ে ময়নাকে গ্রেফতার করে।

তারা ভেবেছিলো খুনী নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে, তাকে হয়তো জঙ্গল বা

ইছামতির চর থেকে খুঁজে বের করতে হবে, তাই তারা দুপুরে পেট ভ'রে খেয়ে ও একটু বিশ্রাম নিয়ে এবং অসংখ্য কামানবন্দুক নিয়ে কেদারপুরে এসে উপস্থিত হয়। কেদারপুর আগে কখনো এতোটা গুরুত্ব ও গৌরব লাভ করে নি। ওসি ভেবেছিলো সে একটি প্রচণ্ড খুনীকে ধ'রে গৌরব ও জাতীয় পুরস্কার অর্জন করবে, কিন্তু এসে দেখে একটি স্নিগ্ধ তরুণী তার পিতার কোলে ঘুমিয়ে আছে। ওসি একবার কেঁপে ওঠে, অন্য দারোগাপুলিশরাও কম্পন বোধ করে।

থানা দশ কিলোমিটার দূরে, তারা ময়নাকে সেখানে নিয়ে যায়। ময়নার মা-বাবা, ইনেছ, দাদি কান্নাকাটি করে, ওসি ও দারোগাপুলিশের পা ধ'রে মাপ চায়, কিন্তু ওসি ও দারোগাপুলিশ তাদের দায়িত্ব পালনে অটল থাকে।

ময়নাও থাকে স্তব্ধ। সে কথা বলে না, কাঁদে না, কোনো দিকে তাকায় না; শুধু তাকে গাড়িতে ওঠানোর সময় সে একবার তাকায় ইনেছ, তার মা-বাবা, দাদি, আর মন্নাফের দিকে। সে না তাকালেই ভালো হতো; তার তাকানোয় তারা আরো উচ্চকণ্ঠে হাহাকার ক'রে ওঠে, এবং পুলিশের গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে। ময়নার মা প'ড়ে যায়, ময়নার বাবা একটি বাসে ওঠে।

থানায় ময়নাকে রাখা হয় ২৪ ঘণ্টা; এটা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পুলিশের হিশেব। কিন্তু তাকে রাখা হয় চার রাত চার দিন; সেখান থেকে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে, আরো চল্লিশ কিলোমিটার দূরে, এবং পুলিশ চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করে যে তারা তাকে ২৪ ঘণ্টাই রেখেছে। কারণ খুনী অত্যন্ত হিংস্র, সে নিজের নবজাতক সন্তানকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটেছে, তারপর ইছামতির চরে গিয়ে পালিয়ে থেকেছে, সেখান থেকে তাকে ধ'রে আনতে তাদের অনেক কষ্ট হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করে, তুমি তোমার পোলারে দা দিয়া কুপাইয়া খুন করছ, এই কতা কি সইত্য?

ময়না বলে, হ, আমি তারে কোবাইয়া টুকরা টুকরা করছি।

ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করে, তুমি খুন কইর‍্যা চরে গিয়া পলাই আছিলা, এই কতা কি সইত্য?

ময়না বলে, হ, আমি পলাই আছিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করে, এই পোলার বাপ কে?

ময়না বলে, এইডার বাপ নাই।

ম্যাজিস্ট্রেট বলে, জাউর‍্যা?

ময়না বলে, হ।

ম্যাজিস্ট্রেট শিউরে ওঠে, মনে পড়ে সে অনেকবার অনেক কাজের মেয়েকে ব্যবহার করেছে, রাজামহারাজা নিয়েছিলো ব'লে কোনো বিপদ ঘটে নি। এখনো সে একটিকে রাজামহারাজাব্যাঘ্র করছে; তাকে আরো সাবধান হ'তে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট মনে মনে বলে, মাইয়াডা মাল ভাল।

কর্তব্যপরায়ণ আইনশৃঙ্খলানিষ্ঠ পুলিশ দাবি করে মেয়েটিকে রিম্যান্ডে নেয়া দরকার, যদিও সে নিজেই স্বীকার করেছে যে সে খুন করেছে, তবুও তা ভালো ক'রে যাচাই ক'রে দেখা দরকার। তিন দিনের রিম্যান্ড মঞ্জুর করা হয়।

ময়না তিন দিন পুলিশের রিম্যান্ডে থাকে।

পুলিশ সুস্পষ্টভাবে রিপোর্ট দেয় যে ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে কেদারপুর গ্রামের জব্বর শেখের কন্যা ময়না ওরফে মোসাম্মৎ ফাতেমা বেগম তাহার নবজাতক পুত্রকে খুন করিয়াছে।

ম্যাজিস্ট্রেট নিশ্চিত হয় এটা একটি সুস্পষ্ট খুনের মামলা। এর বিচার করবেন দায়রা জজ। ম্যাজিস্ট্রেট কাগজপত্র দায়রা জজের কোর্টে পাঠিয়ে দেয়, এবং ময়নাকে কারাগারে রাখার নির্দেশ দেয়।

ময়না কারাগারে পচতে থাকে, এবং নানা শুয়োর দ্বারা ব্যবহৃত হ'তে থাকে। তার শুধু পাটখেতের কথা মনে পড়ে; তার মনে হয় পাটখেতও অনেক ভালো ছিলো, ওই শুয়োররাও ভালো ছিলো, কারাগারে যে-শুয়োররা দিনে ও রাতে আসে তার কাছে, তারা পাটখেতের শুয়োরদের থেকেও জঘন্য।

পাটখেতের শুয়োররা একবার তাকে অন্ধকারে ডুবিয়ে চ'লে গিয়েছিলো, আর আসে নি; সে এখন পড়েছে শুয়োরদের মধ্যে, শুয়োররা যখন তখন আসে, এবং তাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে চ'লে যায়।

তার ওপর শুয়োররা ঝাঁপিয়ে পড়েছে থানায়, তারপর এই শুয়োরাগারে শুয়োরের কোনো অভাব নেই; দিনে শুয়োর, রাতে শুয়োর, সকালে শুয়োর, বিকেলে শুয়োর। সে জানতো না পৃথিবীতে এতো শুয়োর আছে, এতো শুয়োরের থেকে ওই চারটা শুয়োরই তো ভালো ছিলো। ময়না অবাক হয় দেশে এতো শুয়োর পয়দা হলো কেমন করে? এটা কি শুয়োরের দেশ?

বিজ্ঞ দায়রা জজের কোর্টে একদিন তার মামলা ওঠে।

ময়নাকে দাঁড়াতে হয় বিজ্ঞ জজের সামনে।

বিজ্ঞ জজ জিজ্ঞেস করে, তুমি তোমার পোলারে খুন করছ?

ময়না বলে, হ্যাঁ, করেছি।

জজ চমকে ওঠে, সে এই ভাষা ও কণ্ঠস্বর শুনবে ব'লে আশা করে নি।

বিজ্ঞ জজ জিজ্ঞেস করে, ক্যান খুন করছ?

ময়না বলে, সে জাউর‍্যা ছিলো।

বিজ্ঞ জজ বলে, জাউরা' আছিল? এই কতার কি মানে?

ময়না বলে, পাটখেতে চারটি শুয়োর এক বিকেলে আমাকে ধর্ষণ করেছিলো, তার ফলে ওই বাচ্চাটা হয়েছিলো। আমি শুয়োরগুলোকে খুন করতে পারি নি, তাই শুয়োরের বাচ্চাটিকে টুকরো টুকরো করেছি।

বিজ্ঞ জজ বলে, তুমি অই রেপিস্টগ বিরুদ্দে মামলা কর নাই?

ময়না বলে, না, করি নি।

বিজ্ঞ জজ বলে, তুমি তাগ চিনতে পারছিলা?

ময়না বলে, হ্যাঁ, চিনতে পেরেছিলাম।

জজ বলে, তাইলে মামলা কর নাই ক্যা?

ময়না বলে, মামলা কইর‍্যা কি অইব? এই হুয়রের দ্যাশে হুয়রগো বিরুদ্দে মামলা কইর‍্যা কি অইব?

বিজ্ঞ জজ বলে, তুমি এইডা কি কইতে আছ?

ময়না বলে, বিজ্ঞ জজ সাব, আপনে কি জানেন আমারে থানায় আইন্যা চাইর দিন ওসি আর দারোগাপুলিশে ধর্ষণ করছে? আপনি কি জানেন আমারে এই আপনাগো কারাগারে রাইক্যা দিনের পর দিন রাইতের পর রাইত পুলিশ দারোগা জেলার বর জেলার ছোড জেলার সবে মাসের পর মাস ধর্ষণ করছে?

বিজ্ঞ জজ বলে, তুমি কও কি?

ময়না বলে, আহেন, আপনেও আমারে ধর্ষণ করেন। আহেন, আপনে আমারে পাটখ্যাতে হালাইয়া ধর্ষণ করেন।

ময়না বলে, আহেন এই হানকার সব জজ ম্যাজিস্টেট উকিল মুক্তার ব্যারিস্টর উজির নাজির ডিছি এডিছি, আহেন আমারে ধর্ষণ করেন; আমারে পাটখ্যাতে হালাইয়া ধর্ষণ করেন।

ময়না বলে, আহেন দ্যাশের সব পুলিশ দারোগা মিনিস্টার সেকরেটারি, আহেন আমারে ধর্ষণ করেন; আমারে পাটখ্যাতে হালাইয়া ধর্ষণ করেন।

ময়না বলে, আহেন সব প্রফেছার ভাইচচেনচেলার চেনচেলার হেডমাস্টার ডাক্তর পলিটিশিয়ান প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট, আহেন আমারে ধর্ষণ করেন; আমারে পাটখ্যাতে হালাইয়া ধর্ষণ করেন।

ময়না বলে, আহেন সব মৌলবি মওলানা চেয়ারম্যান মেম্বর ইন্ডাসটিলিস্ট এমপি, আমারে ধর্ষণ করেন; আমারে পাটখ্যাতে হালাইয়া ধর্ষণ করেন; আহেন আমার প্যান্ড জাউর‍্যায় ভইর‍্যা দ্যান; আহেন জাউর‍্যাগো দ্যাশটারে আমি জাউর‍্যায় ভইর‍্যা দ্যাই।

ময়না আর কথা বলতে পারে না, সে কাঠগড়ায় লুটিয়ে পড়ে।

২৬-০৪

Converted to PDF

By

---RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET